সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

রুহ্

BanglaBook.org

'আর্ট অ্যান্ড ডেথ ডু নট গো টুগেদার'— এই উক্তি স্বয়ং মাইকেল এঞ্জেলোর। ঈশ্বরীর জীবনে কথাটা যেন একটা ভবিষ্যৎবাণী হয়ে ওঠে। সে ভেবেছিল শিল্প তার আত্মাকে রক্ষা করবে, কিন্তু সহায়সম্বলহীন অবস্থায় রুগ্ণ, অসুস্থ সন্তান রুহ্-এর হাত ধরে জীবনের সেই প্রান্তে এসে পৌঁছয় ঈশ্বরী, যেখানে শিল্প আসলে বাস্তবকে টপকে যাওয়ার, এড়িয়ে যাওয়ার এক অতি উন্নত মাধ্যম। যেখানে আর্ট সরল, কিন্তু ছলনাময় এক এসকেপিজম। ক্রমে সে পরিচিত হয় এমন অনেক মানুষের সঙ্গে যাঁরা শিল্পের জন্যই শিল্পকে খোঁজে। একসময় সে বুঝতে পারে শিল্প—যা সভ্যতার দান তার সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সভ্যতার মূল উপাদান মনুষ্যত্বের সংস্রব নষ্ট হয়ে গেছে।
রুহ্ উপন্যাসটির ছত্রে ছত্রে বিবৃত হয় শিল্প আর মনুষ্যত্বের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার সেই যন্ত্রণাদায়ক প্রক্রিয়া।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ২৩ নভেম্বর ১৯৭৪, দুর্গাপুরে। ১৯৮৬ সাল থেকে কলকাতায় বসবাস। প্রথমে বাগবাজার মালটিপারপাস্ গার্লস স্কুল, পরে গোখেল কলেজে পড়েছেন।

তেরো-চোদ্দো বছর বয়স থেকেই কবিতা লেখার শুরু। প্রথম কবিতা ছাপা হয় 'দেশ' পত্রিকায় ২০০১-এ। তারপর নিয়মিত 'দেশ' সহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি। প্রথম উপন্যাস 'শঙ্খিনী'। 'দেশ'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

পেশা: সাংবাদিকতা। একটি টিভি চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত।

শখ: অসংখ্য। তবে আসল শখ মানুষের সঙ্গে এই মহাপৃথিবীর সম্পর্ক অধ্যয়ন।

প্রচ্ছদ সুব্রত চৌধুরী
লেখিকার আলোকচিত্র: বিবেক দাস

www.BanglaBook.org

রুহ্

সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

আনন্দ

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

© সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 978-81-7756-701-4

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
বসু মুদ্রণ ১৯এ সিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৪
থেকে মুদ্রিত।

RUH
[Novel]
by
Sangita Bandyopadhyay

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

মালবিকাদি-কে

অতঃপর আমরা ঘুরতে লাগলাম আশ্রয়ের সন্ধানে। সমস্ত দুপুরের কষা-কষা, মরবিড হলুদ রঙের মধ্যে দিয়ে ঘুরতে লাগলাম। আর দেখতে-দেখতে দমকলের ঢং ঢং শব্দের মতো বিকেল নামল, তৎক্ষণাৎ, জল ছিটিয়ে আগুন নেভানোর মতো নেমে এল রাত, ঠিক মরুভূমির বানজারনের নাচের সঙ্গে ঘুরতে থাকা কালো ঘাগরার মতো অতিদর্শন এক রাত। তখনও আমরা পায়ে-পায়ে লাট খেতে-খেতে ঘুরছি। আমরা অর্থাৎ আমি আর রু। আমি ঈশ্বরী আর রু আমার নক্ষত্রগতিতে খসে পড়তে-পড়তে হঠাৎ দু'মুহূর্ত রুখে যাওয়া আত্মা। রু— আসলে রুহ্। এবং এভাবেই ঘুরতে-ঘুরতে যখন সাড়ে এগারোটা বেজে গেল, (বারোটা নয়, কারণ বারোটা হল আহত পাখিদের জন্য চরম এক তৃষ্ণক সময়)— তখন পাতাল থেকে উঠে এল শহরের পথঘাটে হ্যালুসিনোজেনিক নিঝুমতা। রু ভয়ে আমার উরু খিমচে ধরল আর আমি চোখে দেখামাত্র অন্ধকার গাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকা একটা ট্যাক্সিতে বিনাপ্রশ্নে উঠে বসলাম ও ট্যাক্সিওলাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'যাবেন?' ছেলেটা— থোকা-থোকা কালো আঙুরের মতো চুলওলা যুবক মাথা নাড়ল— যাবে! ট্যাক্সি চলতে শুরু করল আর আমাদের এই আশ্রয় জোটানোর মরিয়া চেষ্টার মধ্যে দিয়ে শুরু হল একটা উপন্যাস। অপ-দমনের উপন্যাস, অপ-রোচক উপন্যাস। শুরু হল— যেখানে শেষ হবে সেখানে পৌঁছে 'জীবন মানে কী?' বোঝাতে হলে প্রবৃত্তি বদলে যাওয়া একজন ভারচুয়াল মানুষকে স্বীকার করতে হয়—

life is constantly being a murderer!'

রু আমাকে কয়েকবার জিজ্ঞেস করেছে, আমরা এবার কোথায় যাব? আমি কোনও উত্তর দিইনি, আমি ঠিক করেছি ও এই প্রশ্নটা আর একবার করলে নিকষ চোখ মেলে তাকাব ওর দিকে। ওকে থামানোর পক্ষে সেটাই যথেষ্ট

BanglaBook.org

হবে। এরকম ভেবে ওঠার পরক্ষণেই ও আবার প্রশ্নটা করেছে আমাকে, ওর খুব বড়-বড় চোখ করে তাকিয়েছে আমার দিকে, আর বাস্তবে আমি যতটা রূঢ় হব বলে মনে-মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম— ততটা হতে পারিনি। উলটে ওকে আর একটু কাছে টেনেছি নিজের। একটা ক্ষুধিত স্নেহ দুয়া করছে আমার অন্তরে, সেই স্নেহ ফুটে উঠছে আমার চোখেমুখেও নিশ্চিত।— আমি দেখতে পাচ্ছি একটা অস্তিত্বহীন আয়নায় আমার অভিব্যক্তি! যে আয়না এই প্যাঁচার মতো উপন্যাসে অমোঘ। যে আয়না আমাকে ঈশ্বরীকে দেখায় সবসময়— ভরকেন্দ্র থেকে প্রতি মুহূর্তে ধসে যেতে থাকা ঈশ্বরী! আমি, ঈশ্বরী, এই উপন্যাস, রু— সব মিলিয়ে গড়ে উঠতে থাকা এক কথকের অন্বেষণকে পথ করে দিতে আয়না আমাকে শোনায় ট্যাক্সির জানলার কাচটা তুলে দিতে-দিতে ঈশ্বরী রু-কে কী বলছে উত্তরে! ঈশ্বরী বলছে, 'যাব, কোথাও যাব ঠিকই। গিয়ে পৌঁছোব ঠিকই, ভয় কী রু? আমি তো আছি!'

'কিন্তু কোথায় মা?' জীবাণুর স্বরে বলে উঠছে রু।

উত্তরটা আমি হলে দিতাম, 'সেখানে, কেবল মাত্র সেখানে, যেখানে এই শিল্প পরিপূর্ণতা পাবে!' কিন্তু ঈশ্বরী বলল, 'এই যে এখন যেখানে যাচ্ছি।' এবং এই ধাঁধায় আরও বিপন্ন হয়ে পড়ল রু। না খাওয়ার পর আরও বিপন্ন, না শোওয়ার পর আরও বিপন্ন, রাস্তায়-রাস্তায় ঘোরার পর আরও বিপন্নতা ওকে নির্জীব করে দিয়েছে। ও কালো এক সংকটে এলিয়ে পড়েছে ট্যাক্সির সিটে, ওর মাথা হেলে পড়েছে আমার বাহুর ওপর। দেখে মনে হচ্ছে যেন কেউ মেরেছে ওকে কঠোর হাতে। আর সত্যিই তো মেরেছে, ভোররাতে ট্রেনের জানলা দিয়ে হাতটা বাইরে বের করেছিল ও, সঙ্গে-সঙ্গে ভারী কাঠের জানলাটা খুলে পড়ে যায় ওর কবজির ওপর। 'দড়াম' শব্দ আর ওর প্রচণ্ড চিৎকারে ঘুম ভেঙে যায় আমার। মারাত্মক সেই আঘাতে কিছুক্ষণের মধ্যে রু-এর কবজি ফুলে যায়। সেই বিষ নীল হাত নিয়ে দশ ঘণ্টা এখানে ওখানে ঘুরছে ও আমার সঙ্গে। লাগামাত্র চেঁচিয়ে ছিল রু, তারপর আর একবারও কাঁদেনি। এ ব্যাপারে ও হয়তো আমার স্বভাব পেয়েছে। আমিও তো কাঁদি না, কোনওদিনও কাঁদিনি। ঈশ্বরী কাঁদলে আমি ঠোঁট টিপে থাকি। প্রত্যেকবার কাঁদার ইচ্ছে হলে আমি নিজেকে বলি কাঁদার পক্ষে এই পরিণতিই যথেষ্ট নয়— আর একটু সময় দরকার, কারণ সময় পরিণতিকে আরও পরিণত করে তোলে এবং এই সহনশীলতাই এই উপন্যাসের আবহাওয়া। এই সত্যি ও

BanglaBook.org

মিথ্যের উপন্যাস, এই প্যাঁচার মতো উপন্যাস!

ট্যাক্সি ছুটে চলেছে, আমি জানলা দিয়ে বাইরে তাকালাম। এত ঘণ্টা হয়ে গেছে রু-এর হাতটার জন্য কিছুই করে উঠতে পারেনি ঈশ্বরী।

ভীষণ শীত, এত রাত— শহরের পথ এত খালি খালি, জনমনিষ্যির সাড়াহীন, যেন মনে হচ্ছে বিষাদ নিয়ে শীতঘুমে চলে গেছে সকলে এবং কাল কেন, কোনও সকালেই কেউ জাগবে না। চারিদিক থমথম করছে। যে পরিচিতের বাড়িতে শেষতম প্রয়াস হিসেবে আশ্রয় চেয়ে একটু আগে তৃতীয়বারের মতো ব্যর্থ হয়েছি, এই ট্যাক্সিটা আমি পেয়েছি ঠিক সেই বাড়ি থেকে কয়েক পা দূরে। ট্যাক্সিতে উঠে বসে বাড়িটার দিকে একবার ঘুরে তাকিয়েছিলাম— মনে হল কেউ খুব গোপনে পরদা তুলে দেখছে আমাদের।

এত রাতে ট্যাক্সি পাওয়ার কোনও আশা ছিল না। বিশেষত যোধপুর পার্কের এই ভেতরের দিকের রাস্তায়। না পেলে রু-এর হাত ধরে হাঁটতে হত আমাকে। এত রাতে, এই শীতে, পায়ে ফোসকা পড়ে যাওয়া শিশুসহ হেঁটে ঈশ্বরী কোথায় পৌঁছোত আমি জানি। এই উপন্যাস বলবে '...not the portico of a temple but shelter is grave!' ঈশ্বরী হয়তো পথমধ্যে ধর্ষিত হত, লুণ্ঠিত হত, যদি মধ্যরাতের শ্বাপদরা জীবিতও ছেড়ে দিত তাকে, তা হলেও মায়ের হাতছাড়া হয়ে হয়তো একা-একা হারিয়ে যেত রু। ঈশ্বরী ছেলেকে আর কখনও খুঁজে পেত না।

এক লহমার জন্য দু'চোখ বুজে ফেললাম আমি। রু আমার বাহুর ওপর থেকে মাথা তুলে বলল, 'এখন যেখানে যাচ্ছ সেখান থেকে কেউ আর চলে যেতে বলবে না তো আমাদের?'

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, 'এই প্রশ্নের কী উত্তর দেব আমি তোমাকে? তুমি কেন চলে এলে এভাবে আমার সঙ্গে? আমি তো এক ঝলক দেখতে গেছিলাম শুধু তোমায়? তুমি কেন কাউকে কিছু না বলে পালিয়ে এলে? তোমার প্রথম শহর, আমার দ্বিতীয় শহর ও এই তৃতীয় শহরের কোথাও কোনও জায়গা নেই তোমাকে নিয়ে থাকার। আমি এখন কোথায় যাই তোমাকে নিয়ে বলো তো?' কিন্তু ঈশ্বরী আমাকে কথা বলার সুযোগ দিল না। ঈশ্বরী রু-এর তুলতুলে গালদুটো দু'হাতে পিষতে-পিষতে মাতৃত্বের পরম স্বাদ নিয়ে বলল, 'আমরা আর কারও বাড়ি যাব না রু। আমরা এখন এমন জায়গায় যাব যেখানে টাকা দিয়ে থাকা যায়। যতদিন খুশি থাকা যায়।'

AMARBOI.COM

ভীষণ খুশি হল রু তাই শুনে, ঈশ্বরীর বুকে চিবুক ঘষে দিয়ে ঘাড় হেলিয়ে বলল, 'তোমার কাছে টাকা আছে?'

ঈশ্বরী আড়চোখে দেখে নিল ট্যাক্সিচালককে, তারপর চিলের ডানার মতো একটা হাত রাখল ছেলের মাথায়।

কিন্তু সত্যিই কি টাকা দিয়ে থাকার জায়গা জোগাড় করা যায় এখন, এই অসময়ে? শীততাড়িত রাতে পুরুষ অভিভাবকহীন কোনও নারীকে ঘর ভাড়া দিতে রাজি হবে শহরের সনাতন কোনও রাত্রিবাস? গেস্ট হাউস? পাঁচ তারা হোটেলগুলো হয়তো তেমন কোনও প্রশ্ন তুলবে না কিন্তু নিশ্চিতভাবেই পরিচয় প্রমাণ চাইত। কী-ই বা পরিচয় আছে আমার যাকে প্রাচীন সভ্যতা স্বীকৃতি দেয়? তা ছাড়া সেখানে আশ্রয় জোটানোর মতো টাকাই আছে নাকি আমার কাছে?

আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে, অথচ রু এখনও পর্যন্ত একবারও খিদের কথা বলেনি। শেষ বাড়িটায় ঢোকার আগে ওকে দুটো বিস্কুট খেতে দিয়েছিলাম, কিন্তু সেও ঘণ্টা দেড়েক আগে। আমার মাথা কাজ করেনি। নইলে কলা, চকোলেটের মতো খাবার অনায়াসে সংগ্রহ করা যেত। এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখন আর কোথাও খোলা নেই কোনও দোকান।

আমার আশ্চর্য লাগছে। রু এমন খিদে সহ্য করা কোথায় শিখল?

রু পিঠ সোজা করে বাইরেটা দেখছে, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি ও আসলে কিছুই দেখছে না। ধূ-ধূ করছে ওর দৃষ্টিটা আসলে গতকাল থেকে। ও যখন কাল ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আমার কোলে 'মা' বলে তখন ওর চোখে ছিল কান্নামাখা আনন্দ, আমি ওকে কোল থেকে নামিয়ে দেওয়ার কিছু পর থেকেই সেই চোখ বদলে যেতে শুরু করল। এখন পিঠ সোজা করে বসে ও কী ভাবছে আমি জানি। কালকের রাতটা আমাদের ট্রেনে কেটে গেছিল, আজকের রাতটা তুলনায় অনেক ঘনায়মান।

ঈশ্বরীও কি ভাবতে পেরেছিল পরের পর, পরের পর দরজা বন্ধ হয়ে যাবে তার দুর্ভাগ্যের ওপর? না, ভাবতে পারা সম্ভব ছিল না তার পক্ষে। যাদের যাদের কাছে গেছিল ঈশ্বরী তারা প্রত্যেকে প্রতিষ্ঠিত মানুষ, নিরাপদ আশ্রয়ের নীচে থাকা, নিরাপত্তার বলয়ে থাকা সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি— অথচ ঈশ্বরী

BanglaBook.org

আজ জানে তারা কেউ-ই ঈশ্বরীর থেকে কম অসহায় নয়। কম অপদার্থ নয়। একেবারে নিঃস্ব যে ঈশ্বরী আর এক শিশু ওরা সেই তাদের মতোই ভীত, ত্রস্ত, বিবশ এবং আত্মসর্বস্ব। আর সেই সঙ্গে বিবেকহীন। এত যে উচ্চতায় পৌঁছেছে মানুষগুলো— তবু ওদের সমস্ত সঞ্চয় শুধু নিজেকে বাঁচানোর সামর্থ্যে ব্যতিব্যস্ত।

ট্রেন থেকে নেমে অনেক চিন্তা করার পর প্রথম আমি যাঁর কাছে যাই তিনি শহরের এক মান্য ব্যবসায়ী, প্রভূত অর্থবান, দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় যাঁর শরণ নিতে চেয়েছিলাম তিনি একজন প্রভাবশালী আইনজ্ঞ, তৃতীয়জন অর্থাৎ যোধপুর পার্কের বাসিন্দা তিনি এক মহৎ কবি— শিশুদের ভীষণ ভালবাসেন, যেখানে যত গরিবের উচ্ছেদ হয়, জমি কেড়ে নেওয়া হয়, বোমা পড়ে, যুদ্ধ লাগে, তিনি অত্যাচারিত মানুষের হয়ে সন্তপ্ত কবিতা লেখেন, কিন্তু সমাজের জাগ্রত বিবেকের মতো সেই কবিও অনেক চিন্তাভাবনার পর সহৃদয়তার সঙ্গে আমাকে প্রত্যাখ্যানই করলেন শুধু।

আজ এভাবে ঘুরতে ঘুরতে আমার বারবারই মনে হয়েছে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে পরিচয় তৈরি হয় নিত্যদিন তা আসলে ছোট ছোট স্বপ্নের অভ্যুত্থান— brief dreams— টুক টুক করে কাচের কাঠির মতো ভেঙে যায়। ওই তিনজনের মতো নিজের সীমার অসহায়তা থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। এই পর্যায়ে রু একবারও আমার দিকে অভিযোগের চোখে তাকায়নি। কোনও প্রয়োজনই একবারের বেশি ব্যক্ত করেনি। রু-ই সম্ভবত আমার সঙ্গে আছে এই নিদারুণ দুঃসময়ে। আমি চাইনি, তবু রু চলে এসেছে আমার কাছে। যে মা একবার সন্তানকে ছেড়ে চলে গেছিল সেই মাকে ও ফিরে পেতে ছিল উন্মুখ। এমন মাকে পাঁচ বছরের রু ভরসা করল কীভাবে ভেবে পাচ্ছি না আমি।

ছোট্ট রু হাতে একটা গল্পের বই নিয়ে গোপন রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল আমার জন্য। ছোট তো, বুট পরেছিল বেচারা, মোজা পরতে ভুলে গেছিল, শুধু বুট পরার ফলে ওর দু' পায়েই গোড়ালির ওপরের নরম অংশে এখন ফোসকা। সন্ধেবেলা দেখেছি গলে গেছে ফোসকাগুলো আর লাল মাংস দেখা যাচ্ছে ছেতরে যাওয়া ছালের নীচে। রু নিঃশব্দে সহ্য করছে সব। ঈশ্বরী ছেলের মুখ নিজের দিকে ঘোরাল, 'কষ্ট হচ্ছে খুব রু?'

চটপট মাথা নাড়ল রু, নাহ, ওর কোনও কষ্ট হচ্ছে না। ঈশ্বরীর জ্বালা করে

BanglaBook.org

উঠল চোখ এবং আমার মনে পড়ল আগে ট্যাক্সিওলার সঙ্গে কথাটা সেরে নিতে হবে। কোথায় যাব, না-যাব— সেই কথাটা।

অমনি আমার মনে পড়ল ল্যান্সডাউন রোডের ওপর অবস্থিত একটা গেস্ট হাউসের কথা। আমি সেখানেই যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলাম চালককে। কথা বলতে গিয়ে দেখলাম আমার কথা কাঁপছে, নানারকম আশঙ্কায় কাঁপছে আমার বুকটাও— চারপাশটা কী নির্জন। আমার রাগ হল চারদিকের উদাসীন, নিরালোক, অগুনতি ঘরবাড়ি দেখতে-দেখতে— আমি এগুলোর কোথাও এতটুকু জায়গা পেলাম না? ঈশ্বরী শীতে জমে যাচ্ছে, রু গরম পোশাক ছাড়া চলে এসেছিল, ঈশ্বরী নিজের শাল দিয়ে রু-কে আবৃত করে দেয়। সঙ্গে দ্বিতীয় শীতবস্ত্র বলতে একটা স্লিভলেস জ্যাকেট, যেটা আমি পরে আছি।

আসলে ক্রমশ নির্ভার হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় আমি নিজস্ব ব্যবহার্য জিনিসপত্র ফেলে দিয়েছি অনেক। আমার কাছে খুব হালকা একটা কম্বল আছে অবশ্য— কিন্তু কম্বল জড়িয়ে তো রাস্তায় হাঁটা যায় না। এবং কেন যায় না? সমাজের চোখে যা স্বাভাবিক তার থেকে বিচিত্র কিছু হয় বলে? শীতের বশ্যতা ঝেড়ে ফেলে আমি ড্রাইভার ছেলেটাকে নির্দেশ দিলাম আর ট্যাক্সিটা গেস্ট হাউসের সামনে পৌঁছোল। গেস্ট হাউসের নিয়ন সাইনবোর্ডের একপাশে ক্ষুদ্র অক্ষরে বাংলায় লেখা রয়েছে রাত্রিবাস শব্দটা। শব্দটা আমার কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হল। গোটা চল্লিশ টাকা ভাড়া গুনে দিলাম চালককে। গোটা চল্লিশ টাকা এখন আমার কাছে অনেক টাকা। আমি নামার পর শাল গায়ে জড়িয়ে জড়োসড়ো অবস্থায় ট্যাক্সি থেকে নামল রু। খুচরো টাকা ফেরত নিতে নিতে ভাবলাম যা অর্থ রয়েছে আমার হাতে তার সাহায্যে রু-সহ কতদিন প্রাণধারণ সম্ভব আমার পক্ষে? ভাবলাম কিন্তু কোনও আন্দাজ পেলাম না। অবশ্য ভেবে লাভ কী? আমি কোনওদিনও সম্ভব অসম্ভব নিয়ে বেশি ভাবি না, বরং সম্ভব এবং অসম্ভবের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষের মধ্যে থেকে যে পারফর্ম্যান্সটা বেরিয়ে আসে আমি সেটার ব্যাপারেই অধিক উৎসাহী। আর ঠিক সেই কারণেই ত্রুটিপূর্ণ মানুষ পেলে আমি নিজের সঙ্গে তার মন, মতি, মনীষা ও মূর্খামি কম্পেয়ার করে তৃপ্তি পাই। সেই হিসেব মতো ঈশ্বরীই আমার সবচেয়ে অপ্রিয় কারণ আমি যা নই ঈশ্বরী তার সবটা। ঈশ্বরী রু-এর মা। যে রু আমাকে স্পর্শ করলেই আগ্রহী বোধ করি আমি।

ট্যাক্সি থেকে ক্যাম্বিসের ব্যাগ আর সুটকেসটা নামিয়ে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে

BanglaBook.org

ঈশ্বরী দেখল গেস্ট হাউসে ঢোকার বড়সড় গেটটায় তালা পড়ে গেছে। সরু প্যাসেজটায় টিমটিম করে জ্বলছে একটা আলো। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। জিনিসপত্র আর রু-কে এক পাশে দাঁড় করিয়ে চারদিকে চোখ বোলাল ঈশ্বরী, কোথাও বেলটেল কিছু চোখে পড়ল না। আমি গেটটা নাড়িয়ে নাড়িয়ে শব্দ তুললাম— 'কেউ আছেন? কেউ আছেন? শুনুন? শুনছেন?' কিন্তু সাড়া দিল না কেউ।

দ্বিতীয়বার ডাকার আগে আমার খেয়াল হল ট্যাক্সিটা এখনও চলে যায়নি— দাঁড়িয়ে আছে। আমার মন বলে উঠল ট্যাক্সিটা দাঁড় করিয়ে রাখাই দরকার ছিল আমার কারণ এখানে জায়গা না জুটলে আমাকে দ্রুত অন্যত্র পৌঁছোতে হবে। হয় মাথার ওপর একটু ছাদ আর নয় পুরো রাত ধরে আশ্রয়ের অনুসন্ধানে ট্যাক্সিতে ঘোরা ছাড়া কোনও উপায় নেই এখন।

আমি ঝট করে ঘুরে তাকালাম এবং আশ্চর্য হয়ে দেখলাম ছেলেটি গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে এবং গাড়ির গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে আমাদেরই লক্ষ করছে।

ট্যাক্সিটা দেখে আমার একই সঙ্গে স্বস্তি হল এবং ভুরু কুঁচকে উঠল, কিন্তু বেশি চিন্তা না করে আমি দ্রুত হেঁটে গেলাম ড্রাইভারটার দিকে, বললাম, 'আপনি চলে যাননি— এটা খুব ভাল হয়েছে। মনে হয় না এখানে রুম পাওয়া যাবে— যদি আর একটু অপেক্ষা করেন খুব উপকার হয়।'

'আমি আছি।' সংক্ষিপ্ত উত্তর এল। তাই যথেষ্ট। একটুখানি ভরসা, একটুখানি অবলম্বন চায় ঈশ্বরী আপাতত। নিজের আর রু-র ছাড়া যেমন তেমন একটা তৃতীয় উপস্থিতি। বাইরে ভীষণ ঠান্ডা, রু যদি বন্ধ ট্যাক্সির ভেতর বসতে পারত তা হলে ভাল হত, শালটা ওকে এই হিমেল হাওয়া থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হচ্ছে। কিন্তু এই প্যাঁচার মতো উপন্যাসে পরক্ষণেই ঈশ্বরী বাধ্য হল চিন্তাটাকে নাকচ করতে। কে বলতে পারে, যদি রু-কে নিয়ে হুস করে ইঞ্জিন চালু করে পালিয়ে যায় ছেলেটা?

আর বিক্রি করে দেয় আরব শেখের কাছে? আর মরুভূমির উটের দৌড়ে সওয়ার করে দেয় উটের পিঠে?

আর উটটা লাফিয়ে উঠে ছুটতে শুরু করামাত্র রু পড়ে যায় বালির ওপর। তারপর শ'য়ে শ'য়ে ছুটতে থাকা উটের পায়ের চাট খেয়ে ধুলোর ঝড়ের ভেতর একটা মাংসের গোলার মতো উড়ে ছিটকে যেতে থাকে এক উটের পা

BanglaBook.org

থেকে অন্য উটের পায়ের তলায়? স্থান কাল ভুলে ঈশ্বরী স্তম্ভিত দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ— ছেলেটাকে ভয়ংকর মনে হল তার। আমি শাসন করলাম ঈশ্বরীকে— আমি ওর চোখ নামিয়ে দিলাম এবং ফিরে চললাম গেস্ট হাউসের বন্ধ ফটকের দিকে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে ঈশ্বরীর ছেলে। এবার সমস্ত শক্তি দিয়ে গেটটাকে ঝাঁকালাম। ঝাঁকাতে লাগলাম।

এই যে চিন্তার আবর্তে পড়ে এই 'অটো-ডিকনস্ট্রাকশন'— আসলে তার মূলে আছে একটা সদ্য ঘটে যাওয়া ঘটনা। ঘটনা যা গল্প।

গতকাল সন্ধের দিকে, ট্রেনে পানীয় জল ফুরিয়ে গেছিল ঈশ্বরীর এবং দুটো-তিনটে স্টেশন পার হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কোনও বোতলের জল বিক্রেতা জল বিক্রি করতে এল না। রু জলের জন্য ছটফট করতে লাগল। পাশের ভদ্রলোকের বোতল থেকে দু'ঢোক জল পান করাল ঈশ্বরী ছেলেকে। কিন্তু একটু পরেই আবার জল চাইল রু। ক্রমশ জল জল করে সে নিজেই হয়ে উঠল অশান্ত। এই সময় ট্রেন থামতেই রু-কে বারবার করে জায়গা ছেড়ে নড়তে বারণ করে সে নেমে পড়ল ট্রেন থেকে, ও ছুটল জলের সন্ধানে। স্টেশনটার নাম ভোগপুর। শান্ত, জনমনিষ্যিশূন্য স্টেশন। অনেকটা দূরে একটা ভাঙা কল থেকে টিপটিপ করে জল পড়তে দেখল ঈশ্বরী। ট্রেন এখানে দাঁড়ানোর কথা নয়। জল পুরোটা ভরার মতো ধৈর্য ছিল না তার, বোতলটা ভরতি হতে অনেক সময় নিত। অর্ধেক জল নিয়েই ছুটতে ছুটতে সে ফিরে এল নিজের জায়গায় এবং এসে দেখল রু নেই। রু নেই। কোথাও নেই। তন্নতন্ন করে খুঁজল সে পুরো কামরা কিন্তু রু-কে পেল না। পাশের লোকটিকেও খুঁজে পেল না সে। লোকটা বিলাসপুরে উঠেছিল বলে মনে পড়ল তার।

ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছে হল ঈশ্বরীর। চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হল, একে তাকে জিজ্ঞেস করল সে কেউ রু-কে দেখেছে কিনা, কেউ কিছু বলতে পারল না। লাগেজ পড়ে রইল, সে নেমে পড়ল ট্রেন থেকে এবং চিৎকার করে ডাকতে লাগল 'রু', 'রু', 'রু'।

হুইসল পড়ে গেল। ট্রেন দুলে উঠে চলতে শুরু করল। সে আকাশ বিদীর্ণ করে ডাকল 'রু'। সেই মুহূর্তে সে ভাবল, রু-এর সঙ্গে কিছু কথা ছিল তার যা রু হারিয়ে গেলে আর বলা হবে না। কিছু আদর বাকি রয়ে গেল যা রু হারিয়ে গেলে পাথরের পাহাড় হয়ে তাকে ঠেলে উঠবে।

BanglaBook.org

হঠাৎ অন্য একটা কামরা থেকে 'মা' বলে ডেকে উঠল কেউ। সে শুনেই বুঝল রু-এর গলা। সে ছুটল শব্দ অনুসরণ করে আর তৃতীয় কমপার্টমেন্টের বাথরুমের সামনে ভীত, হতচকিতের মতো রু-কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। তাকে দেখেই ঘুমে ঢুলে পড়ল ছেলে। আর কী অস্বাভাবিক ঘুমোল তারপর। যখন উঠল তখন অনেক প্রশ্নের জবাবে এটুকু বলতে পারল রু, 'পাশে বসা আঙ্কল কোক খেতে দিয়েছিল।' এর বেশি কিছু জানতে চায়নি ঈশ্বরী। কারণ এই 'আঙ্কল' যে তাদের আশেপাশে এখন সবসময়ই থাকবে, তা বুঝে গেছিল সে। বুঝে গেছিল এই আঙ্কলের আসল পরিচয় হল 'বিপদ'।

একটা ঝনঝন শব্দ উঠল গেট ঝাঁকানোর। গাছের অন্তরালে থাকা পক্ষীকুল সেই শব্দে সামান্য অস্থির হয়ে উঠল বোধহয়। ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ উঠল একটা-দুটো গাছে। আর সেই সঙ্গে ঈশ্বরীর চতুঃসীমা আলোকিত করে দেওয়ার স্পৃহা নিয়ে একটা ছোট আলো জ্বলে উঠল প্যাসেজ সংলগ্ন ঘরটায়।

আলো দেখে সরে এসে রু আমার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। দেখলাম শালটার একটা প্রান্ত ওর গা থেকে খুলে মাটিতে লুটোচ্ছে। আমি সেই লগ্নে চমকিত হলাম। শালটা যথেষ্ট মূল্যবান। এটাকে বিক্রি করলে ভাল দাম পাওয়া যেতে পারে। টাকার এখন আমার চরম প্রয়োজন। টাকা দিয়েই ঈশ্বরীও যাবতীয় ক্ষোভের প্রতিকারে সক্ষম হবে— ক্ষোভ মানে, এই সত্যি ও মিথ্যেতে ভরতি উপন্যাসের সত্তার যত ক্ষোভ— আশ্রয় না পাওয়ার ক্ষোভ, কালশিটের ক্ষোভ, ছাল ওঠার ক্ষোভ, চুরি হয়ে যাওয়ার ক্ষোভ এবং আরও এমন সব ক্ষোভ যেগুলো কবেই বিকট রাগ হয়ে উঠে ঘৃণায় পর্যবসিত হয়েছে।

আলো জ্বলে উঠলেও ঘরটা থেকে কেউ বেরিয়ে এল না প্যাসেজে বা কোনও আওয়াজ পাওয়া গেল না মানুষের জেগে ওঠার। আমার খুব হতাশ লাগছিল, আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে গলা তুললাম, 'আপনি কি কাছাকাছি আর কোনও গেস্ট হাউস বা হোটেল-টোটেল চেনেন? আমাকে নিয়ে যেতে পারবেন?'

ছেলেটা ধীর পায়ে এগিয়ে এল আমাদের দিকে, থমকাল, বলল, 'আপনার অনেক আগে থাকতে চেষ্টা করা উচিত ছিল। এখন কোথায় কী খোলা পাবেন?'

ঈশ্বরী মাথা নাড়ল, 'আমার উপায় ছিল না। আসলে আমি বুঝতে পারিনি।'

BanglaBook.org

ছেলেটা দুটো পকেটে নিজের দুটো হাত ঢুকিয়ে দিল, 'খুব বিপদে ফেললেন।'

এসব সময় হাল ধরে ঈশ্বরী। আমি বেশি কথা বলতে ভালবাসি না। আর ঈশ্বরী কথার মধ্যে দিয়েই জীবনকে ফিরিয়ে ফিরিয়ে বাঁধতে চেষ্টা করে এবং ঈশ্বরী কথা বলে লিখিত বাক্যের মতো, এবং এ ক্ষেত্রেও সে দেরিদার মত অনুসরণ করে, '...that speech is writing.' বা 'speech is a complex definition of writing...' মনে রেখে বাক্যবন্ধ বলে ওঠে।

এখনও ঈশ্বরী বলল, 'বিপদ?' এবং সেভাবেই বলতে লাগল, 'বিপদের কথা আমি এখন আর ভাবছি না। না নিজের না অন্যের— কারও বিপদের কথাই ভাবছি না। আসলে আমি এই শহরের পক্ষে অচিন হয়ে গেছি। ফলে পরিচিতরা আমাকে ভুলে গেছে। আগে আমিও এইখানেই থাকতাম, ছিলাম এই শহরেরই একজন— শহর সহচরী। সে সম্পর্ক বদলে গেছে, তবু এখন আবার বিপদ ও বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়েই আমাকে এই শহরের সঙ্গে তৈরি করতে হবে বন্ধন। একদিকে ভালই হয়েছে যে কেউ আমাকে থাকতে দেয়নি। পরাশ্রয়ে তিষ্ঠনো যায় না। অল্প খরচের এইসব বাসস্থান নিরাপদ, গৃহস্থ পাড়ার ভেতর...!'

'যদি পাওয়া যায় তবে...।'

'এটা না পাওয়া গেলে অন্য একটা পাওয়া যাবেই।' ঈশ্বরীর মাথায় বুদ্ধি খুলে গেল যেন, 'না যদি পাওয়াই যায়, আপনি আমাকে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দেবেন? তা হলেও খুব উপকৃত হব।' সত্যি হাওড়া স্টেশন— জল, খাবার, আলো, টয়লেট— কোনও কিছুরই সেখানে অভাব নেই।

'আপনি স্টেশনে বসে থাকবেন? এটা একটা সমাধান হল?' ছেলেটা অবাক হয়ে তাকাল তার আর রু-এর দিকে।

'কেন? খুব ভাল জায়গা তো। আগেও থেকেছি। তবে একা। এবার সঙ্গে বাচ্চাটা থাকায় মুশকিলে পড়ে গেছি।' বলল ঈশ্বরী এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এই সময় ভারী খিল জাতীয় কিছু খোলার শব্দ পাওয়া গেল গেস্ট হাউসের ভেতর থেকে। রু ডেকে উঠল, 'মাহ্!'

খিল খোলার শব্দটার এত ধীর গতি যে আমার মনে হল শীতকাতরতায় কেউ আর শয্যা ছেড়ে উঠে আসতে চাইছিল না অতিথিদর্শনে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মত বদলে ফেলল। মন্থর, জমে যাওয়া আঙুল নেড়ে চেড়ে খুলল

BanglaBook.org

দরজা। এত গভীর রাতের আগন্তুকের প্রতি তেমন কোনও আগ্রহ থাকে না এইরকম ছোটখাটো পান্থনিবাসের, তা ছাড়া এত রাতে কেউ অতিথি থাকে না, হয়ে যায় আশ্রয়প্রার্থী।

ধুতি-শার্ট পরা ন্যুব্জ এক বৃদ্ধ ধীর গতিতে এগিয়ে এলেন প্যাসেজটা ধরে। দেখলাম বৃদ্ধের ডান পায়ের পাতায় মোটা করে প্লাস্টার করা। বৃদ্ধ বেশ খোঁড়াচ্ছিলেন। মানুষটাকে দেখে আমার মনে আশার সঞ্চার হল। মনে হল, এই তালাচাবি দেওয়া গেট অচিরেই খুলে যাবে। বৃদ্ধ সম্পূর্ণ প্যাসেজটা অতিক্রম করলেন, আমাকে, রু-কে, তৃতীয় জনকে, ট্যাক্সিটাকে, আশপাশ ভাল করে লক্ষ করলেন, মুখটা একটু হাঁ হয়ে রইল, তারপর গলা পরিষ্কার করে, 'এখানে কোনও ঘর খালি নেই, চার তারিখ অবদি সব বুকড।'

বৃদ্ধ জানেন আমরা কারা, তাই 'কে', 'কী' জাতীয় কোনও প্রশ্ন করলেন না।

আমাকে কিছুই বলতে হল না, পেছন থেকে এগিয়ে এল একজন, 'যা হোক একটা ব্যবস্থা করে দিন,' বলল সে, 'একটা বাচ্চাসহ উনি কোথায় ঘুরবেন এখন? রাতটা থাকতে দিন, কাল চলে যাবেন অন্য হোটেলে। হোটেলের তো অভাব নেই।'

কথাবার্তার শুরুটা আমাকে করতে হলে কী হত বলা যায় না। আমি অনুনয়-বিনয় করতে পারতাম না, ঈশ্বরীও আর নিজেকে সংযত করতে পারছে না, এত চাপের মধ্যে স্নায়ুগুলো ধসে যেতে চাইছে। এই যে নিঃসংশয় একাকিত্বের মধ্যে দিয়ে আমাদের বেঁচে থাকা পরাস্ত হতে চলেছে, চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি— সেখানে দাঁড়িয়ে কোনও অপরিচিত ব্যক্তি কুণ্ঠাহীন হয়ে, আমাদের জন্য বাক্‌শক্তি ব্যয় করবে ভাবা যায় না। এবং এইসব সময় শরীর অবশ হয়ে আসে, ইচ্ছে করে এই ক্ষণজীবন তার হাতে ছেড়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। আমার না হোক, ঈশ্বরীর যে এই নিষ্কৃতি আস্বাদনের সাধ জাগে এটা সত্যি।

দু'-এক মুহূর্ত ঈশ্বরী তাকিয়ে দেখল ছেলেটাকে, রাস্তার আলোয় তেমন করে ধরা গেল না চেহারাটা। তবে মনে হল লম্বা খটখটে মুখ, চোখদুটো ছোট ছোট, গালে ব্রণর দাগ। সেই অমসৃণ গালে আলো আর অন্ধকারের অদ্ভুত বিনিময়। যেন সেই গর্তগুলোর ভেতর রয়েছে ঈশ্বরীর কল্পনার অগম্য কিছু অভিজ্ঞতা।

ঈশ্বরীর গা-টা ছমছম করে উঠল কেমন। আসলে এ হল রাত। মনের ওপর

BanglaBook.org

রাতের অন্ধকারের অদ্ভুতুড়ে ছায়া পড়ে, যদিও সেই ছায়ার সঙ্গে মানুষের সভ্যতার সম্পর্ক গভীর।

বৃদ্ধ অসহায়ভাবে বলে উঠলেন, 'এই গেস্ট হাউসের যিনি ম্যানেজার তিনি এখন দেশে গেছেন। উনি থাকলে একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। আমি তা পারব না। আপনারা একটু বোঝার চেষ্টা করুন, দেখছেন তো আমি বৃদ্ধ, অথর্ব। কাজে থেকে কবে বাতিল হয়ে গেছি। আর তা ছাড়া ঘর তো খালিই নেই।' বৃদ্ধের সত্যিই দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছিল। 'আমি উঠে দাঁড়াতেই পারছিলাম না, কিন্তু মহিলার গলা পেয়ে না এসে পারলাম না,' উনি ফিরে যেতে উদ্যত হলেন। এবার আমি বলে উঠলাম, 'শুনুন— আমাকে রাতটা এই প্যাসেজে একটু বসতে দিন, তার জন্য আমি একদিনের পুরো রুম চার্জ দেব।' আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই আমাকে, ড্রাইভার ছেলেটিকে এবং বৃদ্ধকে হতভম্ব করে দিয়ে রু দু'পা এগিয়ে গিয়ে লোহার গেট চেপে ধরল। বৃদ্ধের দিকে মুখ উঁচু করে তাকিয়ে মাথা দুলিয়ে বলে উঠল, 'আমরা বসে থাকব আর কিছু খাবও। আমাদের খুব খিদে পেয়েছে।' কথা শেষ করেও রু কৃত-নিশ্চয়তার সঙ্গে মাথা দোলাতেই থাকল। ঈশ্বরী গিয়ে সেই মাথা উরুতে চেপে না ধরলে রু থামত না।

বৃদ্ধ ঝুঁকে পড়লেন রু-এর দিকে, 'বাচ্চাটা কিছু খায়নি নাকি?'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'মানে ট্রেন লেট ছিল, আর আমি থাকার জায়গাটা আগে খুঁজে বের করতে চাইছিলাম।'

'এইসব গেস্ট হাউসে খাওয়ার ব্যবস্থা থাকে না। বাইরে থেকে খেয়ে আসতে হয় বা খাবার এনে খেতে হয়। চা, কফি ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না এখানে।'

'আপনার সঙ্গে কি কোনও খাবারও নেই?' প্রশ্নটা এই ঠান্ডায় গরম হাওয়ার মতো উড়ে এল পেছন থেকে। ঈশ্বরী না তাকিয়েই মাথা নাড়ল। রু এবার অধৈর্য হয়ে উঠেছে, চোখ কচলাতে-কচলাতে আমার হাত ধরে টান মারল ও, 'মা চলো,' বলে উঠল। আমি নিশ্চিত যে হাওড়া স্টেশনে যাওয়ার কথাই বলতে চাইল রু। ও দেখেছে ওখানে খাবার পাওয়া যায়, বসার জায়গাও আছে। ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে ও বুঝতে পারছে রাত প্রায় সাড়ে বারোটার সময় হাওড়া স্টেশনের থেকে ভাল ব্যবস্থা করতে বিফল হবে ঈশ্বরী।

ঈশ্বরীর দিশেহারা লাগল। রু— রু ছাড়া কেউ নেই ঈশ্বরীর। অসংখ্য রু-

BanglaBook.org

বিহীন দিনরাত্রি কর্কশ আকালের মতো তার পিছু ফিরছে এখনও। বহুদিন কাটিয়েছে ঈশ্বরী রু-কে চোখের দেখাটুকু না দেখে, রু-এর গায়ে হাত না ছুঁইয়ে। এভাবে দিনে দিনে একটা খ্যাপাটে বট গাছের মতো হয়ে যাচ্ছিল সে। নিজের ঝুরি, লতা, পাতা, ডালপালায় জড়িয়ে জড়িয়ে আমূল অভিশপ্ত যেন। আয়নায় সে দেখত তার চোখ গোল গোল হয়ে আছে, চুল লাল, খাড়া খাড়া। ঈশ্বরী ছেলেকে কাছে পাওয়ার জন্য হয়ে উঠেছিল উন্মাদ। পাথরের মতো ভারী, ক্যাকটাসের মতো কন্টকিত একটা শূন্যতাকে কোলে করে বসে থাকত সে। মাঝে মাঝে খাবারদাবার, ঘটিবাটি, বিছানাপত্র সব আছড়ে ফেলে অশ্রুবিহীন হাহাকারে বুক চাপড়াত ঈশ্বরী। আর গাইত—

পাথর কা পালনা,
কাঁটোঁ কি ডোরি—
ক্যায়সে তো তোড়ু
নিন্দিয়া কো তোরি?

এসব আমি দেখেছি। আমি এও জানি ঈশ্বরীর কাছে সেই যন্ত্রণার থেকে রু-এর হাত ধরে পথে পথে ঘোরাও শ্রেয়, না খেয়ে দু'রাত থাকাও সেখানে কোনও কঠিন কষ্ট নয়। এই যে পথের মধ্যে দাঁড়ানো হতচকিত, বিব্রত মুখের ঈশ্বরী, অসহায় চোখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে কেবল— সেই ঈশ্বরীর বুকের ভেতর একটা ফুটফুটে আনন্দ তবু প্রতি মুহূর্তে বেড়েই উঠছে আকারে। যদিও এই উপন্যাস সেই আনন্দের গতিরোধ করবে একদিন— গলা টিপে ধরবে একদিন।

ঈশ্বরী শেষবারের মতো প্রশ্ন করল বৃদ্ধকে, 'আপনার কি সত্যিই কিছু করার নেই?' A sumnon, but a prayer!

বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন আর একবার, 'নেই, সত্যি ঘর খালি নেই। গোষ্ঠিকে তো বসিয়ে রাখা যায় না। আমি নিরুপায়।'

দ্বিরুক্তি না করে ড্রাইভার ছেলেটিকে ঘুরে গিয়ে হাঁটতে দেখলাম আমি। বাধ্য হয়ে আমাকেও রু-এর হাত ধরে ট্যাক্সিতে ফিরতে হল। এই ট্যাক্সিটাই এখন আমার আসল আশ্রয়স্থল। রু চোখ বন্ধ করে হাঁটছে, আমি ছেলেটার কাছে পৌঁছে বলে উঠলাম, 'হাজরার কাছে একটা হোটেলের কথা আমি জানি, আপনি প্লিজ আমাকে সেখানে নিয়ে চলুন।'

BanglaBook.org

ছেলেটা কোনও উত্তর দিল না, নিজের কাঁধের ওপর দিয়ে আমার দিকে তাকাল, পরক্ষণেই দরজা খুলে উঠে বসল নিজের সিটে। আমিও সুটকেস আর ব্যাগ গাড়িতে ঢুকিয়ে রু-কে কোলে নিয়ে উঠে বসলাম।

এইসময় জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একবার আকাশ দেখার ইচ্ছে হল আমার। ইতিপূর্বে কখনও আমি ভোরকে কামনা করিনি। আমি রাত-ভালবাসা, অভ্যস্ত নিশাচর মেয়ে। রাতকে বালিশের মতো মাথায় নামালে সমস্ত সময় আমার মনোভূমির প্রসারণ ঘটেছে। ভোরের কাছে আমার এরকম কোনও প্রত্যাশা নেই। ভোর মানে, স্বচ্ছতা, বিশ্বস্ততা— ভোর মানে সব রহস্যের ইতি, সব রোমাঞ্চের ইতি। আজ অবশ্য সেই প্রবণতা আমার বদলে গেছে। আমার নাকি ঈশ্বরীর? ভোরের আলো ফুটলে ঈশ্বরী যত খুশি রু-এর হাত ধরে পথে পথে ঘুরতে পারে, ঘর খুঁজতে পারে, বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহ করতে পারে কিছু কিছু।

একবার স্টার্ট দিয়েও স্টার্ট বন্ধ করে দিল ছেলেটা। বলল, 'আমার পাড়ায় একটা মেস মতো আছে, সেখানে কয়েক ঘণ্টা আপনার থাকার ব্যবস্থা হতে পারে।'

ঈশ্বরী 'না, না' করে উঠল, 'আপনি আমাকে একবার ওই হোটেলটায় নিয়ে চলুন, যদি না রুম পাই, তা হলে দয়া করে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দেবেন। আমি জানি আপনাকে অকারণে ব্যস্ত করছি আমি কিন্তু এই মুহূর্তে আমি আর কার কাছে সাহায্য চাইব? আমাকে যে করেই হোক এই বাচ্চাটাকে বাঁচাতে হবে, ওকে বাঁচাতে আমাকে বাঁচাতে হবে নিজেকেও, আমি বেশি ঝুঁকি নিতে পারছি না, আমার যদি কোনও ক্ষতি হয় ও কোথায় যাবে বা ওর কী পরিণতি হবে তা ভাবার ক্ষমতাও আমার নেই। আমি যে রাস্তা চিনি সেই রাস্তা ধরে যদি আমাকে নিয়ে যান তা হলে আমি যাব, নইলে এই ফুটপাতেই বসে থাকতে রাজি আছি।' পাঞ্জাবির হাতায় গাল বেয়ে হু হু করে নেমে আসা চোখের জল মুছতে চাইল সে। আমি দেখলাম বৃদ্ধ পা টেনে-টেনে ফিরে যাচ্ছেন।

'আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন,' বলে গাড়িতে স্টার্ট দিল ছেলেটা।

ঈশ্বরীর মাথা লজ্জায় নুয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু এটাই উপন্যাসের চরিত্র— একই সঙ্গে বিশ্বাস ও অবিশ্বাস করা, সত্যি ও মিথ্যে বলাই এই উপন্যাসের প্রকৃতি। এ আমাদেরও প্রকৃতি নিশ্চয়ই— আমরা যার হাতে বাড়ির চাবি ছেড়ে দিয়ে

BanglaBook.org

আসি, মনে মনে ভাবি নিলে সে কীই বা নিতে পারে?

'চলুন, তা হলে হাওড়া স্টেশনেই চলুন,' বলে আবছা হাসল সে যাকে বিশ্বাস করা ছাড়া ঈশ্বরীর সামনে কোনও পথ নেই।

তখনই হঠাৎ বৃদ্ধকে ঘুরে দাঁড়াতে দেখলাম আমি। বৃদ্ধ হাত তুললেন। প্রথমে এক হাত, তারপর দু' হাত একসঙ্গে। আরও চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এই যে দাঁড়ান।'

ঈশ্বরী লাফিয়ে উঠল প্রায়, 'শুনুন, উনি আমাদের ডাকছেন, উনি আমাদের ডাকছেন...।' বলে ব্যাগ সুটকেস ফেলে দুদ্দাড় করে সে নেমে পড়ল ট্যাক্সি থেকে।

ঈশ্বরী কোনও অনুরোধ করেনি কিন্তু ছেলেটি নিজে থেকেই ব্যাগ সুটকেস বয়ে এনেছে ওপরে। লোহার ঘোরানো সিঁড়িটা দিয়ে ওঠার সময় ঈশ্বরীর কোল থেকে চেয়ে নিয়েছে ঘুমন্ত রু-কে। বৃদ্ধের হাত থেকে ঝাঁটা নিয়ে সাফ করে দিয়েছে ঘরটা। তারপর তাকে কিছু না বলে, ট্যাক্সি ভাড়াটাও না নিয়ে কখন যেন চলে গেছে চুপচাপ। সম্ভবত যখন সে বৃদ্ধের সঙ্গে বাক্য বিনিময়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল তখন। এমনকী ঈশ্বরী ছেলেটির নামটাও জানতে চাইতে ভুলে গেছে। সে এই ভেবে সংকুচিত হয়ে রইল যে এভাবে চলে যাওয়ায় ছেলেটিকে সে একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দিতে পারল না। এবং ভবিষ্যতেও দিতে পারার কোনও সম্ভাবনাও দেখতে পেল না।

বৃদ্ধের নাম গৌরহরি বসাক। উনি আগে এই গেস্ট হাউসের ম্যানেজার ছিলেন, এখন বয়েস হয়ে যাওয়ায় কাজকর্ম কিছু আর দেখেন না বা দেখতে পারেন না। নিজের ঘরে চুপচাপ শুয়ে থাকেন। মানুষটা পিছুটানহীন এবং গেস্ট হাউসের মালিকরা এখনও তাঁকে গ্রামে ফিরে যেতে বলেননি। বললেই হয়তো চলে যাবেন। এখন যে ছোকরা এখানে ম্যানেজার হয়েছে সেই নিখিল বিশ্বাস মালিকের স্ত্রীর অতি দূর সম্পর্কের আত্মীয় গোছের। তাতেই তার প্রতাপে বুড়ো গৌরহরি বসাক দিনরাত থরথর কাঁপেন। নিখিল বিশ্বাসের অনুপস্থিতিতে ঈশ্বরীকে এইরকম জেচ্চোতালি দিয়ে থাকতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে গৌরহরি বসাক দারুণ মনের জোর দেখিয়েছেন। সেই মনের জোর উনি সঞ্চয় করেছেন শুধু মাত্র রু-এর মুখের দিকে তাকিয়ে।

BanglaBook.org

রু-কে তক্তাপোশের ওপর শুইয়ে দিয়ে ব্যাগ খুলে কম্বল বের করে ভালমতো চাপাচুপি দিয়ে আমি গৌরহরিবাবুর সঙ্গে নীচে নামলাম বিস্কুটের প্যাকেট নিতে, মানুষটার উঠতে-নামতে কষ্ট হল খুবই। উনি নিজের ঘরেরই একপাশে স্বহস্তে ভাত-ডাল রেঁধে খান। পরশু পড়ে গিয়ে পায়ে চোট পাওয়া অবদি ওনার নিজেরই আর খাওয়া জোটেনি বলতে গেলে। গেস্ট হাউস ঝাঁট দেওয়া ও মোছা যার কাজ সেই নেপালের মা বিকেলে মুড়ি আর ফুলকপির শিঙাড়া কিনে এনে দিয়েছিল, তাই খেয়েই আছেন। এই অতিথি নিবাসে ফাই ফরমাশ খাটে যে দুটো ছেলে, প্রবীর আর মন্টু, তারা জানে গৌরহরি বাতিল লোক, নিখিল বিশ্বাসই এখন এখানকার হর্তাকর্তাবিধাতা। ফলে হাজার প্রয়োজনেও গৌরহরি ওদের থেকে কোনও সাহায্য পান না।

নিজের ঘরে গিয়ে একটা অতি পুরনো অ্যালুমিনিয়াম ট্রাঙ্কের ডালা খুলে গৌরহরি বসাক আমার দিকে এগিয়ে ধরলেন বিস্কুটের প্যাকেটটা। বললেন, 'আপনি দুটো খান আর বাকিটা ছেলের মাথার কাছে রাখুন। রাতে উঠে খেতে চাইলে জলে ভিজিয়ে পটাপট খাইয়ে দেবেন। রাতের আর বেশি বাকি নেই। ভোরে যে ছেলেটা এখানে প্যাকেটের দুধ সরবরাহ করে তার কাছ থেকে আমি এক প্যাকেট দুধ নিয়ে জ্বাল দিয়ে রাখব। উঠলে খাইয়ে দেবেন। দুধ খুব বলবর্ধক। তারপর দেখুন কী হয়।'

'আপনি বয়সে বড়, আমাকে তুমি করে কথা বলুন।' বলল ঈশ্বরী গৌরহরিকে, আমার ভেতর যে ঈশ্বরী, সে এইসব সামাজিকতায় স্বচ্ছন্দ। আমার ধরনধারণ অনেকটাই এয়ার হস্টেসদের মতো, মাটির অনেক ওপরে ভেসে থাকার তাৎপর্যকে আমি অনুধাবন করেছি। আমি পরিপাটি, ঈশ্বরী এলোমেলো, আমি আন্তরিক কিন্তু ঈশ্বরী পুরোটাই অন্তরনির্ভর। আমার জীবনের তেমন কোনও উদ্দেশ্য নেই, ঈশ্বরীর কাছে গত দু'দিন থেকে বেঁচে থাকাটা এতদূর লক্ষ্যহীন নয়। ঈশ্বরী ছেলেকে ফিরে পেয়েছে, আমার রু সংক্রান্ত সংকীর্ণতা এখনও কাটেনি।

ঈশ্বরীকে তুমি করে ডাকতে কিছুতেই রাজি হলেন না গৌরহরি, মাঙ্কি ক্যাপটা মাথা থেকে খুলে ফেলে বললেন, 'এক রাতের বিপদে মানুষ সম্মানে ছোট হয়ে যায় না। একটা ঘর-ও যদি খালি থাকত তা হলে আমাকে তটস্থ হয়ে উঠে অতিথি-সেবা করতে হত। আপনি এই মুহূর্তেও এই গেস্ট হাউসের অতিথি আর আমি মালিকের বদান্যতায় এক কোণে পড়ে থাকা কর্মচারী ছাড়া

BanglaBook.org

কিছু নই। আপনাকে 'তুমি' বলে ডাকা আমার সাজে না।'

প্যাসেজের পাশের চাতালটায় অ্যাকোয়াগার্ড লাগানো আছে, সেখান থেকে দু'বোতল জল ভরে নিয়ে আমি ছাদে উঠে এলাম।

যে ঘরটা এই ঠান্ডায়, শীতের রাতে আমাদের আশ্রয় দিল সেটাকে ঠিক ছাদের ঘর বলা যায় না। ঘরটা ছাতের ঘরের মাথায় অবস্থিত একটা ঘর। লোহার ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে ছাদ থেকে এই ঘরটায় উঠে আসতে হয়। সিঁড়ির শেষে কাঠের রেলিং দেওয়া সরু একটা বারান্দা। তারপর ঘর, ঘরটার ছাদটা টালির। পুরো বাড়িটাই ওয়েল মেনটেন্ড। বাইরেটা সদ্য সাদা রং করা হয়েছে, তাতে বট্‌ল গ্রিন বর্ডার, টালির গায়েও সেই সবুজ রং, কাঠের রেলিংটাও সবুজ।

আসলে ঘরটা গেস্ট হাউসের স্টোররুম ধরনের। ছেঁড়া গদি, তোশক, বালিশের স্টোররুম। নোংরা বলতে ছেঁড়া, খসে পড়া পচা তুলো ছাড়া তেমন কিছু নেই। তক্তাপোশটার এখানে স্থান হওয়ার কারণ সেটারও পায়া ভাঙা। কোনওমতে সেটাকে দেয়ালে ঠেস দিয়ে, তার ওপর ফেঁসে যাওয়া গদি পেতে, কাচা ধবধবে চাদর বিছিয়ে দিয়ে আমাদের রাত কাটানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন গৌরহরি বসাক। ভদ্রলোক ঘুম থেকে উঠে এসেছিলেন বিরক্ত হয়ে, নিছক কৌতূহলেও কিছুটা— কিন্তু ঈশ্বরীর শুভ ভাগ্য যে উনি এতদূর সাহায্যশীল হয়ে উঠলেন শেষ পর্যন্ত।

লোহার সিঁড়ি বেয়ে উঠে ঘরে ঢুকে ঈশ্বরী দেখল রু অচেতনের মতো হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছে। একদম ছোট অবস্থায় এরকমভাবে চিত হয়ে শুয়ে ঘুমোলেই রু ঘুমের মধ্যে বারবার চমকে চমকে উঠত, এই কারণে ঈশ্বরী সবসময় ছেলের বুকে হয় একটা ভারী কিছু চাপা দিয়ে রাখত, নয় শুইয়ে দিত পাশ ফিরিয়ে। আজ কতদিন পরে ছেলেকে এভাবে ঘুমিয়ে থাকতে দেখল সে।

মাতৃত্বের বোধ কি সবচেয়ে তৃপ্তি পায় সন্তানকে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকতে দেখলে? ঈশ্বরী কতদিন হল অপেক্ষা করে আছে এই দৃশ্যের যেন। নিদ্রাসিক্ত রু-কে বুকের মধ্যে জড়ো করে ধরবে, হাত পা গুটিয়ে দিয়ে একটা বলের মতো,— তারপর সেই বলটার গালে গাল ঘষবে, চোখের পাতায় এঁকে দেবে জাহাজের ছবি, নাগরদোলার ছবি—

BanglaBook.org

'Longing, longing,
leaf by leaf
I tear my grief...!

When will you
reach home and play?'
আর এরই জন্য তার কত ক্ষত-বিক্ষত তপস্যা।

রু-কে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। সামান্য হাঁ হয়ে আছে মুখটা। সামান্য অভিমান লেগে আছে ঠোঁটে, চিবুকে। কোথাও একটা ব্যথার প্রক্রিয়া চলছে ওর ভেতরে, চিড়িক চিড়িক অস্থিরতা চলছে। ঈশ্বরী এই ব্যথা, এই অভিমান সাধ্যাতীত চেষ্টায় মুছে দেবে একদিন ছেলের হৃদয় থেকে। আমার ওকে পরিত্যাগ করে চলে যাওয়া, মাসের পর মাসের দূরত্ব, ওকে নতুন করে গ্রহণ করতে আমার দ্বিধা, দু'দিন গৃহহীন, পথে পথে ঘোরার শোক, অনিরাপত্তার বোধ— সব শুষে নেবে ঈশ্বরী। আমি জানি না ঈশ্বরী এসব পারবে কিনা— আমি জানি না ঈশ্বরী বেঁচে থাকবে কিনা।

How will she survive?
Her fingers are stolen,
Shoulders don't swim,
Another bad moon is
Yet to dive—
How, how will she survive?

দুনিয়াটা নির্দয়! ঈশ্বরী দুর্বল, সর্বস্বহারা— ঈশ্বরী লড়াইয়ের পক্ষে অনুপযুক্ত। আমি গৃহস্থ জীবন ছেড়ে, সন্তান ছেড়ে এক প্রত্যন্ত দেশে গিয়ে পৌঁছেছিলাম একটা উপন্যাস লিখব বলে, দিনরাত পরিশ্রম করে উপন্যাসটা শেষ করেছিলাম। একদিন নিজের লেখাই বসে পড়েছি, হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে গেল। আমি উঠে মোমবাতি জ্বেলে দিলাম। মোমবাতির আলোয় পড়তে পড়তে চোখদুটো একসময় ভারী হয়ে ধরে এল। ভাবলাম দু'মিনিট চোখ বুজে শুয়ে থাকি, উঠে বাকিটা আবার পড়ব। কিন্তু চোখ বোজামাত্র চোখ জুড়ে গেল

BanglaBook.org

ঘুমে। শরীর মন বিকল করে ঘুমিয়ে পড়লাম আমি। আর চোখ খুললাম অসম্ভব আগুনের তাতে ঝলসে গিয়ে।

দেখলাম উপন্যাসটা জ্বলছে দাউদাউ করে। আগুন অর্ধেক লেখাই খেয়ে ফেলেছে তখন। অবশিষ্ট অংশটা আমার চিন্তাশক্তির সামনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল— সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হল, আমি কিছুই করলাম না তাকিয়ে দেখা ছাড়া।

করলাম না কারণ কঠিনতম অভিমান আমাকে গ্রাস করে নিয়েছিল তখন। উপন্যাসটা লিখেছিলাম আমি— ঈশ্বরী তো আগুনের সঙ্গে লড়াই করে সেটাকে বাঁচাতে পারত। কিন্তু ঈশ্বরী লড়াই জানে না, ঈশ্বরী আগেই আত্মসমর্পণ করে দেয়।

তবু এই মেয়ে রু-কে কোলে তুলে নিয়ে এসেছে। এ অনেক বড় এক ঝুঁকি। আর আমি জানি না ঈশ্বরী রু-কে নিয়ে এখন ঠিক কী করবে।

আমার নিজেরও এবার একটু ঘুম দরকার। কালকের দিনটা— কে বলতে পারে আরও কঠিন হবে কিনা। বিস্কুটের প্যাকেটটা ছিঁড়ে ফেলে দুটো বিস্কুট খেয়ে ফেললাম। ঘরটায় একটা টিমটিমে আলো জ্বলছে। পেটে তীব্র খিদে নিয়ে আমি ভাবতে চাইলাম এর পর কী? আমি আলোটার দিকেই তাকিয়ে রইলাম সংকেতের আশায়। কিন্তু মাথা কাজ করল না—কারণ আমার ঘুম পাচ্ছিল। আমি পাশ ফিরতে দেখলাম ঘুমন্ত রু চোয়াল নাড়াচ্ছে। রু কি স্বপ্নের মধ্যে খাচ্ছে তা হলে? আমার উপেক্ষা নস্যাৎ করে ঈশ্বরী হামাগুড়ি দিয়ে পৌঁছে গেল ছেলের কাছে আর জাপটে ধরে পাঁজরে পিষতে লাগল, ঘষতে লাগল রু-কে। তারপর ক্লান্তিতে ভেঙে পড়া শরীরের ভেতর ওকে টেনে নিয়ে ঘুমে ঢলে পড়ল।

ঈশ্বরীর ঘুম ভাঙল বেশ বেলায়। যদিও ঘরে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারেনি কারণ তিন দেয়ালের মোট পাঁচটা জানলাই এঁটা বন্ধ করা। কিন্তু তার হাতঘড়িই বলে দিল সকাল সাড়ে ন'টা বাজে। চকিতে বিছানায় উঠে বসে নিজেকে ছি ছি করল সে। ভোর-ভোর রু-কে ঘুম থেকে তুলে কিছু খাওয়ানোর কথা ছিল তার। সেটাই ছিল তার প্রধান কর্তব্য। গৌরহরিবাবু দুধের ব্যবস্থাও করবেন বলেছিলেন।

BanglaBook.org

চোখ খুলতেই অনেক পুরনো পদ্মকাটা মোজাইক টালি বসানো মেঝের ওপর খালি, ছেঁড়াখোঁড়া নীল রঙের বিস্কুটের প্যাকেটটা পড়ে থাকতে দেখল ঈশ্বরী। সে বিস্মিত হল— চোখের ভুল নয় তো? বিস্কুটগুলো কোথায়? সে তো মাত্র দুটো খেয়েছিল। ঈশ্বরী ভাবল বিস্কুটগুলো আমিই খেয়ে নিয়েছি হয়তো। তারপরই সেই চিন্তা বাতিল করল সে। তার মনে হল এ নিশ্চয়ই কোনও অতিকায় ইঁদুরের কাজ। ইঁদুরের চিন্তায় অমনি শিউরে উঠল সে। বিকট, রুক্ষ, ভয় পাওয়া চোখে রু-এর কচি-কচি আঙুলের দিকে চোখ ঘোরাল ঈশ্বরী এবং তখনই দেখল ছেলের বিষণ্ণ ঠোঁটের দু'পাশে বিস্কুটের অজস্র বাদামি গুঁড়ো লেগে রয়েছে।

বুকটা ফালা ফালা হয়ে গেল তার। সে ঝাঁপিয়ে পড়ে চুমুর পর চুমু খেল রু-এর গালে। রু-কে আঁকড়ে ধরে নিজের ভেতরের এক দীর্ঘ মরুভূমিকে অতিক্রম করার চেষ্টা করতে লাগল, সে প্রলাপের মতো বলতে লাগল, 'আর কখনও এমন হবে না রু, আর কখনও তোকে ছেড়ে কোথাও যাব না আমি— আর কখনও আলাদা হব না আমরা। তুই ভুলে যাবি, ওই সব দিনগুলোর কথা তুই একেবারে ভুলে যাবি। ভুলে যাবি মাকে ছেড়ে থাকতে থাকতে শিশুরা কেমন হাঘরে হয়ে যায়, তারা তখন ধূসর চোখ নিয়ে ঘুরে বেড়ায় এ-ঘর থেকে ও-ঘর, বেড়ালের মতো গুমরে গুমরে কাঁদে, এ-জানলায় ও-জানলায় মুখ গুঁজে দূরের পথের দিকে চোখ পেতে দাঁড়িয়ে থাকে, তারা ঠিক মতো খেতে চাইতে পারে না, ঘুমোবার সময় হাতড়ে হাতড়ে খোঁজে একটা দরদে ঠাসা শরীর যার ভেতরের ঠান্ডা জলেই সে বরাবর থাকতে চেয়েছিল।

আমি তোর সেই কষ্ট, সেই শূন্যতা সব ধুইয়ে দেব, তোর সঙ্গে হওয়া প্রতারণার আমি গলা টিপে ধরব। তুই বাঁচবি— আমার সঙ্গে বাঁচবি। আমাদের এই মিলন অক্ষরে অক্ষরে সার্থক করে তুলব আমরা রু— আমার মহীরুহ!'

যখন এসব বলছিল সে তখন তার চোখের ওপর উঠে এল চোখ, রু-এর ওপর রু উঠেছিল, রু-এর স্মৃতি, স্মৃতি নাকি কল্পনা নাকি রু-বিহীনতাই শুধু স্বপ্নের মতো— স্বপ্নের ভেতরের শোক আর অনুশোচনা হয়ে তার দু'চোখে মিলেমিশে একাকার হয়ে মোটা ঘন রসের মতো গড়িয়ে পড়তে চাইল। আর আমি ঈশ্বরীর সেই কাহিল অশ্রুপাত প্রত্যক্ষ করতে করতে ভাবলাম আমি যে

BanglaBook.org

ভেবেছিলাম মাতৃত্ব এক প্রতিনিয়ত চর্চার বিষয়— সেই চিন্তায় কী ভীষণ ভুল ছিল!

জন্মদান করামাত্র একজন যেই মা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, অমনিই তার মাতৃত্বের অনুভব অফুরান হয়ে যায়। এমনকী প্রসবের পর পরই যে মায়ের কোল খালি হয়ে গেছে, সেই কয়েক মুহূর্তের মা'র-ও চারপাশে চিরটা জীবন কেবলই ঘুরঘুর করে যায় তার জাতক। আমার শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রু-এর জন্য ঈশ্বরীর ভালবাসা, আকাঙ্ক্ষা তাই অণুমাত্র কমেনি, রু-এর ভালবাসাই ঈশ্বরীর মধ্যে অবিরল কান্নার জৈবিকতাকে শস্যের গোলার মতো সঞ্চিত রেখেছে।

ঘুমোচ্ছে ঘুমোক রু আর একটু। আমি উঠে সমস্ত জানলাগুলো খুলে দিতে আলোয় আলোয় ভরে গেল ঘরটা। ধুলোয় মলিন মেঝের ওপর এসে পড়ল ঝকঝকে রোদ্দুর। একটা জানলায় কিচির কিচির করতে করতে হাজির হল দুটো চড়ুই। সেই সঙ্গে ভেসে এল সকালের ব্যস্তসমস্ত ল্যান্সডাউন রোডের এক ঝাঁক গাড়ি ঘোড়ার শব্দ। চোখের সামনে শুধু বাড়ি, বাড়ি আর বাড়ি। যেন নানা ধরনের বিকারের ভেতর পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য পড়ে আছে সহস্র রকমের জীবনের দ্রবণ। প্রতিটার স্বাদ, বর্ণ, গন্ধ আলাদা। আমার মনটা এই ঘন সন্নিবিষ্ট ঘর বাড়িগুলো দেখতে দেখতে কেমন অস্থির হয়ে উঠল— একটা সত্যি মিথ্যের উপন্যাস আমি লিখেছিলাম, সেটা পুড়ে কালো হয়ে গেল, আরও একটা সত্যি মিথ্যের উপন্যাস আবারও তৈরি হয়ে উঠছে আমার জীবনকে ঘিরে। আবারও কি তা পুড়ে যাবে? যাবেই— কারণ, আমার আর ঈশ্বরীর মধ্যে এখন বিদ্যুতের মতো চমকে চমকে উঠছে রু!

আসলে রু-এর জন্ম আমি চাইনি। রু-এর জন্ম আমার কাছে ছিল অনভিপ্রেত। কারণ আমি বাচ্চা অপছন্দ করতাম। বলা যেতে পারে, বাচ্চা সহ্য হত না আমার। যাতে আমার গর্ভে জায়গা পাওয়া ভ্রূণটা শেষ অবধি জন্মাতে না পারে— তার জন্য অনেক চেষ্টা চালিয়েছিলাম আমি নিভৃতে। ডাক্তার বলেছিল আমার গর্ভ ঢিলেঢালা, সহজেই খসে যেতে পারে ভ্রূণ এমন তাই অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় আমার সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার। যাদের সন্তান বহন করছিলাম, পরিবারের বিশ্বস্ত স্ত্রীলোকের মতো— তারা এই শুনে আমাকে

BanglaBook.org

চব্বিশ ঘণ্টা বিছানায় শুয়ে থাকার বিধান দেয়। তারা আমাকে কড়া নজরে রাখতে শুরু করে। আর আমি শুয়ে থাকা অবস্থাতেই ভেবে-ভেবে বের করতে থাকি এমন সব উপায় যাতে আলগা জরায়ু থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত বেরিয়ে যায় আমার অপ্রয়োজনীয় ভ্রূণ।

আমি নাকে চুল ঢুকিয়ে ভয়াবহভাবে হাঁচতে থাকি যাতে আমার পেটের পেশিগুলো প্রবল চাপ দেয় জরায়ুতে গিয়ে আর ভ্রূণটা সেই চাপে বেরিয়ে আসে।

বাথরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে উলের কাঁটা দিয়ে খোঁচাতে থাকি যোনিপথ যাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় জীবনটা। একশোটা সিট আপ দিয়ে দিয়ে চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়ে থাকি শয্যায়, শূন্য ঘরে মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে কাঁদি— 'চাই না, চাই না, চাই না, আমি বাচ্চা— চাই না।' কিন্তু কিছুতেই সেই ভ্রূণের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারি না। আমার সব তৎপরতা ব্যর্থ করে সেই ভ্রূণ এক পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে জন্ম নেয়। আর আমার ভেতর থেকে সস্নেহে বেরিয়ে এসে তাকে কোলে তুলে নেয় ঈশ্বরী।

এই যে প্যাঁচার মতো উপন্যাস— এ জানে আমার এই বিতৃষ্ণার কারণ, জানে, বিচক্ষণ মনোবিদের মতো যে আমার জীবন শুরু হয়েছিল ঝড় জলের রাতে, একটা আতুরখানার বারান্দায়, আমাকে কারা সৃষ্টি করেছিল আর ফেলে গেছিল তা আজও জানি না আমি। কোনও কোনও সময়, কোনও অমানুষিক অবমাননার মুহূর্তে হয়তো আমার ভেতর এই খারিজ হয়ে যাওয়ার রাগ জেগে উঠত আর আমি নিজেকেই আঘাত করতাম, করে রক্তাক্ত করে তুলতাম। আমার জেদ ছিল, আত্মহত্যা নয়— আত্মনির্যাতন। কিন্তু সে ছিলাম অন্য আমি। সময় আমাকেও ছাড়েনি— বদলে দিয়েছে ঠিক।

যখন আমি বছর দুয়েকের তখনই এক নিঃসন্তান দম্পতি আমাকে অজস্র অনাথ শিশুর মধ্যে থেকে বাছাই করে দত্তক নেন। সাক্ষী আর হিতব্রত নামক সেই দম্পতি বিয়ের বহু বছরেও কোনও সন্তান উৎপাদন করতে পারেনি। সাক্ষী আর হিতব্রত-র কোলে চড়ে প্রায় পঁচিশ বছর আগে রাঁচির অনাথ আশ্রম থেকে কলকাতায় চলে আসি আমি। হিতব্রত-ই আমার নামকরণ করেন— 'ঈশ্বরী।' আমি বড় হতে থাকি আদরে, যত্নে, প্রাচুর্যে। আমি এমনকী জানতেও পারি না যে আমি ওদের সন্তান নই। হিতব্রতর ভাই-বোনেরা, সাক্ষীর মা— সকলের চোখের মণি হয়ে উঠি। বাবা, মা, দিদা, মামি, পিসি,

BanglaBook.org

কাকা, জেঠা নানারকম সম্পর্কের দ্বারা আক্রান্ত ও ব্যবহৃত হতে থাকি। এই সম্পর্কগুলো তাদের নিজেদের প্রয়োজনে বন্দি করে ফেলে আমায়।

আমাকে নিয়ে এই কাড়াকাড়ি চলে ঠিক চোদ্দো বছর। তারপর সাক্ষী জন্ম দেয় আপন সন্তান।

আর ওরা জাস্ট ছুড়ে ফেলে দেয় আমাকে। চোদ্দো বছর পরে আবর্জনার মতো বর্জন করে আমাকে ওরা। আমার ষোলো বছরের অহংকারী শরীর ও মন জুড়ে জংলি ঘোড়ার খুরের অপমান ঝড় হয়ে বয়ে যায়। আমি ভাল মতো বুঝে উঠতেই পারি না কী এই পরিবর্তনের মানে। নার্সিংহোম থেকে সন্তান কোলে ফিরে প্রথমেই সাক্ষী ওর পাশের প্রশস্ত, সাজানো, চোদ্দো বছর ধরে বসবাস করা ঘরটা থেকে বের করে দেয় আমায়। আমার স্থান হয় একতলায়। ওদের সকলের চোখেমুখে আমার প্রতি অবিচল নিষ্ঠুরতা, ঘৃণা ফুটে ওঠে দেখি আমি। কাছে গেলে সাক্ষীর মা'র চোখমুখ কুঁচকে যেতে থাকে। এতগুলো বছর মুখ চুম্বন করার পর তিনি হঠাৎ-ই বুঝতে পারেন আমার শরীরে পাপের রক্ত বইছে। তিনি বুঝতে পারেন আমার এই রূপ কখনও হিন্দু রক্তধারা থেকে উৎপন্ন নয়।

বাড়ির সব জিনিস স্পর্শ করা বারণ হয়ে যায় আমার। সবচেয়ে বেশি নজরদারি শুরু হয় নব্য শিশুটির কাছ থেকে আমাকে দূরে রাখার বিষয়ে।

এই সেই শিশু— চিত্রণ— যাকে দেখামাত্র প্রবল ভাবে ভালবেসে ফেলেছিলাম আমি। সেই ষোলো বছরের ঈশ্বরীর জীবনে ভালবাসাকে অগ্রাহ্য করা, নৃশংসতা দিয়ে পরিহার করা, দূরে ঠেলে দেওয়ার ভীষণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। যখন ঈশ্বরীর ইচ্ছে করতে থাকে শিশুটিকে একবার বুক ভরে আদর করার তখনই প্রতিশোধ পরায়ণতায় আবিল হয়ে যেতে থাকে হৃদয়ের খুপরি! আর ষোলো বছরের মেয়েটা বুঝতেও পারে না যে ভালবাসা দমনই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আত্ম-নির্যাতন!

ওদের ঘৃণার মধ্যে আর যাই থাক— অন্তত কোনও ফাঁকি ছিল না! ওরা আর এক মুহূর্তও সহ্য করতে পারছিল না আমাকে! আমার চারপাশে তখন একটাই দাবি— 'বিদেয় হও, বিদেয় হও, বিদেয় হও!'

কিন্তু কোথায় যাবে ঈশ্বরী? কত ধরনের প্রয়োজন তখন তার! আশ্রয়ের

BanglaBook.org

প্রয়োজন— টাকার প্রয়োজন, কলেজ ফিস, বাস, ট্রাম ভাড়া, বইখাতা! চোদ্দো বছর আমি ছিলাম ভুল স্নেহ মমতার ঘন জালে আবদ্ধ। জীবনের করুণাহীনতার জন্য, কাঠিন্যের জন্য, নির্লিপ্তির প্রতি তৈরি ছিলাম না। পৃথিবীর নির্দয়তার জন্য ছিলাম না প্রস্তুত! তাই আমি বিস্মিত অবস্থায় পড়ে পড়ে মার খেতে লাগলাম। আমার জীবন আমাকে বিদ্রূপ করতে লাগল! ঘেয়ো কুকুরের মতো উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করছিলাম আমি, সর্বক্ষণ নিজেকে এঁটো লাগত, স্নেহের দ্বারা এঁটো, আর ষোলো-সতেরোর অবচেতন আমাকে বোঝাল এই যাবতীয় দুর্দশার এক এবং একমাত্র কারণ ওই শিশু!

ওর বছর দেড়েক বয়েসে পাগলের মতো ওর বিদ্বেষী হয়ে উঠলাম আমি। ওর অসুখ হলে আনন্দে আমার ঘুম হত না! আমি প্রার্থনা করতাম ওর মৃত্যু। আমি স্বপ্ন দেখতাম চিত্রণ মৃত— আর সাক্ষী, উন্মাদিনী ছুটে আসছে আমার দিকে, বলছে, 'ক্ষমা করো ঈশ্বরী!' যে কোনও নীতি শিক্ষার গল্পের মতোই সেই ছুটে আসা! কিন্তু আমার হৃদয় থেকে তখন প্রেম, ভালবাসার সমস্ত রাংতা উঠে গিয়ে পড়ে আছে কাঁচা, গরগরে, প্রতিহিংসা! আমার স্বপ্ন হাহাকার করে ছুটে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিচ্ছে তাই সাক্ষীকে, জুতো দিয়ে পা মাড়িয়ে দিচ্ছে!

আমি ভীষণ চুপচাপ হয়ে গেছিলাম, থিয়োরি অফ ভেলোসিটিতে মুখ গুঁজে থাকতাম, ক্যালকুলাসের কঠিনতম থিয়োরমের ভেতর ঢুকে বসে নাজেহাল করতাম নিজেকে। সারাদিন আমি শুধু এক্সট্রা করতাম! এক্সট্রা, এক্সট্রা, আরও এক্সট্রা যাতে পাষাণের মতো ভারী হয়ে ওঠে আমার মন।

আর ল্যাবে ঢুকে বিষ খুঁজতাম আমি— হাইড্রোজেন সালফাইডের সঙ্গে নাইট্রোজেন আর একটা কার্বোনেট যোগ টিপে ধরে মিশিয়ে দিয়ে বিষ তৈরি করতে বদ্ধপরিকর ছিলাম! আমি সবার আড়ালে পৌঁছে যেতাম চিত্রণের কাছে, চিত্রণ বড় বড় চোখ করে তাকাত, বলত, 'এই?' তারপর আমার আঙুলটা মুখে পুরে চুষতে শুরু করত! আমি পালাতাম ওর সামনে থেকে!

ধীরে ধীরে আমার কাছে সব শিশুই চিত্রণ হয়ে উঠল— একই রকম উৎপীড়ক, অশ্লীল মাংসপিণ্ড যেন, একই রকম দুর্দৈব!

সাক্ষী আর হিতব্রতর ছায়া থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অনেক পরে যখন সাক্ষী, হিতব্রত বা চিত্রণের মুখ পর্যন্ত মনে নেই আমার, তখনও শিশুদের ব্যাপারে আমি প্রকৃত অর্থেই রয়ে গেলাম উদাস, নিঃস্ব, এবং তখনও আমার

BanglaBook.org

মনে জ্বলজ্বল করত আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকা ঈশ্বরীর মুখ! আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদত ঈশ্বরী কারণ সেই অশ্রু দেখার মতো দ্বিতীয় কেউ ছিল না ওর জীবনে!

ব্যাগ থেকে তোয়ালে আর সাবান আর পোশাক বের করে ঘোরানো সিঁড়িটা বেয়ে ছাদে নামল ঈশ্বরী। ছাদের বাথরুমটাই কাল তাকে খুলে দিয়েছিলেন গৌরহরি বসাক! মানুষটা নিজেই খুব আশ্চর্য হয়ে গেছিলেন যে ছাদের ঘর, বাথরুম এ-সবের চাবি এত বছর তাঁর কাছেই পড়ে রইল কী করে এবং তার চেয়েও বড় কথা ওই মুহূর্তে তা তাঁর মনে পড়ল কী ভাবে?

ব্রাশ করতে করতে ঈশ্বরী দেখল বাথরুমটায় ঝুল ছাড়া আর নোংরা বলতে যা আছে তা হল রাশিকৃত মদের বোতল! ছাদে পড়ে থাকা একটা লাঠি দিয়ে ঝুলটা ঝেড়ে দিল সে। প্রয়োজন ছিল না তবু এটা করল সে! রু ভয় পেতে পারে ভেবেই করল। এবং তাতেই তার মনে পড়ল নামার সময় ঘরের দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে আসা হয়নি! যদি রু ঘুম থেকে উঠে পড়ে ও তাকে না দেখতে পেয়ে ওই লোহার বিপজ্জনক সিঁড়িটা দিয়ে নামতে চেষ্টা করে— তা হলে? পাঁচ বছরের রু পারবে না— পা ফসকে নীচে পড়বে!

ঈশ্বরী বাথরুম থেকে ছুটে বেরিয়ে এল! এবং তাকিয়ে দেখল তার আশঙ্কা সত্যি করে দিয়ে ঘোরানো সিঁড়িটার ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে তার ছেলে আর তার ঠিক পরের ধাপে এক হাতে দুধের গ্লাস নিয়ে অন্য হাতে রু-এর কাঁধ খিমচে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন বৃদ্ধ গৌরহরি বসাক স্বয়ং! গৌরহরির চাদর খসে পড়ে গেছে গা থেকে।

ঈশ্বরীর হাত-পা দিয়ে ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল একটা, কম্পিত স্বরে সে বলে উঠল, 'রু!'

গৌরহরি সতর্ক গলায় বললেন, 'শিগগিরি আসুন, আমি টাল রাখতে পারছি না!'

মুখে পেস্ট লাগা অবস্থায় ছুটে এসে রু-কে কোলে তুলে নিল সে। তখনও সমস্ত শরীরটা কাঁপছিল তার, ঘরটায় ঢুকে এসে সে হাঁপাতে লাগল। খোঁড়া পা নিয়ে কসরত করে গৌরহরিও ঘরে উঠে এলেন। বললেন, 'সর্বনাশ হতে

BanglaBook.org

যাচ্ছিল! আপনি ঘরের দরজা বন্ধ না করে গেছেন কেন?'

সে আচ্ছন্নের মতো বসে রইল ছেলে কোলে, বলল, 'পড়লে একদম নীচে গিয়ে পড়ত বোধহয়!'

গৌরহরি থমকালেন, 'সে যাক গে, কিছু তো হয়নি!'

'আপনি না এসে পড়লে...!'

'আরে...' উত্তেজিত হয়ে উঠলেন বৃদ্ধ, 'আমি দেখছি ও ঘুমচোখে নামছে, এই জখম পা নিয়ে তো পারছি না ছুটতে!'

সে বলল, 'কাল রাত থেকে আপনি অনেক করেছেন গৌরহরিবাবু! আপনার কাছে আমার অনেক ঋণ হয়ে গেল!'

গৌরহরি রু-এর মাথায় হাত রাখলেন, 'আগে দাঁত মাজবে না আগে দুধ খাবে ছোট কর্তা?'

রু একবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে দুধের গ্লাসটাই টেনে নিল দু'হাতে। এক নিশ্বাসে শেষ করে ফেলল দুধটা।

গৌরহরি ঈশ্বরীর দিকে তাকালেন, বললেন, 'এ কী, আপনি কাঁদছেন? এই তো দিব্যি রাত কেটে গেল, এখন আর কোনও ভয় নেই। বাচ্চা থাকলে সব সময়ই নানা রকম দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে। সে সব পার করেই মানুষ বড় হয়, বুড়ো হয়! আমি তো ছোট বেলায় পালঙ্ক থেকে পড়ে পড়ে মাথার শেপটাই নাকি বদলে ফেলেছিলাম!'

ঈশ্বরী বলল, 'আশঙ্কা আছেই গৌরহরিবাবু, আমি বোধহয় রু-কে রক্ষা করতে পারব না। আমি যোগ্য নই, যোগ্য মা, ভাল মা নই, আমি বারবার ব্যর্থ হয়েছি ওকে রক্ষা করতে। এক সময় ওকে নিয়ে লড়াই করার বদলে ওকে ফেলে পালিয়ে যাওয়াই পথ হিসেবে বেছে নিয়েছিলাম আমি— তখন ওর কী জ্বর! খেতে পারছে না! তবু তার মধ্যেই ওকে ত্যাগ করে চলে গেছিলাম বাঁচার উদ্দেশ্যে!' বৃদ্ধ বললেন, 'আপনি শান্ত হন, ঈশ্বর মাকেও নানা রকম পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতে চান! আমার মনে হয় ওর হাতের আঘাতটায় আগে একটু ওষুধ টষুধ লাগানো উচিত।'

রু-এর হাত থেকে খালি গ্লাসটা নিয়ে ফিরে যেতে যেতে ঘুরে তাকালেন গৌরহরি, 'যান, ওকেও মুখটুখ ধুইয়ে দিন। আর একটা কথা, আপনি কেমন মা সে তো ওই-ই বলবে ম্যাডাম— সময়ে!' গৌরহরি অদ্ভুত ভাবে মাথা দোলালেন!

BanglaBook.org

রু তাকে ডাকল, 'মা, টয়লেট!'

'হুঁ, চলো!' বলল সে। তারপর রু-কে কোলে নিয়ে নেমে এল ছাদে। রু প্রাতঃকৃত্য সারল যখন সে অপেক্ষা করল বাইরে, তারপর আঙুল দিয়ে ডলে ডলে দাঁত মাজিয়ে দিল ওর। আপাতত রু-এর ব্যবহার্য একটা বস্তুও সংগ্রহে নেই ঈশ্বরীর। নেই দ্বিতীয় একটা পোশাকও। মুখ ধুইয়ে ছেলেকে একেবারে স্নান করিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল সে। তিনদিন স্নান করেনি ও। তা ছাড়া শুধুমাত্র রাতের নিমিত্তে এইখানে ঢুকে পড়েছে তারা, সকালেই চলে যেতে হবে, কোথায় যাবে না যাবে জানা নেই, দিনটা নতুন করে শুরু করার আগে তাদের দু'জনেরই ভাল করে একটা স্নান দরকার।

আর দরকার খাদ্য— মোটা, ভারী খাবার একটা। খুব তাড়াতাড়ি দরকার তাদের! ঈশ্বরীর দরকার একটু চা-ও। মাথাটা অসম্ভব ভারী লাগছে যেন! ঘাড়ে একটা যন্ত্রণা!

সে ভাবল জীবন কী অদ্ভুত— কাল রাতে তারা মা-ছেলে পাশাপাশি ঘুমিয়েছে কতদিন পরে!

ঈশ্বরী দ্রুত জল ঢালল ছেলের গায়ে, সাবান ঘষতে লাগল হাতে-পায়ে ওর— তার নিজের স্নান বাকি, বেরিয়ে রু-এর হাতটা কাউকে দেখাতে হবে, হাত নাড়াতে কষ্ট হচ্ছে ওর, বেশ কষ্ট? কিন্তু পায়ে সাবান লাগতেই কেঁদে উঠল ছেলে তার, 'ব্যথা মা, ব্যথা!' বলে গড়িয়ে ফেলল চোখের জল।

সে বুঝল ভুলটা কী হয়েছে! পায়ের ছাল ওঠা জায়গায় জল, সাবান লেগে জ্বালা করে উঠেছে রু-এর!

ঈশ্বরী রু-এর যন্ত্রণাটা নিজে সহ্য করার চেষ্টা করল, তার আবারও মনে হল রু-এর জীবন তার হাতে সুরক্ষিত নয়। ঠিক যেমন রু থাকলে তার জীবনটাও দুর্গম।

টপটপ করে চোখ দিয়ে জল পড়ছে ওর, 'ওই জুতো আর পরব না মা!'

'না গো, একদম পরব না গো! নতুন জুতো কিনব। স্লিপার কিনব আমরা— কেমন?' সেও কেঁদে ফেলল ছেলের চোখে চোখ রেখে।

রু ফোলা ফোলা গাল নিয়ে এমন করে তাকাল তার দিকে যেন ভেতর অবধি দেখে নিচ্ছে তাকে। ছাদে এত চমৎকার রোদ, এত হাওয়া বইছে, রু তার দু'বাহুর বেষ্টনীর ভেতর এই সময়ে— তার নিজেকে আর ধর্মহীন মনে হচ্ছে না, যেমন তিনদিন আগেও বারবার মনে হত!

BanglaBook.org

তাকে দেখতে দেখতে লাজুক হাসল রু, তারপর ডান স্তনটার ওপর আলতো করে রাখল নিজের বাঁ হাত, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকাল তার আত্মায়। ছিন্নভিন্ন কলজের টুকরোগুলো জুড়ে গেল একে অন্যের সঙ্গে। এই স্পর্শ অবশিষ্ট সমস্ত অসাড়তা দূর করে দিল তার হৃদয় থেকে। একটা কাঠবিড়ালিকে আদর করার মতো আদর করতে লাগল ঈশ্বরী ছেলেকে, অবিশ্বাস্য ভুখা ছিল যেন রু-ও! আশ্লেষের বদলে বার বার ফিরিয়ে দিতে লাগল আশ্লেষ। একসময় সেই প্রচণ্ড দৈহিক দেওয়ানেওয়ায় হাঁপিয়ে গেল তারা দু'জনেই। রু তার বুকে গাল চেপে ধরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'বড্ড দুঃখ মা!'

ঈশ্বরী কী দুঃখ বুঝল তৎক্ষণাৎ। সে জোরে-জোরে মাথা নাড়তে লাগল।

রু-কে ওপরে তুলে দরজার বাইরে থেকে বন্ধ করে স্নান সেরে নিল সে। স্নান করতে-করতে জমে থাকা মদের বোতলগুলোর দেশি চেহারা সম্পর্কে নানান প্রশ্ন উঁকি দিল তার মনে। সে ভাবল গৌরহরিকে জিজ্ঞেস করবে চাবি ওঁর কাছে থাকা সত্ত্বেও বাথরুমে এসব কেন? বা কবে থেকে? এবং বাথরুম থেকে বেরিয়েই এক প্রস্থ অবাক হল ঈশ্বরী—গৌরহরি হাতে এক কাপ চা নিয়ে দাঁড়িয়ে।

গৌরহরি বললেন, 'এই নিন!'

সে বলল, 'এ কী, আপনি বারবার ওঠানামা করছেন কেন? আমি তো তৈরি হয়ে নামছিলামই!'

বৃদ্ধ হাসলেন, 'যারা ঘরে ঘরে চা দেয় তারা কেউ আমার রিকোয়েস্ট রাখবে না! অগত্যা উঠতে হল! চা না খেলে কি আর সকাল হয়?'

ঈশ্বরী তোয়ালে, সাবান, পেস্ট সব লোহার সিঁড়ির ওপর রেখে কাপটা হাতে নিল। এবং বড় করে পরম তৃপ্তিতে চুমুক দিল চায়ে। তার বেশ ঝরঝরে লাগছে এখন! চুল ভিজিয়েছে সে— সেই ভেজা চুল মেলে দিয়ে রোদে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল ঈশ্বরী। মনে হল কোথাও কোনও সমস্যা নেই তার জীবনে আর। যেন এখানে, এই ছাদের ওপরই কবে থেকে বসবাস করতে অভ্যস্ত সে। গৌরহরি একটা তার দেখিয়ে ভেজা তোয়ালেটা মেলে দিতে বললেন— সে বাধ্য মেয়ের মতো তাই করল। সত্যি, তোয়ালেটা একটু শুকিয়ে যাওয়া দরকার।

BanglaBook.org

কী মনে করে বৃদ্ধ বসে পড়লেন সিঁড়িটায়। একটু লজ্জিত হেসে বললেন, 'বয়েস হয়েছে তো, শীতের দিনে এই রোদটায় বড় আরাম লাগে! কিন্তু কী করব, উঠতে নামতে পারি না বলে নীচেই পড়ে থাকি। অথচ এখান থেকে শহরটাকে দেখায় কত সুন্দর! বসে বসে চোখ বুলোলেই দিব্যি সময় কেটে যায়!'

ঈশ্বরী বলল, 'আমি তো রু-কে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাব। আপনি যাবেন আমার সঙ্গে? আপনার জন্য কিছু করতে পারলে আমার ভাল লাগবে!' লম্বা, শীর্ণ মানুষটা অনেক দূর থেকে তাকালেন তার দিকে, 'এই যে ঘরটা দেখছেন, এ-ঘরে বেশ কিছুকাল আগে টানা সাত বছর থেকে গেছিল দু'জন নারী-পুরুষ— স্বামী-স্ত্রী সেজে! তখন আমিই সর্বেসর্বা। মালিকরা এই গেস্ট হাউজ, ডোভার লেনের গেস্ট হাউজ সব আমার দায়িত্বে ছেড়ে দিয়ে বছরের পর বছর বিদেশে। একদিন জানতে পারলাম স্বামী-স্ত্রী নয়— ইলোপ কেস! এর-ও স্বামী সন্তান আছে, ওর-ও বউ-ছেলেমেয়ে আছে! প্রথমে তো খুব রেগে গেছিলাম! পরে মেজাজটা ঠান্ডা হতে ভাবলাম যারা টানা পাঁচ-সাত বছর একসঙ্গে কাটিয়ে দিল তারা স্বামী-স্ত্রীর চেয়ে কম কিছু নাকি? যা হোক একটা বন্ধন তো কাজ করছে— সেই বন্ধনটাই বড় কথা! তারপর এখন যা চলছে এখানে নতুন ম্যানেজারের তত্ত্বাবধানে, ওই দু'জনের কথা মনে করে ভাবি বেশ ছিল জুড়িটা। সম্পর্কের বলুন, ভালবাসার বলুন, বিশ্বাসের বলুন, জোর ছিল নিশ্চয়ই! মহিলার জন্য রোজ বিকেলে চপ, তেলেভাজা হাতে ফিরতেন ভদ্রলোক! এই যে বোগেনভেলিয়ার ঝাড় দেখছেন তা ওই মহিলারই লাগানো! আমাকে মাঝে মাঝেই নেমন্তন্ন করে এটা-সেটা রেঁধে খাওয়াতেন!

এখন তো 'দিনরাত্রি' কোনও অতিথিনিবাস নয়, শহরের খাস জায়গায় মদ, মেয়ে নিয়ে কিছুটা সময় কাটানোর জায়গা। সরাইখানা যাকে বলে! দু'ঘণ্টার ভাড়া পাঁচশো টাকা!

যাওয়ার কোনও জায়গা নেই, তাই আছি...। সেইজন্য আপনাকে এক রাত থাকতে দিয়ে আমি আপনার নয়,— যাদের অন্ন চল্লিশ বছর ধরে খাচ্ছি, তাদের সম্মানটাই রক্ষা করার চেষ্টা করেছি মাত্র! মানুষ অতিথিনিবাসে তো আর সাধ করে থাকতে আসে না। প্রয়োজনেই আসে! তা যাদের সত্যিকারের দরকার তারাই যদি ঘর না পায় তা হলে কীসের কী?'

BanglaBook.org

ঈশ্বরী বলল, 'কিন্তু সাত বছর একটা গেস্ট হাউসে কী করে থাকতে পারে কেউ?'

'তখন অনেকে ওরকম রুম ভাড়া নিত। হয়তো সারা মাসের জন্য, হয়তো তিন মাসের কড়ারে। বিশ বছর আগে গেস্টদের এত প্রেশার ছিল না! নিয়মকানুনও ঢিলেঢালা ছিল। আচ্ছা, দশদিন টানা রয়েছে, ভাড়াটা দিন প্রতি পঞ্চাশ টাকা কমিয়ে দেওয়া হোক! মানুষ তখন নানা রকম উদারতা দেখাতে আগ্রহী ছিল খুব! দিনকাল খুব বদলে গেছে সন্দেহ নেই! এরাও ওই তিন-চার মাস করতে করতে সাত বছর থেকে গেছিল আর কী! চিলেকোঠার ঘরে রান্নাখাওয়া, ছাদের ঘরে শোওয়া বসা, গল্প গুজব! আর এমন একখানা ঝকঝকে ছাদে ঘুরে বেড়ানো! মহিলা তো গাছে গাছে ভরিয়ে তুললেন ছাদ! সন্ধে হলে শাঁখের আওয়াজ। সন্তোষী মা'র পুজো! মন্মথ নামে একজন ফাইফরমাশ খাটত, প্রতি শুক্রবার সে একটা গোরু ধরে আনত ছোলা, গুড় খাওয়ানোর জন্য! তারপর লঙ্কা গাছ, টমেটো গাছের ফল উৎকোচ পেতাম সবাই!

ঈশ্বরী বলল, 'আপনার সঙ্গে ভাড়া নিয়ে কোনও কথা হয়নি আমার!'

গৌরহরি মাথা নাড়লেন, 'দেখুন, নিখিল ছেলেটা ভাল নয়, এমনিতেই আমাকে উৎখাত করার অনেক চক্রান্ত করে চলেছে ও! এমনকী ভূতের ভয়ও দেখিয়েছে! আজ যদি ও এসে আপনাদের দেখা পায় একটা ধুয়ো তুলে মহা শোরগোল বাধাবে। এই ঘর খুলে দেওয়ার অধিকার আর আমার নেই! ভাড়ার কথা আপনাকে কী বলব? এই থাকতে দেওয়ার কোনও চার্জ হয় না। বিপদের মুহূর্তে পাশে দাঁড়ানোর কি কোনও চার্জ হয়? এই রুম তো ভাড়া দেওয়ার অযোগ্য! তবে গেস্ট হাউসের জল, আলো ব্যবহার করেছেন যখন যা হোক একটা কিছু দিয়ে দেবেন! নিয়ম রক্ষা হবে!'

ঈশ্বরীর মনে পড়ল গতকাল রাতের ট্যাক্সি ড্রাইভার ছেলেটির কথা। সে-ও তো ভাড়া না নিয়ে বেরিয়ে গেল!

গৌরহরি নিজেই বললেন আবার, 'নিখিল আসার আগেই যদি বেরিয়ে যেতে পারেন তবেই ভাল হয়!'

সে বলল, 'গৌরহরিবাবু, আমি আপনার অসহায়তা বেশ বুঝতে পারছি! কাল থেকে আমি অনেক অসহায় মানুষকে মিট করেছি। তাদের কেউ খুব নামজাদা ব্যক্তিত্ব, কেউ অসম্ভব ধনী! আমি তাদের প্রত্যেকের কথা হৃদয়ঙ্গম

BanglaBook.org

করলাম আর আপনার মতো অবসরপ্রাপ্ত, অশক্ত এক বৃদ্ধের সংকটটা বুঝব না তা হয়? আমি তৈরি— আপনি চাবিটাবিগুলো নিয়ে নিন, আমি লক টেনে নীচে নেমে যাচ্ছি!'

'আপনাকে আর একটু থাকতে বলা আমার সাধ্যের বাইরে!'

'কী বলছেন? আপনি যা করেছেন সাধ্যের বাইরে গিয়েই তো করেছেন! তা ছাড়া এখন আমার অসুবিধা কী? বেরিয়েই পেয়ে যাব কোনও-না-কোনও আস্তানা। তবে সেখানে আপনার মতো সহৃদয় কাউকে যে পাব না এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত!'

বৃদ্ধ বললেন, 'আপনার নাম কী?'

'ঈশ্বরী!'

'ঈশ্বরী?' বৃদ্ধের চোখদুটো তার নামের স্বতন্ত্রতায় দপ করে জ্বলে উঠল এবং পরক্ষণেই একটা গাঢ় দুশ্চিন্তা ছেয়ে গেল কপালে, 'আপনি একা মেয়ে, এই অল্প বয়েস, জানি না কোথা থেকে এসেছেন, এও বুঝতে পারছি না যে এভাবে হোটেলে-টোটেলে বাচ্চা নিয়ে ঠিক কতদিন থাকার প্রয়োজন আপনার?'

বৃদ্ধের কথা বলার প্রক্রিয়া খুব সম্ভ্রমের, উনি যে সরাসরি কোনও প্রশ্ন করলেন না তাকে তা বুঝে তার শ্রদ্ধা হল ওঁর ওপর। সে বলল, 'মানুষে মানুষে ছয়লাপ এই শহর, কত বাড়িঘর, কত দোকানপাট, বাস, ট্রাম— এত সবের মধ্যে আমাদের কি একটু জায়গা হবে না? আমি সম্পূর্ণ সুস্থ, সবল একটা মানুষ— আমি কি কোনও কাজ পাব না?'

'পাবেন নিশ্চয়ই, কিন্তু আপনাকে শূন্য থেকে শুরু করতে হবে!'

'তাই করব! করতেই হবে! এতদিন রু আর আমি পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম, ওকে আমি সবে তিনদিন হল ফেরত পেয়েছি। এখন তো আর আমি একা নই। এখন আমার ভার অনেক বেশি— পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক অনেক দৃঢ়!'

গৌরহরি কী ভাবলেন, 'রু আপনার নিজের ছেলে তো?'

গত তিনদিনের ভেতর প্রথমবার হেসে উঠল ঈশ্বরী।

'নিজের ছেলে গৌরহরিবাবু— একদম নিজের ছেলে! জন্ম দিয়েছি আমি ওকে!'

এরপর ওপরে উঠে কম্বল-টম্বল ভাঁজ করে রু-কে তৈরি করে নীচে নামল

BanglaBook.org

সে, গৌরহরি সাজেস্ট করলেন বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে একটা সস্তা গেস্ট হাউস। সেখানে বিদেশিদের ভিড় বেশি। তবে সহজেই অনেকদিন থাকতে দেওয়া হয়। এবং উনি বললেন জায়গা তো কতই আছে, তবে নিরাপত্তার কথাটা আগে ভাবা দরকার!

ঈশ্বরী মনে মনে ভাবল, আসলে তাকে এখন নামতে হবে অনেক, বাঁচতে গেলে এ ক্ষেত্রে উত্তরণ মানে অবনতি— ভাগ্যের হাতে, নিয়তির সামনে অবনতি!

এসব ভাবতে ভাবতে জিনিসপত্র, রু সামলে সে নীচে নেমে বাঁ হাতে গৌরহরির ঘরের দিকে এগোতে গিয়ে ঘরের মধ্যে থেকে ভেসে আসা একটা উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে থমকে দাঁড়াল। তার মনে হল ও নিখিল বিশ্বাস ছাড়া কেউ নয়! গৌরহরির 'আহা, না, না!' শুনে বুঝতে পারল সঙ্গে সঙ্গে যে বৃদ্ধ ভয় পেয়েছেন। খুব ধীর পায়ে আমি গিয়ে দাঁড়ালাম গৌরহরির চৌকাঠে। দেখলাম ঘরের মাঝখানে রাগ রাগ মুখে দাঁড়ানো পুরুষটির বয়েস আন্দাজ পঁয়ত্রিশ। মুখটা পশুর মতো! চিবুকটা ঠোঁটের তুলনায় এগিয়ে এসে ঝুলে আছে চতুরের মতো— পরনে জিনস আর ক্যাটক্যাটে হলুদ টি-শার্ট। পায়ে সাদা স্নিকার! সম্পূর্ণ অত্যাচারীর মুখ!

আমি খুব শান্তিপূর্ণ স্বরে ডাকলাম, 'গৌরহরিবাবু?'

অমনি অবধারিত ঘেউ ঘেউ শুরু করে দিল নিখিল বিশ্বাস— 'আপনিই কি গতরাতে ছাদের ঘরে ছিলেন?'

'হ্যাঁ!'

'আমিই এখানকার ম্যানেজার!'

'বাহ, খুব ভাল লাগল আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে!'

'ভাড়ার কথা কি হয়েছে? নাম এনট্রি করা হয়েছে? এখানে মহিলাদের একা থাকতে দেওয়ার নিয়ম নেই! যত্তসব বুড়ো হাবড়ার কারবার! বাপের ভিটে পেয়েছে যেন!'

'কী বলছেন বলুন তো?'

'ছাদের ঘর ভাড়া দেওয়া হয় শুনেছেন কোথাও? অ্যাঁ? ওখানে কত দরকারি জিনিস আছে! এবার আপনাকে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে ভাবতেই হবে গৌরহরিবাবু...! বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন!'

নিখিল বিশ্বাসের তর্জনী, শরীরের ভাষা অসহ্য লাগল আমার! রাগে রি রি

BanglaBook.org

করে উঠল গা। ভীষণ ভীষণ ঝগড়া করতে ইচ্ছে হল! ঠাস, ঠাস করে চড় মারতে ইচ্ছে হল লোকটার গালে, গা ঘুলিয়ে উঠল কুবাক্যের ঘনঘটায়। নিখিল বিশ্বাসের মুখটার সঙ্গে ওই ধনবানের মুখ, ওই আইনজ্ঞের মুখ আর ওই দাড়িওলা কবির মুখ মিলেমিশে গেল যেন সঙ্গে সঙ্গে। ওই কবি একদিন আমাকে বলেছিলেন যে, "সবার হয়ে পৃথিবীর দুঃখকষ্ট সহ্য করাই কবির কাজ!" বোদলেয়ারের এই উক্তি তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন। এবং এই বিশ্বাস থেকেই সমস্ত দুঃখকষ্ট সহ্য করার সহজতম পথ একটা আবিষ্কার করেছেন বটে তিনি। তাঁর ঝোলায় জ্বলন্ত, দাউদাউ, খুলি, কোটর, মশাল, কঙ্কাল, গরিব, মালিক, অন্ন, নষ্ট এইসব অতি ব্যবহৃত শব্দ কিছু আছে! সেইসব শব্দের স্পৃহা, অনুভূতি, বিশুদ্ধতা কবেই ভোঁতা হয়ে গেছে। অথচ তাই দিয়ে আগুনের থেকে অনেক দূরে বসে খবরের কাগজ পড়ে, টিভি দেখে প্রতিবাদী কবিতা রচনা করছেন তিনি। তাতে তাঁর গায়ে এতটুকুও আঁচ লাগছে না অথচ আগুন থেকে বেরোনো গনগনে লালচে আলোয় সম্পূর্ণ উদ্ভাসিত হয়ে যাচ্ছে তাঁর মুখ! তাঁকে যারা বিশ্বাস করে, তারা বলে জরুরি অবস্থায় এর বেশি শিল্প সৃষ্টি সম্ভব নয়, জরুরি অবস্থায় স্টেটমেন্ট-ই যথেষ্ট! তারা জানে না, জরুরি অবস্থায় শিল্পের নয়— মনুষ্যত্বের প্রয়োজন, আর শব্দের সঙ্গে মনুষ্যত্বের কোনও যোগ নেই! যে জাতিকে গান গেয়ে জাগাতে হয়, কবিতা লিখে জাগাতে হয় সেই জাতির চেতনা তো শুধুই আবেগ! মনুষ্যত্বের বোধ বালকের মতো। ফলে সেই জাতির কর্ণধার হয়ে সেই কবি, সেই শব্দের জাগলার যে-কোনও চরিত্রহীন রাজনৈতিক নেতার মতো মানুষের দুর্দশাকে ব্যবহার করে নিজেরই অস্তিত্ব রক্ষা করার লড়াই লড়ছেন কেবল— আর প্রতারণা করছেন! ঠকাচ্ছেন তিনি, ঠকাচ্ছেন! আমি জানি একটা পরিচিত মেয়ে এবং তার শিশুকে একটা রাত থাকতে দিতে না পারার লজ্জা তিনি ঢাকবেন একটা শীর্ণ কবিতা কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে লিখে, দোষ দেবেন স্ত্রীকে, স্ত্রীর শাসনকে! সেই শিশু আর তার মাকে ব্যবহার করার পর, স্বাভাবিক সন্তুষ্ট হবেন, তারপর নানা সভা সমিতিতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, দীর্ঘশ্বাস ও স্বরের প্রগাঢ়তা সহ পাঠ করবেন সেই কবিতা!

তখন দুঃখী কোনও মা, শিশুসহ পথে পথে ঘোরা কোনও মা এসে নিবিড় শ্রদ্ধায় পা ছোঁবে তাঁর, আর তিনি ধীর পায়ে বেরিয়ে যাবেন হল ছেড়ে— পেছনে দাঁড়িয়ে থাকবে মুগ্ধ মানুষ! সেই কয়েক পা হাঁটতে হাঁটতে তিনি তখন

BanglaBook.org

সক্রেটিস ভাববেন নিজেকে— আড়াই হাজার বছর টিকে থাকা এক দার্শনিকতুল্য মহান! এবং তখন সবাই না বুঝলেও কেউ কেউ বুঝবে যে, কোনও জরুরি অবস্থাই তাঁর কবিতায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে না আর কোনও কালে!

নিখিল বিশ্বাসের সঙ্গে তর্কে মেতে উঠলাম আমি! আমার হাত ছাড়িয়ে গুটি গুটি পায়ে রু তখন চলে গেছে প্যাসেজের এক পাশে খরগোশের খাঁচার কাছে।

'বন্ধ থাকে নাকি ছাদটা? ব্যবহার হয় না? এটা সত্যি?' নিখিল বিশ্বাসের মুখোমুখি দাঁড়ালাম আমি, কাল যদি ওই কবির কাছে, ওই ধনীর কাছে, ওই আইন বিশেষজ্ঞের কাছে এক রাতের আশ্রয় জুটে যেত তা হলে এই শহরের মাটি কামড়ে ধরার এমন আবেগমিশ্রিত সাধ হয়তো জাগতই না আমার— 'আমার সঙ্গে ওপরে চলুন তো এক্ষুনি, আজ সকালে ছাদে, বাথরুমে, রুমের ভেতর যা-যা চোখে পড়েছে সেগুলো একবার আপনাকে দেখাই! তার আগে সাক্ষী হিসেবে রাস্তা থেকে দুটো লোক ধরে আনা দরকার। মানুষ জানুক গেস্ট হাউসের নামে এখানে কী চলছে!'

আগুনে জল পড়ার মতো দপ করে নিভে গেল লোকটা! ভীষণ দ্বন্দ্বে এ-পাশ ও-পাশ তাকাল। ঘাড় উঠিয়ে নামিয়ে ঠিক করল কলার। এবং কী পড়ে আছে সেটুকুও মুখ ফুটে জানার সাহস দেখাল না! ভাবল না ছাদের ঘরে কী আছে তার আমি কী জানি? আমি তো ছিলাম চিলেকোঠার ঘরে। কারণ গৌরহরি ভেবেছিলেন ছাদের ঘরটা তুলনায় অনেক বেশি রাবিশে ভরতি!

নিখিল বিশ্বাসকে বেশি সময় দেওয়া যাবে না, আমি বললাম, 'ভাড়া কত দেব দয়া করে সেটা বলবেন কি?'

'পাঁচশো!' বলল ছেলেটা!

'পাঁচশো? বলে কী?' বলে উঠলেন গৌরহরি।

'হ্যাঁ দাদু, পাঁচশো!' নিখিল বিশ্বাস ভুরু নাচাল, 'আপনার অত রাতে দরদ উথলে উঠতে পারে, কিন্তু আমি স্যার ব্যাবসা বুঝি— ঠিক আছে?'

হঠাৎ খেপে গেলেন গৌরহরি, 'চোপরাও মস্তান! পাঁচশো টাকা নর্মাল রুম চার্জ, আপনি ম্যাডাম আড়াই শো টাকার বেশি এক পয়সাও দেবেন না! তারপর যা হয় আমি বুঝব আর মালিক বুঝবেন!'

BanglaBook.org

'আমাকে মালিক দেখাচ্ছেন?' চেঁচাল নিখিল।

গৌরহরির চোখমুখ শক্ত, নিখিলকে পাত্তাই দিলেন না। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'একটু সাইড দিন দেখি, বাচ্চাটা চলে যাচ্ছে!'

এই সময় দু'জন মহিলা ও একজন পুরুষ নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। দক্ষিণ ভারতীয়! তারা ইংরেজিতে নিখিল বিশ্বাসকে প্রশ্ন করতে লাগল, কোথায় দোসা, ইডলি ভাল পাওয়া যাবে। সঙ্গে সঙ্গে লটবহরসুদ্ধ দু'-তিন জনের একটা দল রুম তালাশ করে হাজির হল, তাদের সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল নিখিল! গৌরহরি বসাক আমাকে বললেন, 'উলটো দিকে একটা সাউথ ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট আছে। আপনারা জিনিস আমার কাছে রেখে আগে খেয়ে আসুন!'

আমি বললাম, 'আপনাকে ভোগাবে, এবং সে সময় আপনার মতো করে আমি আপনার পাশে থাকব না!'

বৃদ্ধ বললেন, 'করবেটা কী? অনেক বয়েস হয়েছে, যথেষ্ট বেঁচেছি। আপনি এইটুকু মেয়ে একটা বাচ্চা নিয়ে কোথায় যাবেন ঠিক নেই, আপনি তা সত্ত্বেও যখন ভীত নন, তখন আমার কীসের ভয়?'

সাড়ে এগারোটা বাজে। সাউথ ইন্ডিয়ান নয়— রু-এর দরকার ভাত, ডাল, মাখন, ডিম। দু'দিন না-খাওয়া শরীরের প্রচুর পুষ্টি চাই! গেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে প্রথমে ঈশ্বরী এক বোতল জল কিনল। দুটো বড় বড় চকোলেট, দু'প্যাকেট বিস্কুট আর একটা কেক কিনে ব্যাগে ভরল। এবার সামান্য প্রস্তুত বোধ করল সে যেন। একটা শিশুকে নিয়ে লড়াই করতে গেলে এ সবই যে প্রধান হাতিয়ার তা কাল বুঝেছে ঈশ্বরী।

রাস্তা পার হয়ে একটা টানা রিকশায় উঠল ঈশ্বরী। রু এরকম রিকশা দেখে চমকিত! যেমন অ্যামবাসাডার ট্যাক্সি দেখেও অবাক হয়েছিল ও। রিকশাওলাকে প্রয়োজনটা বুঝিয়ে বলতে ডান হাত ঘুরে লেক বাঁ হাতে রেখে একটা সিনেমা হলের উলটো দিকের একটা বাঙালি রেস্তোরাঁর সামনে পৌঁছোল লোকটা।

রেস্টুরেন্টটা ছোট কিন্তু সুসজ্জিত। সবে বারোটা বলেই সম্ভবত লাঞ্চ টাইমের ভিড়টা শুরু হয়নি এখনও। মাছ, মাংস সাঁতলানোর মিশ্র গন্ধ ভাসছে বাতাসে। ক্ষুধার্তকে সেই গন্ধ আদব কায়দা, দর-দস্তুর সব ভুলিয়ে দেয়, সে ঠোঁট চাটে, ঢোঁক গেলে।

BanglaBook.org

রু-ও তাই করল। চেয়ার টেনে বসতে বসতে তার দিকে তাকিয়ে এক মুখ উৎফুল্ল হাসি হাসল। ছেলেকে সামলে নিয়ে বসে পরস্পরের উদ্ভিন্ন আকাঙ্ক্ষাকে নিঃশেষে পূরণ করতে চাইল সে-ও। যদিও সকালে ব্যাগ উপুড় করে টাকা গুনেছে ঈশ্বরী এবং বুঝেছে দুর্দিনে হিসেব কিছুতেই মেলে না!

মেনু কার্ডটা টেনে নিয়ে সে রু-কে জিজ্ঞেস করল, 'কী? মাছ না মাংস? চিকেন না মাটন?' কিন্তু রু-এর উত্তর শুনতে পেল-না একটুও। সে দেখল দাম! 295/- ,350/- + tax ! packing charge 80/- !

এত দাম? ঈশ্বরী বোকা বনে গেল।

তখন রু স্থান পরিবর্তন করে আরও ভাল ভাবে বসতে চাইল আরও ভাল ভাবে খাওয়ার আশায়! মেনু কার্ডের লেখাটা মনোযোগ দিয়ে পড়ল সে— কয়েক শো বছরের পুরনো অবলুপ্ত রেসিপিকে অনেক রিসার্চ করে বের করে আনাই এই রেস্টুরেন্টের বৈশিষ্ট্য। চাইলে কেউ অন্নদামঙ্গল থেকে লাঞ্চ খেতে পারে কিংবা ফুল্লরার বারোমাস্যা থেকে ডিনার!

ঈশ্বরী কোনও কৌশল ভেবে পেল না! এবং তাই উদ্‌ভ্রান্তের মতো নিজের সম্ভ্রম ভুলে, ওয়েটারের সপ্রশ্ন চোখের সামনে ছেলেকে কোলে তুলে বেরিয়ে এল রাস্তায়।

এবং এই যে সত্যি-মিথ্যের উপন্যাস— তাতে এই ফিরে যাওয়াগুলো সার্থক, যে এই উপন্যাস পড়ছে তার কাছে, আমি নিশ্চিত জানি, মানুষের-ক্ষুধার্তের-পীড়িতের-ভিক্ষুকের-আহতের সমস্ত রকম হিউমিলিয়েশন সার্থক! যে লেখক, যে কবি, যে পেন্টার, সে এই হিউমিলিয়েশন বর্ণনায় যত নিঁখুত, সে তত উত্তীর্ণ! ততই চরম হয়ে ওঠে শিল্প তার! যে পড়ে সে যত রুক্ষ, লাল হয়ে প্রবিষ্ট হয় রচনায়, তত সে মনে করে পাঠ লাভজনক! অতএব এই প্যাঁচার মতো উপন্যাস আরও, আরও নারকীয়, আসুরিক হিউমিলিয়েশনের লক্ষ্যে ঈশ্বরীকে রু-এর ব্যথা হাত চেপে ধরেই ছুটতে বাধ্য করে আর রু সেই ব্যথার থেকেও তীক্ষ্ণ এক কাতরতার সঙ্গে বলতে থাকে, 'কী হল মা? খাবে না? খাব না আমরা? মা? ও মাহ্?'

অস্ত্র কারখানার ক্ষেত্রে যেমন যুদ্ধ, অশান্তি, বিশ্বাসঘাতকতাই আসল মূলধন, অনুর্বর মনুষ্যত্বই মূলধন— ঠিক সেভাবে অনুর্বর মনুষ্যত্ব এবং মনুষ্যত্বের হিউমিলিয়েশন সাহিত্যেরও অমূল্য মূলধন! কিন্তু এই উপন্যাস লিখতে বসে

BanglaBook.org

আমি বলবই এই হিউমিলিয়েশনের সৃষ্টিতে যন্ত্রণা হয় আমার! যখন আমি লিখি যে 'আমি' নামক এক চরিত্রের উপন্যাস আগুনে পুড়ে খাক হয়ে গেছে, তখন চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হয় আমার! দশদিন পরে সেই লেখার স্মৃতি ক্রমে জোরালো হয়ে ওঠে, এক বছর পরে লেখার সঙ্গে আমার যাবতীয় আত্মীয়তা ঠান্ডা মেরে যায়, আর তার অভিমান ঘুরে বেড়ায় আমার জীবিত লেখাদের পাশে। হাহাকার করে! মধ্যরাতে 'দিনরাত্রি' গেস্ট হাউসের সামনে দাঁড়িয়ে লোহার গেট ধরে নাড়ানোর কয়েকটা লাইন কিন্তু সময়ের পদক্ষেপের অন্তরে একই রকম 'ঘটনা', একই রকম 'ফ্যাক্ট,' একই রকমভাবে 'প্র্যাকটিকাল!'

এবং একই মাত্রায় সত্য! এই যন্ত্রণার কথা ভাবামাত্র, অবমাননার কথা ভাবামাত্র শরীরে সিরিঞ্জ ঢোকানোর সময়কার মতো শক্ত, আড়ষ্ট হয়ে যেতে চায় আমার উপন্যাস এবং আমি সভয়ে ভাবতে থাকি, 'হে ঈশ্বর, আমাকে আবার সাহিত্যের লক্ষ্যে হিউমিলিয়েশনের সেই বিষ দু'হাতে মন্থন করতে হবে?' অর্থাৎ ছুটতে ছুটতে (লিখতে হবে) ঈশ্বরী দাঁড়িয়ে পড়ল আর রু, ভীষণ হাঁপাতে থাকা ফ্যাকাশে রু, ঈশ্বরী কোনও ব্যাখ্যা নামিয়ে আনার আগেই শালের ভেতর থেকে নীলবর্ণ হাত প্রসারিত করে বলে উঠল, 'তা হলে চকোলেট?'

রু-এর ধৈর্যের কাছে, সহ্য ক্ষমতার কাছে বারবার হেরে গিয়ে দুর্দমনীয় হয়ে উঠলাম আমি। আমার মাথার ভেতর ফুঁসে উঠল একটা তুমুল সংঘর্ষের ইচ্ছা। হন্তদন্ত হয়ে আমি ফিরে চললাম 'দিনরাত্রি' অতিথিশালার দিকে। যদি ওই চিলেকোঠার ঘরে সাত বছর থেকে থাকতে পারে কেউ, তা হলে আমিই বা রু-কে নিয়ে ওখানে থাকতে পারব না কেন? ক'টা দিন? কী এমন বদলে গেছে সময় এখন? এই শহর যে কিছুতেই এখন পরিত্যাজ্য নয় আমার পক্ষে! রং চটা, খোয়াওঠা, আরশোলা আর টিকটিকির বিভীষিকাময়, কুচুটে কোনও লেডিজ হস্টেল বা পেয়িং গেস্ট হাউস নয়— আমার দরকার এই ছাদটা!

এই ছাদের ঘরেই থাকবে ঈশ্বরী। প্রকাণ্ড ছাদ মোজাইক টালি বসানো! ধবধবে! মোটা মোটা কার্নিশগুলোয় কত রকম বাঁক। সন্ধে নামার সময় দিব্যি লুকোচুরি খেলা যায়। সে আর রু! আর ছাদের বিরাট ট্যাঙ্কের গা বেয়ে নেমে আসা পেতলের কলটা! ওইখানে বসে বাসন ধোবে সে, কাপড় কাচবে। কেচে

BanglaBook.org

মেলে দেবে ছাদময়। তারপর রোদ্দুরে বসে চুল শুকোবে। এত অযত্নের পরও তার কী রেশমের মতো বার্গান্ডি রঙা চুল! বিকেলে ঘুরে ঘুরে গান গাইবে যখন ঈশ্বরী, রু তখন এলোপাতাড়ি ছুটবে একটা পোকার লেজ ধরবে বলে!

মাঝে মাঝে রু যখন ঢুলে পড়বে ঘুমে, অমাবস্যার রাতে— তখন ঈশ্বরীর মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসব আমি। নিজের গলা নিজেই টিপে ধরে সমস্ত না-মেলা হিসেবগুলোর একটা বীভৎস নিষ্পত্তি করতে চাইব, কিন্তু পারব না বলে ছাদময় ঘুরে ঘুরে, নাকি সুরে কেঁদে বেড়াব অনাদরণীয় পেতনির মতো! যে-কোনও অসম্মতিক্রমেও ওই ছাদটা অতএব আমার চাই!

গৌরহরি আমাদের দেখে বললেন, 'আপনাদের খাওয়া হয়েছে? কী ছোট কর্তা, পেট ভরে খাওনি নাকি? মুখটা শুকনো কেন?'

আমি বললাম, 'না, আমাদের তো খাওয়া হল না!'

'কেন?'

'সে কথা পরে বলছি। আগে আপনার সঙ্গে আমার ক'টা কথা আছে!'

'দিনরাত্রি'তে ঢোকার মুখে গেটের কাছে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল! আমি এগোতেই ছেলেটা পিছু নিয়েছিল আমাদের। ছেলেটার চাউনিটা বরদাস্ত হয়নি আমার। আমি গৌরহরির দরজার সামনে এসে দাঁড়াতে ছেলেটা দু'কদম দূরে দাঁড়াল ঠিক আমার পেছনে। বাধ্য হয়ে গৌরহরিকে ইশারা করতে হল আমায়। গৌরহরি সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর মুখে বললেন, 'কিছু বলবি মন্টু?'

মন্টু বলল, 'আপনাকে 'মহারানির' অশোকদা খুঁজছিলেন, বললেন বড় কর্তার বাড়ি আজ নাকি পুজোফুজো আছে, উনি যাবেন, আপনি যদি যেতে চান ওনার সঙ্গে যেতে পারেন!'

'ওঃ!' বললেন বৃদ্ধ, 'যেতে কি পারব? পায়ে যা ব্যথা! দেখি, যদি যাই খবর পাঠাব!'

মন্টু বলল, 'তা এই ম্যাডাম কি এখনও যাননি? নিখিলদা কিন্তু ব্যাপারটা পছন্দ করছেন না!'

'ও, তাই বুঝি?' বললেন গৌরহরি।

'তা আপনি হঠাৎ নিখিলদাকে টপকে গেস্ট ঢোকাচ্ছেন? বুড়ো বয়েসে নিজের মনে থাকাই তো ভাল দাদু, তাই না?'

BanglaBook.org

রাগত চোখে মন্টুর দিকে তাকিয়েই হঠাৎ প্রচণ্ড কাশতে শুরু করলেন গৌরহরি বসাক। এমন কাশি যে ঈশ্বরী ছুটে গেল ওঁকে জল খাওয়াতে। কাশি দেখে কেটে পড়লেন মন্টুবাবু! আমি ওঁর কাশি থামার অপেক্ষা করলাম। একটু ধাতস্থ হতেই কথাটা সেরে নিতে চাইলাম আমি। সময় কম এবং এটা একটা এক্সপেরিমেন্ট। অসফল হলে সন্ধে নামার আগেই খুঁজে নিতে হবে হোটেল। আমি বললাম, 'আপনি বলছিলেন এক সময় ছাদের ঘরে কারা সাত বছর ছিল?'

বৃদ্ধ সঙ্গে সঙ্গে বুঝলেন কী বলতে চাইছি, বলে উঠলেন, 'না, না— তা কী করে হয়? মালিক বদলে গেছে, এ বাড়ি পড়েছে মেজকর্তার ভাগে। উনি মুডি লোক, ওনাকে কোনও ব্যাপার বোঝানোর ক্ষমতা আমার নেই!'

'আমি কথা বলব! আমি তো সাত বছর থাকতে চাইনি গৌরহরিবাবু, দিন সাতেক— বেশি হলে দশটা দিন!'

'হয় না ম্যাডাম, অসম্ভব!'

'হয় না বলে কোনও কথা নেই!'

'কী ফ্যাসাদ! এ রকম একটা কিছু মাথায় ঢুকল কী করে আপনার?'

'ঢুকল তার কারণ আছে! কারণটা একটা গল্প! সেই গল্পটা আপনাকে বলতে চাই না আমি। কারণ বলে লাভ নেই! গল্প তো একটা থাকেই সব ক্ষেত্রে তাই না? আমার ক্ষেত্রে গল্পটা যা অন্য কারও ক্ষেত্রে হয়তো তার বিপরীত, কিন্তু গতকাল রাত থেকে গল্পটা যেভাবে এগোচ্ছে তা আমার বা অন্য কারও ক্ষেত্রে একই রকম। সম্ভাবনাগুলো পর্যন্ত হুবহু এক গৌরহরিবাবু। সুতরাং রু-কে নিয়ে কোনও বন্ধু, কোনও পরিচিতর কাছে আশ্রয় না পেয়ে মধ্যরাতে আমি একটা গেস্ট হাউস খুঁজে বের করলাম এমন যার একটা ঘর-ও খালি নেই। কিন্তু ঘর না পেয়েও ফিরে যেতে হল না আমায়। স্থান হল চিলেকোঠায়। আর এই পয়েন্টটাই এই গল্পে সবচেয়ে জোরালো। আর আমি, একজন শিল্পী—সেটাকে ব্যবহার করব না? কিন্তু কেমনভাবে? আমার কাছে সামান্য অর্থ আছে। চাকরিও একটা পেতে পারি। পেতে কিন্তু সময় লাগবে। রু-কে ভরতি করতে হবে একটা স্কুলে। সর্বাগ্রে জোগাড় করতে হবে মোটামুটি একটা থাকার জায়গা। আমি শূন্য থেকে শুরু করতে চাইছি। কোথাও-না-কোথাও শুরুটাকে বিদ্ধ করতে তো হবে! আমার সামনে সব দরজাই বন্ধ আর যে-কোনও বন্ধ দরজাই এক, খুলতে পারে, নাও খুলতে

BanglaBook.org

পারে! সম্ভাবনা একই রকম মাত্রায় উজ্জ্বল! আমার প্রস্তাব খুব অবাক করে তুলেছে আপনাকে। অবাক হচ্ছেন কেন? আমার কাছে এটা একটা পথ। চেষ্টা করতে ক্ষতি কী? অন্য প্রচেষ্টাগুলোও তো শূন্য থেকেই শুরু হবে? ছাদের ঘরটা পেলে ভাল আমার পক্ষে, কেননা বাচ্চা আছে সঙ্গে, ঘরে তাকে কতক্ষণ বসিয়ে রাখা যায়? ছাদটায় একটু ঘোরাঘুরির সুবিধা আছে, প্লাস বাথরুম কত দূরে, ভাড়াও বেশি হবে না কখনওই। এখন আপনার মেজকর্তা ভাড়া দিতে রাজি হবেন কি না? বা দিলেই বা আমাকে কেন দেবেন? সেটাও একটা বন্ধ দরজা, কিন্তু খুলতে তো পারে?'

'দিনরাত্রি'র মালিক গৌরহরির মেজকর্তা রন্তিদেব মল্লিক পঁয়ষট্টি পার করে গেছেন। অপূর্ব স্বাস্থ্য, আভিজাত্যে ভরপুর চেহারা। প্রায় সব পাকা চুল। চোখের দৃষ্টির মধ্যে একটা সমাহিত ভাব, কিন্তু দৃষ্টি তা সত্ত্বেও তীক্ষ্ণ! রন্তিদেব অনেকক্ষণ ধরে গভীর পর্যবেক্ষণ করলেন ঈশ্বরীকে, রু-কে! এই সময় সে নিজের গল্পটা বলছিল! সেই গল্প শুনতে শুনতে রন্তিদেবের একটা সিগারেট পুড়ে ছাই হয়ে গেল। রন্তিদেবের লাভলক রোডের বাড়িতে আসতে আসতে সে জেনেছে শহরে এখনও এই পরিবারের বারো-তেরোটা বাড়ি। এই বসত বাড়িটাও বিশাল। বড় লোহার গেট, দারোয়ান, বুলডগ পেরিয়ে রন্তিদেবের সামনে পৌঁছেছে তারা। গৌরহরি বলেছেন মেজকর্তা একজন বিলেত ফেরত ইঞ্জিনিয়ার!

গৌরহরির কথা শেষ হওয়ার পর রন্তিদেব ঈশ্বরীর মুখ থেকে প্রস্তাবটাও শুনলেন মন দিয়ে! তারপর অন্য প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন করলেন গৌরহরিকে, 'নিখিল কেমন চালাক চতুর হয়ে উঠল গৌরহরিবাবু? কী রকম বুঝছেন?'

প্রশ্নটা অদ্ভুত! এর অভিমুখ বোঝা যায় না, নিখিল খুব চালাকচতুর হয়ে উঠুক, এটাই কি চান রন্তিদেব? নাকি এটা নিখিলের কাজকর্মের সত্যি হদিস নেওয়ার এক তির্যক রাস্তা?

গৌরহরি বললেন, 'আপনার তো সব দিকেই লক্ষ আছে।'

রন্তিদেব মাথা নাড়লেন, 'হুঁ!'

ঈশ্বরীকে একটা নরম সোফায় বসতে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ব্যথা পা নিয়ে গৌরহরি প্রায় আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছেন। মালিকের সামনে সামান্য এক কর্মচারী দাঁড়িয়েই থাকবে এটাই নিয়ম কিন্তু আমার একটু মধ্যস্থতা করার জন্য

BanglaBook.org

নিশপিশ করতে লাগল মন। আমি বলে উঠলাম, 'গৌরহরিবাবু ক'দিন আগে পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছেন পায়ে। উনি কি কোথাও একটু বসতে পারেন? আসলে কাল রাত থেকে আমার জন্য বয়স্ক মানুষটা অনেক রকম সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছেন.ফলে ভীষণ খারাপ লাগছে আমার!'

হাঁ-হাঁ করে উঠলেন গৌরহরি, 'না না...! আমি ঠিক আছি!'

রন্তিদেব অপলক দেখলেন আমাকে তারপর স্বভাবমতো খুব ধীরে আদেশ করলেন, 'বসুন গৌরহরিবাবু!'

গৌরহরি সসংকোচে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে, ফিরে এলেন একটা টুল হাতে।

ঠিক এই সময় নিজের গোড়ালিটা রন্তিদেবের দিকে তুলে দেখাল রু, 'আমারও পায়ে ব্যথা!'

রন্তিদেবের ভুরু সামান্য কুঞ্চিত হল, তিনি সিগারেট নামিয়ে ঝুঁকলেন, 'কী হয়েছে?'

'কেটে গেছে!'

'কী করে?'

'জুতো পরেছি, মোজা পরিনি তাই!' (রু বলুক যা খুশি।)

'মোজা পরে জুতো পরবে।'

আমি মোজা পরতে পারি না!'

'মাকে বলবে পরিয়ে দিতে!'

'মা ছিল না তখন। আমি তো মায়েরই কাছে যাব বলেই বেস্ট জুতোটা পরেছিলাম। মা তখন অনেক দূরে দাঁড়িয়ে ওয়েট করছিল আমার জন্য!'

রন্তিদেব চুপ করে গেলেন। উনি একটু আগে গল্ফ খেলে ফিরেছেন। হাতে ধরা রয়েছে তোয়ালেটা। সেটা চাকরের হাতে ফিরিয়ে দিলেন। তারপর সময় নিয়ে বললেন, 'আমাদের কান্ট্রিতে মেয়েরা স্বাবলম্বী হতে গিয়ে অধিকাংশ সময় স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। নীতি, শিষ্টতা ভুলে যায়! এই শিশুটির প্রতি দায়বদ্ধতা হয়তো আপনাকে তেমন হতে দেবে না। যাই হোক, আমি ঠিক কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারছি না। তবে আপনার প্রস্তাবটার মধ্যে অন্যায় কিছু নেই। আপাতত...!' ঈশ্বরীর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, 'আপাতত, গৌরহরিবাবু, উনি ওখানে থাকুন!... ছাদটা আপনি ওঁকে ছেড়ে দিন। ছাদে যা মালপত্তর আছে সব গ্যারাজে চলে যাক! গ্যারাজ তো খালি নাকি? আমি

BanglaBook.org

নিখিলকে ফোন করে দিচ্ছি...। ছাদ, টয়লেট সব পরিষ্কার করিয়ে দেবে! ঈশ্বরী, আপনি চিলেকোঠাটা রান্নার কাজেই ব্যবহার করুন!'

গৌরহরি খুশিই হলেন। উনি উঠে দাঁড়াতেই ঈশ্বরীও উঠে দাঁড়াল; বলল, 'কিন্তু ভাড়া?'

'ভাড়া কী? জাস্ট পে হান্ড্রেড রুপিজ পার ডে! তিন-চার দিনে ক্লিয়ার করে দেবেন! গৌরহরিবাবু?'

'আজ্ঞে?'

'একজন ডাক্তার দেখান!'

গৌরহরি তৃপ্তিতে মাথা হেলালেন। এদিকে তখন ঈশ্বরীর বিশ্বাস হচ্ছে না যে মাত্র একশো টাকায় ছাদটা পেয়ে গেল সে? তার মানে তার দর্শনই সঠিক— কিছু কিছু দরজা বধির হলেও কিছু কিছু দরজা শুনতে পায়ই। হঠাৎ তার হালকা লাগল নিজেকে। মনে হল তিনটে দিন পথে পথে ঘোরার পর এখনও সে অপরাজিত? এখনও রু-এর হাত তার হাতে ধরা?

ঈশ্বরীর দুটো হাত বুকে উঠে এল। 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ!' বলল সে।

বেরিয়ে এসে ঈশ্বরী ভাবল রু-কে এক্ষুনি কিছু খাওয়ানো দরকার!

বেরিয়ে আসার আগের মুহূর্তে রন্তিদেব তার কাছে উপযাচক হয়ে জানতে চাইলেন সে এবার চাকরির সন্ধান করবে কি না? উত্তরে প্রকট মাথা নাড়ে ঈশ্বরী। রন্তিদেব তখন তার অ্যাকাডেমিক যোগ্যতা বিষয়ে জানতে চান। উত্তরে সে জানায় যদিও ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত সে বিজ্ঞানেরই ছাত্রী ছিল কিন্তু আসলে সাহিত্যকেই মনেপ্রাণে ভালবেসেছে! এই শুনে রন্তিদেব কৌতূহলী হলে সে তখন একটা গল্প বলে, যুক্তি ঠিক থাকা গল্প। সে বলে, 'একবার এই আমার সতেরো-আঠারো বছর বয়েসে টানা তিনদিন আমাকে একটা ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল যেখানে খাওয়ার জন্য জল ছাড়া আর যা ছিল তা হল বই! পাঁচ-ছ'টা বই! সেই তিনদিন আমি বাধ্য হয়ে বই পড়তে শুরু করি!— জয়েস, কাফকা, এলিয়ট! আর পড়তে পড়তে সেদিন আমি বুঝতে পারি জীবনের তালাবন্ধ ঘর থেকে পালাতে সাহিত্যই একমাত্র চাবি! বা বলা যেতে পারে—এই পৃথিবী, এই মহাবিশ্ব আমাকে যা দিতে পারে সাহিত্য বা শিল্প আমাকে সেই সীমার বাইরে নিয়ে যেতে সক্ষম। আমার মতো কেউ কেউ সব সময়ই পৃথিবীর বাইরে বেরোতে চায়, খুব চায়—অ্যান্ড দে চুজ আর্ট অ্যাজ আ স্পেসক্রাফট!' রন্তিদেব সম্মতিসূচক মাথা হেলান, তিনি বলে ওঠেন, 'ওই

BanglaBook.org

ভাবেই তো পড়তে হয়, যে পরিস্থিতির মধ্যে আপনি বই হাতে তুলে নিয়েছিলেন সেটা অত্যন্ত সিম্বলিক, সেটাই ঘুরে দাঁড়ানোর মতো! রেবেল করার মতো! যখন জল ছাড়া আর সব হারিয়েছেন আপনি তখনই তো বই ধরার সময়! বই হাতে তুলে নেওয়ার এর থেকে বেশি শিল্পিত কোনও পথ আছে কি ঈশ্বরী? মনে হয় না!' এই বলে চোখে কৌতুক এনে রন্তিদেব বলে ওঠেন, 'এলিয়ট কেমন মনে আছে দেখি আপনার?' এবং গম্ভীর গলায় উচ্চারণ করেন, 'I have smelt them, the death bringers, senses are quickened by subtile forebodings...'— তিনি থেমে যান, ঈশ্বরী ঝলমলে দৃষ্টিতে, জয়ের দৃষ্টিতে তাকায় রন্তিদেবের দিকে, 'I have heard fluting in the night time, fluting and owls, have seen at noon scaly wings, slanting over, huge and ridiculous, রন্তিদেব প্রসংশাসূচক মাথা নাড়েন, দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করেন ঠোঁট উলটে, '...huge and ridiculous!''

ফেরার পথে ট্যাক্সিতে বসে গৌরহরি অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসলেন, 'আপনার সমস্ত ঘটনাই কি এমন ভয়াবহ সত্যি?'

আমি বললাম, 'হতে পারে তাতে কিছু মিশেল আছে! কিন্তু যে মিথ্যে তা বলা যায় না, কারণ, যদি এই গল্পে যুক্তি ঠিক থাকে তা হলে কোনও-না-কোনও স্থান, কাল ও পাত্রে এই গল্প সত্য হয়ে উঠতে বাধ্য! রন্তিদেবের সামনে যে দাঁড়াল সে আমি, 'আমি' কিনা তাও তো একটা হেঁয়ালি গৌরহরিবাবু? আমার বিস্তার সম্পর্কে আমার নিজেরই কি জ্ঞান আছে বলুন?'

বৃদ্ধ কিছুই বুঝলেন না বলে বললেন, 'আমার বিশ্বাসের কথা নয়, মেজকর্তা যে বুঝেছেন সেটাই যথেষ্ট!' আমি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু এই সময় আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে জানলা দিয়ে মুখ বের করে দিল রু! প্রচণ্ড ওয়াক তুলল, শরীর মুচড়ে ওয়াক তুলতে লাগল তারপর ছোট্ট শরীরটা ঝাঁকি মেরে হড়হড় করে বেরিয়ে এল সবুজ, হলদে জল, শুধু জল!

বিকেল নাগাদ সামান্য সুস্থবোধ করল রু! গৌরহরি আবার অত সিঁড়িই ভেঙে উঠে নিয়ে এলেন গরম দুধ। ইতিমধ্যে পর পর কতগুলো ঘটনা সহজভাবে ঘটে গেছে। রু এবং গৌরহরি উভয়কেই দেখানো হয়েছে ডাক্তার, বিস্ময় ও বিরক্তি গোপন করে নিখিল বিশ্বাস লোকেদের দিয়ে ছাদ পরিষ্কার করিয়ে

BanglaBook.org

দিয়েছে। ছাদের ঘরে যে তক্তাপোশ আর দেওয়াল আলমারি ছিল তার সঙ্গে নীচ থেকে এনে যোগ করা হয়েছে চেয়ার টেবিল! পনেরো-কুড়ি দিনও যদি থাকে ঈশ্বরী তা হলেও তো রান্না করে খেতে হবে— এই মর্মে চিলেকোঠাটা রান্নাঘর হিসেবে ব্যবহারের কিছু স্বপ্নও তৈরি হয়েছে তার, জ্যোৎস্নায় সুগন্ধী মশলা দিয়ে ব্যঞ্জন তৈরির কিছু স্বপ্ন। ঘোরানো লোহার সিঁড়ি বেয়ে প্রায় মহাশূন্যে উঠে যাওয়ার অপ্রবর্তিত রন্ধনপ্রণালী, রু-কে কোলে বসিয়ে গ্রাস মুখে তুলে দেওয়া— এসব চমৎকার চিন্তার উদয় ঘটেছে তার মনে, সে রোমাঞ্চিত হয়েছে। এবং ক্রমশ আশ্চর্য হয়ে যেতে যেতে বসেই আছে লোহার সিঁড়িতে বিকেলের দিকে মুখ করে! তখন পশ্চিমের আকাশে কলি ফেরাচ্ছে কেউ যেন লাল রং দিয়ে। নীচ থেকে উঠে আসছে অসংখ্য গাড়ির হর্ন, সদ্য বিকেলে সেই শব্দ কেমন ছেঁড়া-ছেঁড়া, ঠুনকো, নতুন করে কিছু আলাদা! শহরের এ মতো আবেদন— তার কাছে— যে ফিরেছে আবার এখানে অকৃতকৃত্য, তার কাছে সন্ধ্যানুরাগে জ্বলে ওঠা এই আলোয় অস্বাভাবিক গুলাবি আভা! এবং সেই তখন থেকে সে মনে মনে এলিয়ট আউড়েছে—

All my life they have been coming, these feet. All my life I have waited. Death will come only when I am worthy, And if I am worthy, there is no danger. I have therefore only to make perfect my will.

এরপর মৃত্যু এলে ঈশ্বরী তাকে প্রত্যাখ্যান করতে তৈরি! এখন সে নিজেই মৃত্যুর থেকে বড় এক আততায়ী!

গৌরহরি রু-এর সঙ্গে সামান্য জড়িয়ে পড়েছেন বোধহয়, হয়তো মানুষটার একাকিত্বে তারা দু'জনে যত না উপদ্রব তার বেশি অভিনব! আপাতত রু আর গৌরহরি গল্প করছে। ওরা গল্প করুক, সে একবার বেরোবে। রু-এর জন্য সোয়েটার, জামাপ্যান্ট, স্যান্ডেল কিনবে এবং রান্না করে খাওয়া যায় এমন কিছু আবশ্যক জিনিস! ঈশ্বরী দেরি করল না। গৌরহরিকে বলল, 'আপনি যদি একটু বসেন তা হলে আমি গড়িয়াহাট থেকে একটু ঘুরে আসতে পারি!'

বৃদ্ধ বললেন, 'আপনি ছাদের দরজা বাইরে থেকে চাবি দিয়ে যান। নইলে নিখিলের প্রশ্নের জবাবদিহি করতে হবে অনেক। রু শুয়ে আছে, আমি চেয়ারে বসে ওকে গল্প বলি?'

ঈশ্বরীর কৃতজ্ঞতার সীমা নেই, সে বলল, 'আমি যাব আর আসব!'

BanglaBook.org

'আমার একটা স্টোভ আছে, সেটা তুমি নিতে পারো!' এই প্রথম নিজে থেকেই তুমি বললেন তাকে গৌরহরি বসাক।

সে মাথা নাড়ল, রু বলল, 'মা আমার টুথব্রাশ এনো কিন্তু!'

হাজার দেড়েক টাকা নিমেষে খরচ হয়ে গেল ঈশ্বরীর। রু-এর চটি, সোয়েটার, দু'সেট বাড়ির পোশাক, একটা বাইরে পরার কটন প্যান্ট, দুটো টি-শার্ট। পনেরো দিন চলার মতো চাল, ডাল, তেল, নুন, আলু, পেঁয়াজ, ডিম, ব্রেড, মাখন, চা পাতা, চিনি! একটা স্টিলের থালা গ্লাস, বাটি, চামচ, একটা ডেকচি, একটা ঢাকাওলা বড় বাটি, এক সেট চায়ের বাসন, মগ, মোটা মোটা দুটো কাপড়ের ডাস্টার, মশার ধূপ! রু-এর ব্রাশ, বেবি ক্রিম, আর সামান্য ড্রয়িংয়ের সরঞ্জাম এবং লেখার জন্য খাতা, পেনসিল।

সাতটা নাগাদ ফিরে গেস্ট হাউসে ঢোকার মুখে তার সামনে এসে দাঁড়াল একটা লম্বা মতো ছেলে। এগিয়ে এসেই তার হাত থেকে প্যাকেট ট্যাকেটগুলো নিয়ে নিল। ঈশ্বরী চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, আপনি কাল ভাড়া না নিয়ে চলে গেলেন কেন? অদ্ভুত তো!'

প্যাসেজের সাদা আলো, অদূর ল্যাম্প পোস্টের হলুদ আলোয় সে ছেলেটার হাসিটাকে আবারও রহস্যময় ভাবল। আমি বুঝতে পারছি এই উপন্যাসের হাতে এই মুহূর্তে আর কোনও চরিত্র নেই, ফলে তার ভেতর এই ছেলেটির মধ্যে প্রবিষ্ট ও বর্ধিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা— শিশু, গৃহ, চাল, ডাল এসব থেকে বেরিয়ে এই লেখা এবার একটা রক্তমাংসের সম্পর্কে অবগাহন চাইবে! প্রেম চাইবে বা জটিল কিছু, কিন্তু এই উপন্যাস মনুষ্যত্ব খারিজ হয়ে যাওয়ার উপন্যাস, দূরদর্শীর মতো বলা যায় এ এক আবর্জনের লেখা। একটা পরিপূর্ণ দুর্দশায় বিলকুল নেমে যাওয়ার, বিপজ্জনক খাদের ধার থেকে গহ্বরের ট্যাঙ্কুইল অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হওয়ার উপন্যাস।— অশুভচিহ্নে ছয়লাপ এক শিল্প, যার লক্ষ্য, ওই হিউমিলিয়েশন, সাক্ষী আর হিতব্রত-র নিকৃষ্টতাই এর উপযুক্ত। কিন্তু ট্যাক্সি ড্রাইভার ছেলেটাকে আমি রহস্যময় ভাবলেও কোনও মেয়ে পাচারের গল্পের মধ্যে শেষ হোক এই লেখা এমনটা আমার উদ্দেশ্য নয়! আমি যে অবমাননা খুঁজছি তা মানুষের নিজের হাত বেয়ে আসে, তাই—

'দিনরাত্রি'র সামনে ঈশ্বরীর প্রশ্নের উত্তরে ছেলেটা ঘাড় হেলিয়ে আবছা তাকাল ও বলে উঠল, 'এই তো ভাড়া নিতেই এলাম!'

BanglaBook.org

ঈশ্বরী বুঝতে পারল ছেলেটা মিথ্যে বলছে। সে বলল, 'তা হলে জিনিসগুলো চারতলা অবদি পৌঁছে দিতে হবে!'

ছেলেটা বলল, 'দেব!'

'আপনি কী করে জানলেন আমি এখনও এখানে আছি?'

ছেলেটা দ্বিধা করল, 'প্যাসেঞ্জার নিয়ে এদিকে এসেছিলাম। ভাবলাম কালকের বয়স্ক ভদ্রলোককে অন্তত একবার জিজ্ঞেস করে দেখি আপনার কথা। আমার মন বলছিল সকালে এখানেই কোনও একটা রুম পেয়ে যাবেন ঠিক!'

সে হেসে উঠল, 'রুম পাইনি শুধু, পুরো ছাদটাই পেয়েছি!' স্বচ্ছন্দে হাসতে ভাল লাগল তার। চিন্তিত, বিপন্ন, করুণ, থেকে থেকে ক্লান্ত হয়ে গেছে তার মুখের পেশি! 'তাও মাত্র একশো টাকা পার-ডে! বদ্ধ রুমের থেকে ভাল না? এই দেখুন আপনার নামটাই জিজ্ঞেস করা হয়নি!'

'সুকুল! সুকুল দাশ!'

'সুকুল, তোমাকে তুমি করে বলতে পারি?'

'হ্যাঁ!' একটা ছেলেমানুষির ছোঁয়া লাগল সুকুলের ব্রণর দাগওলা গালে।

'তুমি স্টোভ জ্বালাতে পারো সুকুল? পুরনো স্টোভ? গৌরহরিবাবুর স্টোভ উনি আমায় দেবেন, আমাকে তো রান্না করে খেতে হবে এখন, কিন্তু আমি স্টোভের ব্যবহার জানি না!'

সুকুল বলল, 'আপনি এখন এখানেই আছেন তো ক'দিন? আমি আপনাকে একটা পোর্টেবল গ্যাসের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ডেকরেটরের দোকানে ভাড়া পাওয়া যায়।'

'সত্যি ভাড়া পাওয়া যায়?'

'হ্যাঁ, আশি টাকায় রিফিল করে নিলে অনেক দিন চলে, প্রায় পনেরো দিন!'

'তুমি কোথায় থাকো সুকুল?'

'ভাল জায়গায় থাকি না, কালীঘাটের পেছন দিকটা, কুখ্যাত এলাকা!'

'বাড়িতে কে কে আছেন?'

তারা ছাদে পৌঁছে গেছিল, ঈশ্বরী তালা খুলে ভেতরে ঢুকল। গৌরহরি ছাদের আলোটা জ্বালিয়ে দিয়েছেন। ঘরেও জ্বলছে আলো। সে দেখল রু বিছানার ওপর স্থির হয়ে বসে আর চেয়ারে বসে ঢুলছেন গৌরহরি, রু-কে

BanglaBook.org

এত স্থির অন্যমনস্ক দেখে বিস্মিত হল সে। দ্রুত এগিয়ে যেতে গিয়ে ঘরের দিকে সে শুনল, শেষ কথার সূত্র ধরে সুকুল বলছে, 'তেমন কেউ নেই!'

গৌরহরির দেওয়া আলুসেদ্ধ ভাত খেয়ে রু ঘুমিয়ে পড়ার পর সব কাজ, সব তৎপরতা কেমন শেষ হয়ে গেল ঈশ্বরীর। রু-এর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। দশটা বাজে, জাঁকিয়ে ঠান্ডা নেমেছে, স্থিমিত হয়ে এসেছে বাইরের কোলাহল। কাল তার মাথাটা ভরাট ছিল নিরাপত্তাহীনতায়, আজ কিছুটা কম সেই বোধ আর তাই অন্ধকার মাখো-মাখো ছাদটা তার বিষাদের মতোই বিশাল বলে মনে হল ঈশ্বরীর, শূন্যতার মতো উন্মুক্ত!

সমস্যা হল ছাদের দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ হচ্ছে না, এটা তার একটা দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাথরুমটা কত দূরে, রাতে উঠতে হলে ভয় করবে তার কারণ ছাদে এখন যে কেউ-ই উঠে আসতে পারে— নিখিল বিশ্বাস বা তার চেলারা। সাদা খোল পরানো একটা বড় কম্বল 'দিনরাত্রি' থেকে দেওয়া হয়েছে তাকে, ওদের চাদরের ওপর তার বাদামি বেডস্প্রেড বিছিয়ে দিয়েছে সে। গৌরহরি তাকে কড়াই, খুন্তি এবং দুটো কাচের প্লেট দিয়েছেন। ওপরের ঘরটা মুছে বাসনগুলো গুছিয়ে রাখাও হয়ে গেছে তার।

বিছানায় বসে পড়ে কম্বলের ভেতর দুটো পা ঢুকিয়ে দিতে দিতে সে দেখল রু-এর ভুরুদুটো কুঁচকে উঠল। রু হয়তো স্বপ্ন দেখছে আজও। স্বপ্ন ছাড়া তাদের উভয়ের কী-ই বা আছে এখন?

কাল তাকে সকালে বেরিয়ে একটা সিডি তৈরি করতে হবে। কাছাকাছিই সাইবার কাফে আছে একটা, বসে বসে তার বয়ানটা ভাবার চেষ্টা করল ঈশ্বরী। কিছু পুরনো পরিচিতের সঙ্গে দেখা করা যায়। কিন্তু ভীষণ অনিচ্ছা আসছে। কোনও পরিচিতির ওপর আর ভর দেওয়ার ইচ্ছা নেই তার।

এইসব ভাবতে ভাবতে ঘুম এসে গেছিল তার, আর একটা মাকড়সার জালের মতো স্বপ্নে জড়িয়ে পড়ে ঈশ্বরীর যেন স্পষ্ট মনে হল রু আসলে জন্মায়নি! রু তার পেটের ভেতরেই আছে। ভয়ে-ভয়ে নড়ছে চড়ছে, ভয়ে ভয়ে ডাকছে তাকে 'মা'! কিন্তু বেরিয়ে আসতে চাইছে না, বিচ্ছিন্ন হতে চাইছে না, আর বেড়ে উঠছে যেন প্রকাণ্ড হয়ে তার বুকের ভেতর ঠুসে উঠছে ওর মাথা, ঈশ্বরী হাঁসফাঁস করছে, দম বেরিয়ে যাচ্ছে তার। কিন্তু তার আর সন্তানের অখণ্ড সত্তা, আবেগ, দাবি, অদৃষ্টকে উপায়হীন তবু বহন করতে

BanglaBook.org

হচ্ছে তাকে,— সে পারছে না, পারছে না, হাঁটু ভেঙে বিরাট পেট নিয়ে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে।

ছাদের দরজা খুট করে খোলার শব্দে তন্দ্রা ছুটে গেল ঈশ্বরীর। সে সোজা হয়ে বসে কান পাতল— কেউ উঠেছে ছাদে! ক'টা বাজে? তার মনে হল ঘরটার চারপাশে কেউ ঘুরছে। একজন কেউ নয় দু'-তিনজন। তার ভয় করল। ঠান্ডার জন্য সব বন্ধ!

আবারও শব্দের জন্য কান পাতল সে এবং অপেক্ষা করতে করতে বুঝল তলপেট ফুলে ভারী হয়ে উঠেছে। তীব্র প্রস্রাবের বেগ এল তার। এমন তীব্রতা অতীতে কখনও তৈরি হয়নি। যেন যদি বাথরুমে না যায় তা হলে এখানে বসে বসেই প্রমাদ ঘটাবে! কিন্তু বাথরুমে কীভাবে যেতে পারে সে এখন? নিজের নারীত্ব, অবোধ শিশু, শেষ অবলম্বন কিছু টাকা কোনওটাকেই বিপদের মুখে ফেলতে পারে না সে, কে জানে বাইরে কী ওত পেতে আছে? এবং দোষ তার কারণ কেন, কেন, কেন সে দুপুরেই খেয়াল করল না ছাদের দরজাটাকে? কেনই বা রু-কে নিয়ে কিছু না ভেবে সে নেমে পড়ল পথে? এখন পথ একটাই— আমাকে এই বেগের কথা ভুলতে হবে! আমাকে বেরিয়ে যেতে হবে এই শরীর ছেড়ে। আমাকে কঠোর হয়ে দমন করতে হবে নিজেকে। শরীরের ছিদ্র বন্ধ করতে পারার মতো কঠোর! কিন্তু কী উপায়ে?

আমার ভবিষ্যৎ আমি জানি না, কিন্তু অতীত জানি। এই মুহূর্ত থেকে সরে গিয়ে আমাকে চলে যেতে হবে অতএব অতীতেই। আর চাবুকের মতো এসে পড়া কোনও আঘাতের কথা ভাবতে হবে যাতে মন, চৈতন্য নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। আমাকে ভাবতে হবে সাক্ষী আর হিতব্রত-র মতো কারও কথা কিংবা সেই শিশুর কথা। পালিয়ে পৌঁছোনো সেই বারুদের ঘর। আর অধিকার অনধিকারের কুৎসিত লড়াই! আর আমাকে ভাবতে হবে সেই প্রেমহীন বীর্যের কথা যা আমি নিতে চাইনি আর যোনির মুখ সমস্ত শরীর কঠিন করে, ঠিক আজকের মতো রুদ্ধ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পারিনি বলেই পাশে অকাতরে ঘুমোচ্ছে এই একটা কপট জন্ম! কিন্তু আমি একে ঘৃণা করি না কারণ আমি নিজেকেও ঘৃণা করি না! বরং নিজের প্রতি এখন সাকাঙ্ক্ষ আমি, পক্ষপাতী, সেই পুড়ে যাওয়া উপন্যাসই আমার জীবন, আমাকে ছাইভস্ম দূষণ সাফ করে নতুন শোধিত অক্ষরের জন্ম দিতে হবে। আমি আমার উপন্যাসের

কাছে জানতে চাইব কীসে তার মুক্তি? সুখ নাকি দুঃখ সেই লেখার কাম্য? নাকি যেখানে প্রকৃত সুখের সঙ্গে প্রকৃত দুঃখের সংযোগ ঘটবে সেখানেই পৌঁছোবে আমার লেখা?

তবে কি জীবনভর মার খাওয়ার কথা না ভেবে আমি এই সন্দিগ্ধ সময়ে সুখের কথাও ভাবতে পারি? ভাবতে পারি সে সুখের ক্ষমতা দুঃখের তুলনায় কম নয়? সুখ, প্রেম, উত্তরণ— এই কি তবে হয়ে উঠবে চরম বিষয়?

একটা কালো থ্রি কোয়ার্টাস প্যান্টস ছিল আমার। তখন এই শহরের মেয়েরা পথেঘাটে এসব পরত না অত! একদিন সকালে ঘুমচোখে কলেজে যাব বলে তৈরি হয়েছি, পরেছি ওই প্যান্টটাই, কিন্তু লক্ষ করিনি আমার ডান পায়ের ডিম থেকে গোড়ালি পর্যন্ত খোলা অংশে ছুটে নেমে এসেছে একটা লালচে রেখা— রেখাটা রক্ত আর জল মেশা একটা দাগ, নেমে এসেছে আর শুকিয়ে গেছে। আমার পিরিয়ডস চলছিল আসলে, মেয়েদের এমনটাই হয়। একটা ন্যাপকিন থেকে অন্য একটা ন্যাপকিনে যেতে যেতে গড়িয়ে পড়ে রক্ত, সময় দেয় না!

ওই অবস্থায় আমি গিয়ে বসলাম অটোতে, আমি যা লক্ষ করিনি তা কিন্তু গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল অটোয় আমার পাশে বসা যুবকের। আমি তার দৃষ্টি অনুসরণ করেই রেখাটাকে দেখতে পাই ও লজ্জিত হয়ে উঠি! ছেলেটার চোখের পলক পড়ছিল না, নিঃসংকোচে তাকিয়ে দেখছিল সে আমাকে! হঠাৎ সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'কেটে গেছে?' আমি বললাম, 'না!'

সে প্রথমে বুঝল না কিছুই, তারপর বদলে গেল তার দৃষ্টি। সে বলল, 'নিড হেলপ?'

এই সময় যাত্রা শেষ হল আমাদের। একই জায়গায়। সে আমার পাশে পাশে হাঁটতে লাগল মোহগ্রস্তের মতো। যেন সে বুঝতে পেরেছিল সে যা দেখেছে তা দেখা সহজ নয় কখনও। একটা মেয়ের শরীর নয়। এ ছিল তার থেকে বেশি কিছু দেখা— এ যেন একটা নারীত্বের প্রতিষ্ঠাকে প্রত্যক্ষ করা।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা পৌঁছে গেলাম একটা গাছের তলায় আর ঝেঁপে বৃষ্টি নামল। চরাচর ঝাপসা হয়ে যাওয়া বৃষ্টি। সেই যুবক হঠাৎ পকেট থেকে বের করল সাদা রুমাল, ভিজিয়ে নিল বৃষ্টির জলে এবং হাঁটু গেড়ে বসে অদ্ভুত সৃজনকৌশলে মুছিয়ে দিতে লাগল রেখাটাকে।

BanglaBook.org

তখন আমরা দুটো কাকভেজা মানুষ! তার মুখে এক অপার্থিব আলো!— আমি জলপরি হয়ে বেরিয়ে এলাম সেই গাছের তলা থেকে! আমার ভেতর তখন ক্যালাইডোস্কোপের মতো ফেটে পড়ছে আনন্দ! মেঘলা দিনের রং তখন পিকাসোর হলুদ! এই অকল্পনীয় পরিস্থিতির মধ্যে আমি হাঁটতে লাগলাম। আমার শ্লেষ, বিদ্রূপ, ভর্ৎসনায় ভরা অসীম অসম্মানের জীবন থেকে ছিটকে হেঁটে গেলাম আমি! আর তার হাত ধরলাম।— আমি প্রেমে পড়লাম, সেই প্রথম বার!

আমি প্রেমে পড়লাম, আমি উজ্জীবিত হয়ে উঠলাম, এই প্রেম ছিল সমস্ত তুচ্ছতার থেকে, অবমাননার থেকে মহৎ। দিব্য! জীবনের গুণাবলির ভেতর বেঁচে ওঠা। বিবর্ণতা থেকে সপ্রতিভতার দিকে! আপ্রাণ! সেই প্রেম, আমাকে ঘিরে থাকা সেই উড়ন্ত চাকি, পরার্থপর হাত একদিন ছিল, সত্যিই ছিল! ছিল? এখন নেই আর? ওঃ, ওঃ, ওঃ— একদিন সুখ ছিল দুঃখকে প্রত্যাঘাত করে? এত রাতে এত ভয় আর নিরাপত্তাহীনতায় তা বিশ্বাস হয় না ঈশ্বরী? আজ কেউ নেই তবু সেই জানো তুমি, অনন্ত উপসর্গের মতো? এখন আর ভালবাসা নেই, এখন আর কেউ চায় না তোমায়? বলো ঈশ্বরী? গল্পের ভেতর থেকে বেরিয়ে বলো, সাহিত্যের মিথ্যা আড়ম্বর ভেঙে দিয়ে সত্যের মতো বলো! বলো নিজেকে দান করার মতো কাউকে খুঁজছ কি না তুমি এখনও? বলো আর শরীর থেকে মন উঠে যাক তোমার, তুমি বাঁশপাতার মতো কাঁপতে থাকো আর খেয়ালও কোরো না কখন আপনি আপনি তোমার সমস্ত পোশাক ভিজিয়ে দিয়ে, মেঝে ভিজিয়ে দিয়ে জলের বোতল, রু-এর জুতো, পড়ে থাকা এরকম আরও কিছু ছুঁয়ে ছুঁয়ে মন্থর প্লাবনের মতো, সব প্রতিরোধ ভেঙে, ধীর গতিতে গড়িয়ে পড়ল, গড়িয়ে গেল তোমার দেহ নিঃসৃত মূত্রজল। তুমি জানতেই পারলে না!

এ এক অলীক লড়াই বাসা বেঁধেছে আমার মনে! গৌরহরির কাছে, সুকুলের কাছে রু-কে জমা করে করে লড়াইয়ের প্রধান অস্ত্র সংগ্রহে উঠে পড়ে আত্মনিয়োগ করেছি আমি। গৌরহরির কেউ নেই, সুকুলের কেউ নেই, তাই সুবিধা হয়েছে আমার, সুকুলকেও সহজে আপন করে নিয়েছি বলে সুকুল আমার সমস্ত ছোটখাটো প্রয়োজনের ক্ষেত্রে প্রধান নির্ভরস্থল হয়ে উঠেছে। সুকুল সকালে আসে, সন্ধেতে আসে! হাসে না, কথা বলে কম, কিন্তু প্রতিটা

BanglaBook.org

অনুরোধ রাখে। আমি চাকরি পাই কিন্তু পাই না যেন! পাঁচ দিন একটা এন জি ও-র হয়ে কাজ করি আমি! কাজটা হল ফোনে কথা বলা— আত্মহত্যা করতে উদ্যত মানুষের সঙ্গে ক্রমাগত কথা বলা ও বলতে বলতে তাঁদের ভেতর আত্মহত্যার সেই ইচ্ছাটাকে সাময়িক ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া। বিপদসীমা থেকে ফিরিয়ে দেওয়া যাকে বলে!

পাঁচ দিন সমানে আত্মহত্যার বিরুদ্ধে হেলপ লাইনে কথা বলে গেলাম আমি নেশাগ্রস্তের মতো, টানা ছ'ঘণ্টা! রাত তিনটে থেকে সকাল ন'টা অবদি। রাত শেষ হয়ে ভোর হয় যখন তখনই নাকি সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যাপ্রবণ হয়ে ওঠে সমাজ! অর্থাৎ অবসাদ আক্রান্ত মানুষ। এই ছ'ঘণ্টা ঘুমন্ত রু-কে তালা বন্ধ করে রেখে এসে যেন নিবৃত্ত শোক ঈশ্বরী, যেন আত্মহত্যার ইচ্ছেবীজহীন ঈশ্বরী সমানে বকে যেতে লাগল ভয়ংকর ডার্ক সব চরিত্রদের সঙ্গে। সাতদিন আটদিনের মাথায় সে টের পেল তার শরীর থেকেও আত্মহত্যার গন্ধ বেরোচ্ছে! একদিন অপর পক্ষকে আত্মহত্যা থেকে বিরত করার বদলে সে গ্রহণযোগ্য ভাবে বলতে লাগল যে, হ্যাঁ, এটাই পথ— ভ্যালিয়ম, ছুরি, হাতুড়ি, ব্লেড, নাইলনের দড়ি, অ্যাসিড, পেট্রোল, ডিজেল, কীটনাশক... সব বেশ পথ...।

ও-প্রান্ত সব শুনল চুপ করে, তারপর ফোন ছেড়ে দিল! পরের দিনই চাকরিটা চলে গেল আমার! বাড়িতে ফিরে সেদিন যখন স্নান করলাম তখন নিজেকে মনে হল একটা রাবার গাছ, সামান্য চিরে দিলেই বেরিয়ে আসবে ঘন আঠালো আত্মহত্যার স্রাব যার শরীর থেকে!

ঈশ্বরী যখন চাকরি করতে যেত তখন মনে মনে চাইত রু যেন ঘুমিয়ে থাকে, রু যেন ঘুম ভেঙে উঠে না পড়ে। কিন্তু রু সকালে তার দিকে প্রখর আলোর উপনিপাত অগ্রাহ্য করে যে অবিশ্বাসের চোখ মেলে তাকিয়ে থাকত তাতে ঈশ্বরীর বুঝতে অসুবিধা হত না যে রু ঘুম ভেঙে উঠে বসে থেকেছে অন্ধকার বিছানায়, তাকে হাতড়েছে, ডেকেছে, ভয়ে নামতে পারেনি তক্তাপোশ থেকে আর বিছানায় বসেই করে ফেলেছে হিসি! সেই ভিজে বিছানা দেখে আমি ওকে মেরেছি, বলেছি, 'অবাধ্যতা করবে না, তোমাকে শেখাইনি কী করতে হবে?'

আমি যেদিন নিজের বেগ সংবরণ করতে ব্যর্থ হই তার পরের দিনই এ

BanglaBook.org

ঘরের-এক দেয়ালে আবিষ্কার করি একটা নর্দমা! যদিও পরের দিনই সুকুল ছাদের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করার, তালা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল তা সত্ত্বেও রাতে বাথরুমের জন্যে বাইরে বেরোনো বন্ধ করে দিই আমরা! নিশুতি রাতে ছাদটাকে আমাদের ভাল লাগে না! এন জি ও-র চাকরিটা ছাড়ার পরও ঈশ্বরীর মনে হতে লাগল রু ঘুমিয়ে থাকুক! বেশিটা সময় ঘুমিয়ে কাটাক! তাতেই সে নিশ্চিত বোধ করে যেন। সে বাজারে যায়, পোস্ট অফিসে যায়, ওয়াক ইন ইন্টারভিউতে যায়, কখনও আকস্মিক ভ্রমণের জন্য পথ হাতছানি দেয় তাকে অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায়, আর সে নিষ্ক্রান্ত হতে পারে না রু আছে বলে,— এবং তখন চায় যে রু ঘুমিয়ে পড়ুক, ঘুমিয়ে পড়ুক! আমি হাত-পা চেপে ধরে ওকে থাবড়াতে থাকি! থাবড়াতে থাবড়াতে থাবড়াতে আমি ওকে মিশিয়ে দিই যেন বিছানায়! রু বলে, 'মা, আমার সারা গায়ে ব্যথা', বলে, 'মা, আমাকে ছেড়ে দাও! আমি ঠিক ঘুমিয়ে পড়ব!'

দ্বিতীয় চাকরিটার ক্ষেত্রেও পাঁচ দিনের বেশি টিকে থাকতে পারল না ঈশ্বরী। একটা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার সল্ট লেকের অফিসে জয়েন করার পাঁচ দিনের মাথায় রু ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ল। এই পাঁচ দিনের তিনটে দিন রু সকাল ন'টা থেকে সন্ধে সাতটা অবধি বন্ধ ছিল ঘরে। চতুর্থ দিন ও বমি করায় সুকুলকে রু-এর কাছে থাকতে অনুরোধ করল ঈশ্বরী, পঞ্চম দিন রু-এর পাশে থাকলেন গৌরহরি— সেদিন রাতে গা তেতে পুড়ে উঠল তার বাচ্চার! ডাক্তার দেখাতে হল। ডাক্তার বললেন কোনও কারণে ও ভীষণ ভয় পেয়েছে! ষষ্ঠ দিন চাকরিটা ছেড়ে দিল সে! দুটো দিন ঈশ্বরী ছেলেকে কোলে কোলে রাখার পর অষ্টম দিনের সকালে ঘুম থেকে উঠে পালকের মতো হালকা হাসিতে ভরে উঠল রু-এর ঠোঁটের দু'পাশ! সে ছেলেকে চা দিল একটু! কাপটাকে ঠোঁটের কাছে এনে বড় বড় ফুঁ দিতে লাগল রু! এবং সে দেখল তার মহীরুহ হাসছে ঠিকই কিন্তু ওর চোখের কোণে কালি! যেন অনিশ্চয়তার নানা উপসর্গ যোগ হিসেবে রোগ প্রকট হবে এবার আস্তে আস্তে! এবং ঈশ্বরীর অলীক লড়াই আরও ভিত্তিহীন, অতীত হয়ে উঠবে!

এবং ছেলেকে মাখন মাখানো রুটি খেতে দিতে দিতে, আলু সেদ্ধ, ডিম সেদ্ধ, ভাত রাঁধতে রাঁধতে, পরনের পরিচ্ছদ ধুতে ধুতে, নিখিল বিশ্বাসকে তিন দিন অন্তর তিনশো টাকা পেমেন্ট করতে করতে, মুকুল আর গৌরহরির ওপর সামান্য সামান্য কারণে বুক ভরতি কৃতজ্ঞতা বহন করতে করতে, অসম্ভব

BanglaBook.org

নিরাশ ও ভারী এক মাথা চেপে ধরে সে ভাবতে লাগল 'তা হলে এরপর কী?' 'এরপর কী?' সে এই কথা ভাবে ও তৃতীয় চাকরিটা পেয়ে যায়। কলকাতার ঠিক বাইরে গড়ে ওঠা একটা বোর্ডিং স্কুলের মেয়েদের হস্টেলের ওয়ার্ডেনের কাজটা। অদ্ভুতভাবে পেয়ে যায় সে! সে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে তাদের রু সহ তার অবস্থান বোঝাতে সক্ষম হয় এবং মাইনের সবটার বিনিময়েই সেই স্কুল ও হস্টেলে প্রবেশাধিকার পায় তার সন্তান! ঈশ্বরী ভীষণ কাঁদে সেদিন, একা একা মাথা চেপে ধরে কাঁদে— আর ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেয় এই ভেবে যে অন্তত সে আর রু পরস্পরের চেপে ধরা হাত খুলে অস্তিত্বহীনতার মতো কোনও দূরান্তের দিকে ছিটকে গেল না!

এই সংবাদ পেয়ে গৌরহরি সজল চোখে খুশি হয়ে ওঠেন। সুকুল একই রকম শান্ত চোখে তাকিয়ে দেখে তাকে আর তার বাচ্চাকে! বলে, 'এই ভাল হল!' এবং নিখিল বিশ্বাসও তিনটে নোট ড্রয়ারে ঢোকাতে ঢোকাতে বলে ওঠে, 'যাক, একটা সুরাহা হল তা হলে! আপনি কবে শিফট করছেন? মেজকর্তাকে আমি জানিয়ে রাখছি!'

আমার কিছুটা রাগ জন্মায় এতে, নিখিল বিশ্বাস আমার চলে যাওয়ার অপেক্ষাতেই রয়েছে কবে থেকে! ছাদের দরজায় ভেতর থেকে তালা পড়ে যাওয়ায়, মন্টু, প্রবীর ও এই এলাকায় উঞ্ছবৃত্তি করে বেড়ানো আরও কিছু ছেলে নিয়ে রাতের মাদক আসর বন্ধ হয়ে গেছে নিখিল বিশ্বাসের। 'দিনরাত্রি'র ঘরে ঘরে সে অস্বাস্থ্যকর হাওয়া কানাকানি করে তার বিষয়েও আমার উপস্থিতি সতর্ক করে দিয়েছে নিখিল বিশ্বাসকে! কখনও কখনও সন্ধের দিকে ছাদের আলসেয় হাওয়া খেতে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমি দেখেছি বাইকে বা গাড়িতে এল দুটো ছেলেমেয়ে বা অল্পবয়সি মেয়েসহ ভদ্রলোক এবং পাঁচ মিনিট পরেই ফিরে চলে গেল! ব্যর্থকাম, ব্যর্থমনোরথে সেই ফিরে যাওয়া গৌরহরিরও চোখ এড়ায় না!

ঈশ্বরী যেদিন নতুন চাকরিতে জয়েন করবে, রু-সহ চলে যাবে এই 'দিনরাত্রি' ছেড়ে, সকাল সকাল তাই স্নান সেরে উভয়ে তৈরি, জিনিসপত্র সব গোছানো হয়ে গেছে, সুকুল চলে এসেছে, তাকে আর রু-কে পৌঁছে দেবে নিজের ট্যাক্সিতে বলে, গৌরহরি পায়ের ব্যথাকে রাখজা করে তাকে নানাভাবে সাহায্য করতে চেয়ে উঠে এসেছেন ছাদে— সেদিন দশটা নাগাদ নিখিল বিশ্বাসের অফিসঘরে একটা ফোন এল তার! মন্টু এসে বলল, 'আপনার ফোন

BanglaBook.org

এসেছে।' ফোন? তার ফোন?— ঈশ্বরী সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে ঠান্ডা হয়ে গেল! এই ফোনটার সে বহুদিন ধরে অপেক্ষায় ছিল, কিংবা সে অন্যরকম মারাত্মক কিছুর কথা ভাবছিল এই প্রায় এক মাস ধরে। এমন একটা সন্ত্রাসের ভয় পাচ্ছিল সে যা শেষ অবধি রু-কে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে তার কাছ থেকে! আসলে রু-কে নিয়ে সে যে পলাতকা তা একমাত্র আমি ছাড়া কেউ জানে না, এখানে! জানে সেই কবি, সেই ধনী আর সেই আইনজ্ঞ! ফোন এসেছে শুনেই ঈশ্বরী ভাবল তারা যে এখানে গা ঢাকা দিয়ে আছে তা এবার জেনে গেছে রু-এর দাবিদাররা! এবং তারা আসছে! রু-কে কেড়ে নিয়ে যেতে আসছে! এক পা-এক পা করে একতলায় নামল ঈশ্বরী! মর্মান্তিক যন্ত্রণা হচ্ছিল তার জননেন্দ্রিয় জুড়ে, 'দিয়ে দিতে হবে রু-কে, দিয়ে দিতে হবে, সে কিছুই করতে পারবে না আত্মসমর্পণ ছাড়া, কারণ আইনত সে ছেড়ে দিয়েছিল রু-কে, ত্যাগ করেছিল— আটমাস, ন'মাস আগেই... এই হাহাকারের মধ্যে নিখিল বিশ্বাসের উপস্থিতি অদৃশ্যমান থাকল তার কাছে, সে ফোনের রিসিভারটা কানে চেপে ধরে কম্পিত স্বরে বলল, 'হ্যালো?'

অপর প্রান্তের অসম্ভব ডিগনিফায়েড স্বর বলল, 'হ্যালো..., আমি রন্তিদেব মল্লিক! শুনলাম আপনি আজ চলে যাচ্ছেন?'

কয়েক মুহূর্ত খরচ হল তার 'হ্যাঁ!' শব্দটা বলতে, সম্পূর্ণ অভিভূত অবস্থায় সে বলল 'হ্যাঁ!'

'আপনার এই চাকরিটা আমাকেও খুব নিশ্চিন্ত করেছে! ওপরওলার ইচ্ছে না থাকলে এমন একটা সমাধান হওয়া অসম্ভব ছিল। তাই না?'

সে অস্ফুটে বলল, 'নিশ্চয়ই তাই মি. মল্লিক!'

'আপনি কি এক্ষুনি বেরোচ্ছেন?'

'হ্যাঁ!' বলল সে, তারপর, 'আপনাকে একটা অনুরোধ করার ছিল রন্তিদেববাবু!' কথাটা বলার চিন্তা আগের মুহূর্তেও মাথায় আসেনি তার।

'বলুন!'

'আমি কি ছাদটা আর দুটো দিনের জন্য রাখতে পারি?'

'হ্যাঁ পারেন, কিন্তু কেন জানতে পারি কি?'

'কারণটা আমি নিজেও ঠিক জানি না, কিন্তু আমার একটা কিছু ইংস্টিংক্ট কাজ করছে! মন বলছে আমাকে আবার এখানে আসতে হবে!' রন্তিদেব

BanglaBook.org

বললেন, 'নট সাউন্ডিং গুড! কেন জায়গাটা কি আপনার স্যুট করবে না বলে মনে হচ্ছে?'

'আমি ঠিক বোঝাতে পারব না! আমার মনে হচ্ছে ছাদটা থেকে নেমে গেলেই আমি ভীষণ একা হয়ে যাব, আমার আর কেউ থাকবে না! এই আশ্রয়টা আমার শেষ জায়গা!'

রন্তিদেব যে অল্প কথার মানুষ তা আবারও বোঝা গেল, 'আপনি ঘুরে আসুন! আমি নিখিলকে জানিয়ে দিচ্ছি, ও চাবি আপনাকে দিয়ে দেবে!' বললেন তিনি।

বাকি সব রেখে, মাত্র পাঁচ দিনের মতো জামাকাপড়, জিনিসপত্র নিয়ে সুকুলের সঙ্গে রু-এর হাত ধরে 'দিনরাত্রি' ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল ঈশ্বরী!

স্কুল কাম বোর্ডিংয়ের সুবিশাল ক্যাম্পাসের ভেতর তাকে নামিয়ে দিয়ে ফিরে গেল সুকুল; ট্যাক্সি ভাড়া নিল না। নির্বাক আদর করল রু-কে! নিথর চোখ ফেলল তার মুখের ওপর, তারপর ধোঁয়া উড়িয়ে চলে গেল। যাওয়ার সময় বলল, 'যাচ্ছি!' সুকুলের মা নেই, বাপ, দাদা, ভাই, বোন কেউ নেই! তা সত্ত্বেও তার আর সুকুলের যোগাযোগের ক্ষেত্রে কোনও নাম প্রতিষ্ঠা পায়নি! কোনও 'দিদি', 'ম্যাডাম' কিছু নেই, কোনও 'ভাই' 'টাই' নেই— সুকুল এক অল্পশিক্ষিত পুরুষ, সে একজন পড়াশুনো করা মেয়ে, এই কম্বিনেশনে তাদের সম্পর্ক যেমন হতে পারে ঠিক তেমনই গড়ে উঠেছে, এখন সে একতরফা নির্ভর করে সুকুলকে। সুকুলের ট্যাক্সিতে রু-কে বসিয়ে রেখে এটা সেটা কিনতে চলে যায়!

তাকে স্কুল কর্তৃপক্ষ বলেছিল এসে প্রথমে দেখা করে রিপোর্ট করতে! সেকেন্ড স্টেজে তাকে সারতে হবে রু-কে স্কুলে ভরতি করার, বয়েজ হস্টেলে ভরতি করার ফর্মালিটিস।

অফিসের বাইরের বেঞ্চে ছেলেকে বসিয়ে ঈশ্বরী প্রিন্সিপালের চেম্বারে ঢুকল। ভদ্রমহিলার নাম মিসেস রানি শেঠ, একমুখ হেসে উনি বসতে বললেন তাকে, 'চা, কফি কিছু?' জানতে চাইলেন তিনি।

'নো থ্যাঙ্কস!' বলল সে।

'খবর সব ভাল?'

'হ্যাঁ মিসেস শেঠ!'

BanglaBook.org

'ওক্কে! ছেলে এসেছে সঙ্গে!'

'ইয়েস ম্যাম!'

'ঈশ্বরী, উই আর হ্যাপি যে আমরা আপনার মতো কাউকে পেলাম!'

অভিনন্দিত ঈশ্বরী বড় বড় চোখ মেলে তাকাল রানি শেঠের দিকে।

'দেখুন এখানে এডুকেটেড, ইয়াং অ্যান্ড অ্যাট আ টাইম পিছুটানহীন কাউকে পাওয়া খুব ডিফিকাল্ট ছিল। বাট ইউ আর অল ইন ওয়ান।'

সে বলল, 'কিন্তু আমি তো পিছুটানহীন নই? আমার তো ছেলে আছে।'

'কিন্তু সে আর পেছন কোথায় থাকল? সে তো অলমোস্ট আপনার কাছেই থাকবে। গালর্স হস্টেল, বয়েজ হস্টেল তো মুখোমুখি!'

'আই অ্যাম লাকি!' বলল সে।

'ইনডিড ইউ আর! আমরাও লাকি, আপনিও লাকি!'

'এরকম একটা ব্যবস্থার কথা স্বপ্নেই ভাবা সম্ভব ছিল একমাত্র! আই ওয়ান্ট টু থ্যাঙ্ক ইউ মিসেস শেঠ। থাউজ্যান্ড টাইমস!'

'এনাফ! ঈশ্বরী! অনেক ফর্মালিটিস বাকি এখন, সেগুলো সেরে নিন আগে, তারপর আরও কথা হবে! আপনি আমাকে জয়েনিং লেটারটা সাইন করে দিন। তারপর অফিসে চলে যান, ওখানে অশ্বিনী দত্তা আছেন, উনি বাচ্চার কাগজপত্র সব রেডি করে দেবেন, আপনি ফর্মটা ফিলআপ করে ওর বার্থ সার্টিফিকেটের অরিজিনাল কপিটা ওঁকে দিয়ে দিন, উনি সেটার জেরক্স করিয়ে আসলটা আপনাকে ফেরত দিয়ে দেবেন!

Only the fool, fixed in his folly, may think, He can turn the wheel on which he turns.'

সে বলল, 'বার্থ সার্টিফিকেট?'

'ইয়েস, বার্থ সার্টিফিকেট!'

'আই ডোন্ট হ্যাভ হিজ বার্থ সার্টিফিকেট।'

'ইউ মিন ইউ আর নট ক্যারিং ইট?' চোখ ছোট করলেন রানি শেঠ।

'আই মিন আই নেভার হ্যাড ইট উইথ মি!'

মিসেস শেঠ নিজের বিশাল রিভলভিং চেয়ারে ছেড়ে দিলেন শরীরটা, 'দেন অ্যারেঞ্জ ইট! ইটস আ মাস্ট। উইদাউট বার্থ সার্টিফিকেট তো অ্যাডমিশন পাবে না আপনার ছেলে, ঈশ্বরী।'

'মিসেস শেঠ আমার পক্ষে ওটা জোগাড় করা প্রায় অসম্ভব!'

BanglaBook.org

'হোয়াট ক্যান উই ডু? আউট অফ দা ওয়ে কিছু করা সম্ভব নয়! দেয়ার আর সার্টেন নর্মস! কোনও ইনডিভিজুয়ালের জন্য সেটা চেঞ্জ করা যায় না।'

'প্লিজ, আপনি কিছু করুন!' তাঁর কণ্ঠরোল পাক খেতে লাগল শীতাতপনিয়ন্ত্রিত চেম্বারে! 'প্লিজ!' 'কিছু করার নেই! অথরিটি শুনবে না! এই বাচ্চা যে আপনার তা আমি কী করে বুঝব? হোয়্যার ইজ দা প্রুফ?'

'মিসেস শেঠ হি ইজ মাই চাইল্ড, মাই ওন চাইল্ড! বিলিভ মি! আমি নিজেকে চিরে জন্ম দিয়েছি ওকে! আপনি ওর মুখ দেখুন, সব আমার মতো— আপনি ওর আর আমার দৃষ্টি বিনিময় দেখুন!'

'ঈশ্বরী, এখনও আপনার কাজটা আপনি পেতে পারেন, বাট সো ফার অ্যাজ ইয়োর চাইল্ড ইজ কনসার্নড, আয়াম হেলপলেস! জাস্ট ব্রিং দ্য সার্টিফিকেট অ্যান্ড অ্যাভেল দি অপারচুনিটি হুইচ উই আর সো কনসিডারেটলি প্রভাইডিং ইউ উইথ!'

ঈশ্বরীর চিৎকার করতে ইচ্ছে হল। 'আর তা আনতে না পারলে চিরদিনের মতো ওর শিক্ষা থেমে যাবে? ও পড়াশুনো করবে না? ও তো জন্মেছে— সেটা কি প্রমাণসাপেক্ষ? ও যে মানুষ— সেটা কি প্রমাণসাপেক্ষ? কবে জন্মেছে, কে ওর বাবা-মা, তার বাইরেও তো শিক্ষা ওর অধিকার, ও কেন তবু এখানে ভরতি হতে পারবে না?'

'সমাজ কিছু নিয়ম মেনে চলে ঈশ্বরী! সেগুলো পরীক্ষিত!'

'ডু ইউ নো মিসেস শেঠ আমারও কোনও বার্থ সার্টিফিকেট ছিল না শুরুতে। আমার চোখ নাড়া দেখে, কান্নার জোর দেখে, দুধ টানার শক্তি দেখে একটা কাল্পনিক জন্মদিন তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল! তবু আমি বেঁচেছি!' ঈশ্বরী ঘুসি মারল টেবিলে।

'ও মাই গড! দিস ইজ টু মাচ নাউ! ইউ উইল ব্রেক দিস গ্লাস!'

'আমি জানি বাস্তবে কোনও মিরাক্যাল হয় না! কিন্তু মিসেস শেঠ, যদি আমাকে ভাঙতেই হয় তা হলে আমি একমাত্র নিজেকেই ভাঙব!'

রন্তিদেব মল্লিক তার মনে ডেকে দিয়েছেন এলিয়টকে নতুন করে! সেদিন থেকে বারবারই সে এলিয়টে গিয়ে ঠেকছে! রানি শেঠের বিরাট এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে ল্যান্সডাউন রোডের 'দিনরাত্রি'তে ফেরার পথেও সে সমানে, দুঃস্বপ্নতাড়িতের মতো বিড়বিড় করে গেল এলিয়টই—

If I break, I will break myself alone!

আমি আবার উঠে গেলাম ছাদে! রন্তিদেবকে অর্ধসত্য বললাম ফিরে আসার। শিক্ষিত মানুষের মতো তিনি বেশি কিছু জানতে চাইলেন না। রু আবার কিছুটা কিছুটা সময় ঘরে তালা বন্ধ থাকতে লাগল! সুকুলের চোখ যত গভীর বিপর্যস্ত হল আমাদের ফিরে আসতে দেখে তাকে দৃষ্টির উৎফুল্লতাই বলা উচিত।

আমি আবার চাকরির সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। আমি সেই চাকরির সঙ্গে, আমার নষ্ট ভাগ্যকে আমার অসামাজিকতাকে, আমার সাচ্চাইকে জড়াতে চাইছিলাম না আর! আমি এমন একটা নিরপেক্ষ চাকরি খুঁজতে লাগলাম যেখানে চাকরি চাইবে, চাকরি করবে আমার শরীর কিন্তু সংরক্ষিত থাকবে আমার মন— সংরক্ষিত। একটা নিষ্প্রভ, অনাসক্ত, নামগোত্রহীন উপন্যাস লেখার নিমিত্তে!

এভাবে চাকরির সঙ্গে দর্শন যোগ করে আমি আমার অন্তরের ভার কম করার চেষ্টা করতে লাগলাম আর রু প্রধানত জ্বরে পড়ল! জ্বর! বমি! পেটে ব্যথা! একদিন এভাবে চলে। আমি টাকা বাঁচাতে চেষ্টা করি তাই অপেক্ষা করি রু-এর আপনাআপনি সেরে ওঠার, ডাল, ভাত, আলু সেদ্ধ খেয়েও কেন যে ওর বমি হয় ভেবে বিরক্ত হতে থাকি উত্তরোত্তর।— দু'দিন পরেই আবার সেরে ওঠে রু! ঈশ্বরী ওর চোখের কোল টেনে দেখে— হ্যাঁ, রক্তটা একটু কম কম যেন!

চার-পাঁচ দিন পরেই আবার শুরু হয় জ্বর, বমি, পেটে যন্ত্রণা!

এবং আমি সিদ্ধান্ত নিই! প্রথমে ডিম বন্ধ করে দিই, পরে দুধ! ক্ষুধার্ত ছেলেটা ভাতই চিবিয়ে চিবিয়ে খায়! ঈশ্বরীর স্নায়ুতন্ত্র সম্পূর্ণ অবশ হয়ে যায় সেই খাওয়া দেখে। রু-এর সমস্ত মুখ শুকিয়ে গিয়ে ভাসতে থাকে দুটো বিরোধশূন্য চোখ!

তখন আমি টাকা গুনি ডাক্তার দেখাব বলে, আর এই সময় হঠাৎ-ই শীত ছেড়ে যায় শহরকে! আর তখনও বমিতে ভাসতে থাকে রু! কথা বলাই কমিয়ে দেয় যেন!

কুসুম কুসুম একটা বাচ্চা, মা'র কাছে পালিয়ে এল, মা তাকে পাঁজরে মিশিয়ে দিয়ে আদর করল, প্রয়োজনে শরীর বেচে, আত্মা বন্ধক রেখে তাকে আশ্রয় করে নিজেও বাঁচল, তার অসুখে রাত জাগল, জাগতে-জাগতে লাবণ্যহীন

BanglaBook.org

হয়ে গেল মা অথচ ধুঁকতে ধুঁকতেও তার অপার স্নেহের ছোট্ট তরিখানি ভাসতে ভাসতে চলতেই লাগল বিপুল সমুদ্রে— এমন সব গল্প থেকে বিচ্যুত হয়ে এই উপন্যাস— এই প্যাঁচার মতো উপন্যাসে বাচ্চাটা— সেই হরিণের মতো ভয় পাওয়া চোখের বাচ্চাটা জ্বরের মধ্যে সমস্ত প্রতীতি নিয়ে ডাকছে, 'মা, আমায় কোলে নেবে?' আর মা সরে যাচ্ছে, তালা বন্ধ করে রেখে চলে যাচ্ছে দূরে কেননা মা'র মনে হচ্ছে বাচ্চাটার মাথাটা ভীষণ ভারী, মাথাটা কোলে রাখলে তার উরু টনটন করে— সে এই মাথা, এই সন্তান বহন করতে অক্ষম— তাই সে সন্তানকে প্রত্যাখ্যান করে, ঠেলে দেয় আর এই অবসরে বাচ্চাটার জ্বর বাড়তে থাকে। বাড়তে বাড়তে বন্যায় ভেসে যাওয়া গ্রাম্য অবস্তুর মতো ছেলেটা ভেসে যায় আর ভুল বকে। সেই প্রলাপের মধ্যে এক মায়ের ভালবাসা, মমতা, স্নেহ, অভিভাবকত্বের নিঃস্বতা, ব্যর্থতা বোবা হয়ে গোঙাতে থাকে, দগ্ধ হতে থাকে শুধু— এমন উপন্যাস লিখতে বসে আমি এই আত্মনির্যাতন থেকে পালিয়ে যেতে চাইছি সেখানে যেখানে আমি আর রু আর একটা সমুদ্রতট ছাড়া কিছু নেই। যেখানে আমাদের জন্যে ঢেউয়ের মাথায় কোনওদিনও দেখা দেবে না কোনও জাহাজ কিন্তু সেখানে রু আর আমি আমৃত্যু পরস্পরের ভালবাসা আর অভিমানের মধ্যে জন্মাব,— আবার জন্মাব বারবার জন্মাব! এভাবে আমরা মা আর ছেলে একে অন্যের আয়ুর ভেতর নিঃশেষ হতে থাকব এবং তখনও আমাদের নিয়তি আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না!

কিন্তু এই শহর, এই পরাবাস্তব, সিম্বলিক শহরের অধিকার ত্যাগ করে তেমন সমুদ্রতটে কে যায়? এই যে আত্মনির্যাতনের উপকূল, ঝড়ো নোনা বাতাস, এই যে, আত্মপ্রতিপক্ষের কালো দস্তানা, নিজের সঙ্গে নিজের ষড়যন্ত্র— এসব ছেড়ে কোন সুরেখা ধরে অপাপবিদ্ধ জীবনে ফিরতে চায় মানুষ? তা হলে এই উপন্যাসের কী হবে? এইসব উপন্যাসের সাহিত্যের খর্বতার, পাষণ্ডতার, নির্লজ্জতার কী হবে? সবচেয়ে বড় কথা হিউমিলিয়েশনের চরম— হিউমিলিয়েশনের অ্যাবস্ট্র্যাক্ট, ডিফর্মড মেটাফরের যে তৃষ্ণার— কী, কী হবে তার? তাই আমি বা আমি বা ঈশ্বরী রু-কে নিয়ে কোথাও পালাব না। এই লেখা গর্জাতে থাকবে— চরম মনুষ্যত্ব ও চরম শিল্পের দু'মেরুর কেউ মাঝখানে ছিঁড়ে খুঁড়ে যেতে যেতে!

BanglaBook.org

আমি যা ঈশ্বরী তাই নয়! ফলে একটা জাঁদরেল রোদ উঠেছে, আর রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, ল্যান্সডাউন রোড ক্রসিং থেকে লেক অবদি রাস্তাটা জুড়ে বিশাল বিশাল কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, জারুল ভরে উঠেছে লাল, হলুদ বেগুনি ফুলে! এবং অবিশ্বাস্য হলেও ঈশ্বরীর ছাদে মুখ বাড়িয়ে দিয়েছে একটা ফুটন্ত পলাশের ডাল, ঘুম ভেঙে সেই লাল ফুলগুলোর ওপর এসে পড়া উদ্যমী রোদ কাঁধের পাশে রেখে ঈশ্বরী দিন গুনছে টাকা ফুরিয়ে যাওয়ার। রু সাদা ধবধবে পরিচ্ছন্ন ছাদে থেবড়ে বসেছে ড্রয়িং কপি কালার পেনসিল নিয়ে। গত দিন পাঁচেক একটু ভাল আছে রু। ঈশ্বরী ভাবছে ছেলেকে একটা আপেল সেদ্ধ করে খাওয়াবে কি না! কাঁচা আনাজ, ফল কিছুই আসলে মুখে তুলতে পারছে না রু। সঙ্গে সঙ্গে বমি হয়ে যাচ্ছে। ছেলেটা ফ্যাকাশে মেরে গেছে কেমন। আপেল সামান্য ভাপিয়ে নিলে তাতে আয়রনের বৃদ্ধি ঘটে! যেমন সেদ্ধ আলুতে বৃদ্ধি পায় ভিটামিন সি-এর পরিমাণ!

এইসব ভাবতে ভাবতে সে প্যাকেট ঝেড়ে চাল বসিয়ে দিল ফুটতে! তারপর তক্তাপোশের ওপর মেলে ধরল গত দিনের খবরের কাগজ। দু'-তিনটে বিজ্ঞাপন নিজের জন্য ঠিক মনে হল তার। সে তখন গিয়ে বসল পূর্ব দিকের জানলার হাতায়। পা মুড়ে। এই ঘরের তিন দিকেই জানলা আর প্রতিটা জানলাতেই মোটা মোটা তাক, দিব্যি বসা যায়। সে দেখল নীল সোনালি হয়ে উঠেছে আকাশ! বাতাসও যেন সোনালি, তার গায়ে কাঁটা দিল। দিনটা কী সুন্দর!

'দিনরাত্রি'র পরিধি পার হলে পেছনে একটা বাই লেন। তারপর, ঠিক উলটো দিকে বিরাট উঁচু একটা পাঁচিল। পাঁচিলের ভেতর অনেক জায়গা নিয়ে একটা বাড়ি। জানলা থেকে বাড়িটার অনেকখানি ভেতর অবদি দেখতে পায় ঈশ্বরী। বাড়িটায় অনেক মানুষ, একতলা জুড়ে প্রচণ্ড ব্যস্ততা, দোতলাটা তুলনায় শান্ত। একতলার উঠোনটা পর্যন্ত শ্বেতপাথর দিয়ে বাঁধানো। পেঁপে গাছের সারি দেওয়া একটা কলতলা। দোতলা টানা বারান্দা, কারুকার্যময় লোহার জাফরি দেওয়া রেলিং, বারান্দামুখী দুটো ঘর, বিশাল কাঠের পাল্লা দেওয়া দরজা খোলা থাকলে ঘরের ভেতর পর্যন্ত দেখা যায়। বারান্দায় কিছু গাছ! দেড় মাস সময়ের মধ্যে অন্যমনস্কভাবে হলেও কখনও কখনও জানলার হাতায় বসে ঈশ্বরী এই বাড়ির জীবনযাপনে চোখ রেখেছে! আজ সে দেখল, বাড়িটা যেন তুলনায় কিছুটা নিঝুম। দু'-একটা হালকা গলার আওয়াজ পেল

BanglaBook.org

কি পেল না! দোতলার বাঁদিকের দরজাটা হাট খোলা পেয়ে ঈশ্বরী আত্মবিস্মৃত হয়ে ভেতর দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে ভাতের কথাও ভুলে পেল সে! রু-এর কথাও।

ঘরটায় বহু বছরের সুবিন্যস্ত, শৃঙ্খলাবদ্ধ, গার্হস্থ্যের লক্ষণ চর্তুদিকে ছড়ানো! সর্বত্র কেমন যেন ছায়ার প্রলেপ, মেঝেগুলো ঠান্ডা, নীরব— তেল গড়ানো; পরদাগুলোর ফ্রিলগুলো, বালিশ-তাকিয়ার কুঁচি ও ঘের নিখুঁত, বিছানা পরিপাটি করে পাতা, টানটান সাদা চাদর নিদাগ, আসবারের পালিশ চিকন, বহু পুরনো ড্রেসিং ইউনিটের সরু খাঁজ কাটা পায়া, পর পর ড্রয়ার, গোল আয়না, তার পাশে আয়নার ম্যাচিং যেন গোল মেহগনির আলনা, সেই আলনায় ঝুলছে লাল কিংবা মেরুন পাড়ের সাদা সাদা শাড়ি, ধবধবে সাদা সায়া। সায়াগুলো সেই পুরনো ছাঁদের, দেখলেই বোঝা যায় কোনও বয়স্কা পৃথুলা স্নেহময়ী সধবা বাঙালিনির, যিনি অবধারিত ভাবে এই সংসারকে আগলে রেখেছেন। এই বাড়িতে একতলায় কর্মতৎপর যাদের দেখা যায় তারা এঁরই আজ্ঞাবহনকারী— এঁরই নির্দেশে এ-বাড়িতে মানুষের ঢল এদিক থেকে ওদিকে যায়। সেই নির্দেশেই এখন জানলার, দরজার কাচ মোছা চলছে! কাঙালকে দেওয়া হচ্ছে চাল, ডাল!

এই দেখতে দেখতে, এই সুসহ দৃশ্য দেখতে দেখতে হঠাৎ ঈশ্বরী কেমন পীড়া বোধ করল যেন! তার ইচ্ছে করল ওই প্রাচীনার কাছে ছুটে যায় ও গিয়ে প্রশ্ন করে, 'কত বছর, কত বছর এভাবেই আছেন আপনি এখানে, এইখানে? কত বছর ধরে এই বাড়ি, এই ঘর, এই সংসার স্পর্শ করে আছেন? কত বছর কোনও পরিবর্তন আপনার সীমানা অতিক্রম করেনি— কালের স্রোত থমকে আছে? আপনাকে কেউ কোথাও চলে যেতে বলেনি? ছুটে বেড়াতে হয়নি বাসস্থান থেকে অন্য বাসস্থানে কখনও? ছেঁড়া ছেঁড়া সম্পর্কের অপযশ তাড়া করেনি অলিগলি, রাজপথ? ফুটপাতের ধারে বসে আপনি কেঁদেছেন কখনও? খিদেয়, তেষ্টায় কাতর হয়ে আপনার ভেতর গলে যায়নি আপনার ধাতব সত্যরা, খনিজ সংকল্পরা? আপনার শান্তিপূর্ণতা, প্রেম, প্রীতি, আচরণ, ভদ্রতা সব গিয়ে পড়েনি কোনও নরকের নদীতে? এটাই যে আপনার জীবন, এই যে সন্ধে ছ'টায় ঘরে ঘরে জ্বলে ওঠা কাটগ্লাসের ডুমগুলোর মতো নির্দিষ্ট সার্কিটের ভেতরের জীবনের এই যে চূড়ান্ত আকার, এই যে ফাইনাল শেপ, এর যে আর কোনও বদল হওয়া সম্ভব নয় তা কবে বুঝলেন আপনি? কবে

BanglaBook.org

টের পেলেন? নাকি এখনও ছিটকে যাওয়া অসম্ভব নয় আপনার পক্ষে? নাকি এখনও ভয় নামে আপনার পিঠ বেয়ে সরু সরু সাপের মতো? আর আপনার খাটের তলায় ঘাপটি মেরে থাকে আর আপনি অন্ধকারে পা ঝুলিয়ে বসলেই চেপে ধরে, টেনে ধরে পা!

আমার চটকা ভাঙে— রু এসে দাঁড়ায় আমার সামনে। ড্রয়িং কপি মেলে ধরে, ও ছবি এঁকেছে, বাজে হয়েছে ছবিটা। ও আমাকে এঁকেছে! আমি ছবিটায় আমাকে খুঁজে পাই না— আমার মনে হয় আসলে ও চুপিসারে ভাত চাইছে!

ছাদের ঘরের একদিকে দাঁড়ালেই চিরপ্রার্থিত এক জীবন আমার চোখের সামনে অনবদ্য হয়ে ফুটে ওঠে! ওদের দুধওলা ক্রমশ আমার চেনা হয়ে যায়! ওদের ভোর শুরু হয় কখন, ওদের বাড়ির কোন ঘরের আলো কত রাত অবধি জ্বলে, দোতলার ডান হাতের ঘরটা কার, সে সপ্তাহে কবে কবে আসে এ সবও আমি জেনে ফেলি! সে এলে আমার ভাল লাগে, আমার বিবর্ণতাকে আড়ালে রেখে অদ্ভুত কায়দায় আমি তাকে দেখতে থাকি! রাতে সে এই দক্ষিণের বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট খায়, পেঁপে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সিগারেটের আগুন ছ্যাঁকা দেয় আমার হৃদয়কে, শরীর অস্থির অস্থির করে! মনে পড়ে কতদিন আমার শরীর কাউকে পায়নি। যেই এ কথা মনে হয় আমার আত্মবিগ্রহ দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। আমি হাহাকার করে বেরিয়ে আসি ছাদে! বুক চাপড়াই আমি— কেন আমি ওদেরই একজন হলাম না? কিংবা ওদের মতো? এদের মতো? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে থাকে আমার ভেতরের শুকনো বাষ্প।

রু তখন ঘুমের মধ্যে খুকখুক কাশে, রু আসলে সারারাত খুকখুক কাশে। কিন্তু আমি গ্রাহ্য করি না! আমি ল্যান্সডাউন রোডের দিকে ঝুঁকে দাঁড়াই কার্নিশ থেকে।

দিনের ল্যান্সডাউন রোডের সঙ্গে রাতের ল্যান্সডাউন রোডের অনেক পার্থক্য; তখন বোঝা যায় এই বড়লোকের পাড়ায় কত ভিখিরি। যেখানে একটা গাড়িও রাস্তায় পড়ে থাকে না, ঢুকে যায় সাড়ে তিন হাজার টাকা স্কোয়ার ফুট দরে কেনা পার্কিং স্পেসে, সেখানে রাত বাড়লেই ফুটপাতে ফুটপাতে ঘুম ও অন্য অনেক জাতীয় গন্তব্য খুঁজে নেয় ভিখিরিরা।

BanglaBook.org

যেদিন ঈশ্বরীর সবচেয়ে মারাত্মক সব প্রশ্ন তৈরি হয় নিজের জীবন নিয়ে, সেদিন সে ছাদের এই প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। এবং সে নিজের বেঁচে থাকাটাকে এই ভিখিরিদের মধ্যে গুলিয়ে ফেলে। তার আত্মপরিচয় নিশির ডাক শুনে বেরিয়ে পড়ে যেন, আত্মবিশ্বাসটুকু অপ্রস্তুত অবস্থায় হনুমান মন্দিরের সামনের গাড়ি বারান্দাটায় ছেঁড়া, ময়লা শাড়ি পরে হাতের ওপর মাথা রেখে শুয়ে ঘুমোয়! পাশে পোঁটলার মতো পড়ে থাকে একটা রোগা বাচ্চা। আর এই বাচ্চাটার কোনও জনযোগ্য পরিচয় থাকে না! কারণ সে নিজেই জানে না বাচ্চাটার বাবা কে! সে এখানে শুয়ে থাকে, ঘুম থেকে প্রতিরাতেই তাকে ডেকে তোলে কেউ-না-কেউ! সে উঠে বসে চোখটাও রগড়ায় না, ভাল করে তাকায় না পর্যন্ত— ঘুম পুরোপুরি হারিয়ে ফেলার অনিচ্ছায়!— ওঠে এবং থামের পেছনে গিয়ে শুয়ে পড়ে। চিত হয়ে শুয়ে শাড়ি গুটিয়ে নেয় কোমর অবদি। ঢলঢলে সেফটিপিন লাগানো ব্লাউজ তুলে দিয়ে বের করে দেয় এই যৌনতার অন্যতম উপাচার। চুল্লু খাওয়া বিব্রত লোকটা নাকি বৃদ্ধ, নাকি যুবকই— যেদিন যে হয়— তার নিখাদ অনুগম্য শরীরে (শরীর সবসময় নিখাদই হয়) কখনও পাশবিক আঘাত হানে, কখনও প্রকৃত ভিক্ষুকের মতো হামলে পড়ে রোদন সারে। সে পা ফাঁক করে হাত মাথায় তুলে দু'-চার সেকেন্ড করে ঘুমিয়ে নেয় ফাঁকে ফাঁকে। তেমন বাড়াবাড়ি করলে কেউ, বেশি সময় নিয়ে, কামড়াকামড়ি করলে অযথা সে সামান্য ঝেঁকে উঠে ঝেড়ে ফেলে দেয় লোকটাকে কিংবা 'এই ঢ্যামনাটাকে সরা তো' বলে নিস্তেজ বিরক্তিতে ডাক দেয় কাছাকাছি শুয়ে থাকা কোনও পুরুষকে। সে রকম শক্তপোক্ত, নিষ্ঠুর, পিশাচ কেউ হলে সে কাকুতি মিনতিও যে করে না তা নয়! বলে, 'যা না, তোর মায়ের কাছে যা না!'

সে মৃদু গালাগালি করে, তখন পাশ থেকে উঠে এসে কেউ মধ্যস্থতা করে তার আর তার উপভোক্তার মাঝখানে। সে ও ঘুম যাতে পুরোপুরি কেটে না যায় এমনভাবে বলে, 'ছাড় না, আজ যা, কাল আসিস!' রাতের পর রাত এভাবেই কাটে তার! অনন্ত অচেনা স্পার্ম হইহই যাত্রা করে তার গর্ভাশয়ের দিকে! এক-এক দিন কংক্রিটে তার কনুই ছড়ে যায়, উরু ছড়ে যায়— সে তখন শাপমন্যি করে কাকে যেন, ডুকরে কাঁদে কিন্তু সে-ও ঈশ্বরীর মতো কখনও, কোনও অবস্থায় ওই শিশুর পোঁটলাটাকে বাতিল করতে চায় না! সে একথা ভাবতেও পারে না! সে যা পায়— জীবনভর এভাবেই পেতে থাকে!

BanglaBook.org

এই সন্তান, এই যৌনতা, এই কুড়ি টাকা, এই বাঁধানো ফুটপাত, গোলাপি গাড়িবারান্দা, ঝড়ের জারুল ফুল, মেঘ ও বৃষ্টিপাত! সে প্রত্যাশা রাখে না এর একটারও। কিন্তু প্রতিটা নিজে থেকেই এগিয়ে আসে তার দিকে। যা এভাবে আসে তার কোনওটাই সে ফেরায় না!

একদিন তীব্র বয়েস ধরা পড়ে তার, সমস্ত ত্বক কুঁকড়ে যায়! উরুর চামড়া, নিতম্বের চামড়াও ঝুলতে থাকে, কোমর ভেঙে যায়। এবং তখনও, তখনও এই উপন্যাসের সত্যি, মিথ্যের সত্যিটুকুর মতো, অবিকৃত সত্যিটুকুর মতো তখনও তাকে ডেকে তোলে কেউ-না-কেউ! হয়তো পাঁচ হয়তো দশটাকা পায় সে এখন!

ফুটপাতের সে যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন ছাদের সে ফিরে যায় ঘরে যেখানে শুয়ে আছে তার অসুস্থ সন্তান, না খেয়ে খেয়ে ক'দিনেই কৃশ, ক্ষয়াটে হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও ওর বসে যাওয়া গাল, ঠেলে ওঠা কপালের মাঝখানে থোকা থোকা স্বপ্নের মতো দুটো চোখ ভাসমান। ফিরে যেতে যেতে ঈশ্বরী অনুভব করে একদিকে ওই পাঁচিল ঘেরা বাড়ি আর অন্যদিকে এই ফুটপাতের ঠিক মাঝখানে কী এক পিপাসা নিয়ে সময়ের বুকে লেপটে লেপটে, কি ঘষটে ঘষটে চলেছে তার এই ছাদের জীবন!

টাকা শেষ! দু'দিন ধরে আবার রু-এর জ্বর! পেটে ব্যথা! ক'দিন হল ঈশ্বরী আবিষ্কার করেছে কাঁচা বা রান্না করা কোনও শাক-সবজিই রু-এর সহ্য হচ্ছে না! পেটে যাওয়ামাত্র বমি শুরু হচ্ছে। পরশুই ডাক্তার দেখিয়েছে সে ছেলেকে! 'দিনরাত্রি'র ভাড়া বাবদ তিনশো টাকা এই খাতে খরচ করেছে ঈশ্বরী এবং নিঃস্ব হয়ে গেছে! ডাক্তার একটা আলট্রা সাউন্ড করাতে নির্দেশ দিয়েছেন। সব রকমই দুধ, ডিম, ফল, সবজি প্রত্যাহারের আদেশ দিয়েছেন রু-এর খাদ্য তালিকা থেকে। গলা ভাত আর চারা মাছের সেদ্ধ ঝোল ছাড়া সব কিছুই খাওয়া বারণ হয়েছে রু-এর। যদিও রোগটা কী সে বিষয়ে তিনি নীরব! এই সময় অবশ্য ঈশ্বরী ধন্যবাদ দিয়েছে আমার হীনতাকে। দুধ, ডিম এসব তো দিন পনেরো আগেই সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছিলাম আমি। ভাগ্যিস, নইলে রু-এর শরীরের আরও অবনতি হত! দুধ, ডিম— দুটোই এখন রু-এর জন্য, ঈশ্বরীর মহীরুহের জন্য বিষ! বিষ!

রু-এর জ্বর রয়েছে। কিন্তু মাথায় জল ঢালা ছাড়া করার কিছু নেই বলেই

BanglaBook.org

আমি মাঝে মাঝে গিয়ে বসছি উত্তরের জানলায়! কাল থেকে 'সেও' এখানে রয়েছে। সে এসেছে গতকাল বিকেল! রু তখন ভীষণ বমি করছিল! নাকমুখ দিয়ে বমি! বিষণ্ণতা কাল আমার শিরা, উপশিরা গাঢ় ধোঁয়ায় ভরিয়ে দিয়েছিল। উঠে বমি পরিষ্কার করার ইচ্ছে করছিল না! আমার কথাও বলতে ইচ্ছে করছিল বরং, এমন সব কথা যা গৌরহরিকে বলা যায় না, সুকুলকে বলা যায় না! আমার যে টাকা ফুরিয়ে গেছে। আমার ছেলে যে অসুস্থ, আমার চাকরি নেই, চাকরি পাচ্ছি কিন্তু রু-কে জলমগ্ন রেখে কোথাও তিষ্ঠোতে পারছি না, রু যে পড়তে, লিখতে ভুলে যাচ্ছে— এই, এই সব কথা ছাড়াও আমার ভেতরে আরও যে সব কথা আছে,— মুগ্ধতার কথা, বিভ্রম, উন্মাদনা, নেশার কথা— আমি যে সবই বলতে চাইছিলাম কাউকে! সুকুলের কাছে বলাই ছিল আমার, কোনও শালওলা পেলে যেন একবার আসতে বলে, আমার কাছে তুষের যে বহুমূল্য শালটা আছে সেটা এবার বিক্রি করার সময় এসেছে! সুকুল খোঁজ নিয়ে জানিয়েছিল আসল তুষ হলে তা কোনও শালওয়ালা কিনতে পারবে না। মুদিয়ালিতে এক সংগ্রাহক আছেন, তার খোঁজ নিয়ে এসেছিল সুকুলই ক'দিন পরে। একদিন সন্ধেবেলা ঈশ্বরী শালটা নিয়ে গেল তার ছোট সংগ্রহশালায়। ভদ্রলোক শালটা দেখলেন কতক্ষণ ধরে। তারপর হাসি হাসি মুখে বললেন, 'এটা তুষ নয়!'

'তুষ নয়?' ছিটকে উঠে দাঁড়াল ঈশ্বরী? আমিও হতবাক হয়ে গেলাম। 'কী বলছেন? তুষ নয়?' আমরা দুই বিষম অবাক নারী পিছোলাম দু'পা। আমি ভর্ৎসনার স্বরে বললাম, 'তুষ নয়?' ঈশ্বরী হাউহাউ করে উঠল, 'তুষ নয়'? ভদ্রলোক বললেন, 'না, নয়, তুষ হলে চার বাই ছয় এই শালটার ওজন হত পঞ্চাশ গ্রাম, এটা একশো গ্রামের বেশি' ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন, ঈশ্বরী আর্তনাদ করে বেরিয়ে এসেছিল রাস্তায়। গাছের তলায় বসে পড়েছিল, যেন সে বার বার বলতে চাইছিল, 'সে কী? তুষ তুষ নয়, সত্য সত্য নয়? যাকে আমি সারাজীবন শিল্প ভাবলাম, তুষ ভাবলাম, মুক্তি ভাবলাম, প্রার্থনা ভাবলাম তার কোনওটাই কোনওটা নয়? শিল্প নয়? তুষ নয়? লাল ফাটা ফাটা চোখে সে বলেছিল, 'রু যে বাঁচতে চাইছে আমাকে জড়িয়ে তা শালটার মতোই মূল্যহীন! তুষের সম্মানহীন?'

মণ্টু দেখা দিল আমার ঘরের দরজায়। মেঝেময় ছড়ানো বমির দিকে

BanglaBook.org

একবার, রু-এর দিকে একবার আমার দিকে একবার তাকিয়ে বলে উঠল, 'আপনার ফোন!'

এবার আমি ছুটে নীচে নেমে গেলাম, 'হ্যালো?' কাল আমি 'দিনরাত্রির' ভাড়া দিতে পারিনি, চারদিনের ভাড়া দিতে পারিনি, চারদিনের ভাড়া বাকি পড়ে গেছে, নিখিল কেন অপেক্ষা করবে, রন্তিদেব খবর পেয়ে গেছেন আর তাই ফোন করেছেন! রন্তিদেব কি আমাকে চলে যেতে বলবেন? বললে আমি কোথা থেকে উদ্ধৃতি দেব? টাকা শেষ, রু বিছানা থেকে উঠতে পারছে না, ছাদ ছেড়ে দিতে হলে কোথায় যাব আমি— এইসব বলার মতো উদ্ধৃতিই বা কোথায় পাব এখন?

এই দেড় মাস আমি রন্তিদেবের সহায়তা নিয়েছি কিন্তু দয়া নয়— এখন এই টাকা না দিতে পারার অক্ষমতা উচ্চারণ করা মাত্র রন্তিদেবের চোখে আমি ভিখিরি হয়ে যাব, আমার সম্মান চুলের মতো পলক ফেলতে না ফেলতেই জ্বলে যাবে! এবার কে বাঁচাবে আমাকে?

'আপনি কি ব্যস্ত ছিলেন?' বললেন রন্তিদেব।

'ব্যস্ত? আমি? আমার কোনও ব্যস্ততা নেই!' আচমকা হাত লেগে উলটে যাওয়া জলপূর্ণ পাত্রের মতো দু'চোখ বেয়ে নেমে এল অনেক অশ্রু ঈশ্বরীর।

'বাচ্চাটা ভাল আছে?'

'নাহ!'

'ডাক্তার দেখাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, কাল দেখিয়েছি!'

'কী হয়েছে জানতে পারলেন কিছু?'

'না! আলট্রা সাউন্ড, ব্লাড, স্টুল এসব করিয়ে রিপোর্ট নিয়ে যেতে বলেছেন ডক্টর!'

'নতুন কোনও কাজ? কোনও যোগাযোগ?'

'না!'

'একটা চাকরির প্রস্তাব আছে। ভাল লাগবে, করতে পারেন!

ঈশ্বরী, সর্বস্বান্ত ঈশ্বরী আর্তস্বরে বলল, 'আমি ভেবেছিলাম আপনি আমাকে চলে যেতে বলবেন বলে ফোন করেছেন! আমার তিনদিনের ভাড়া ডিউ হয়ে গেছে মি. মল্লিক! কিন্তু আমার কাছে এখন একটা টাকাও নেই!'

রন্তিদেব কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন, তারপর বললেন, 'কাজটা একটু

BanglaBook.org

অদ্ভুত লাগতে পারে তবে অসম্মানের নয়! আমার এক বন্ধুর ছেলে, বড় ছেলের জীবনে পরপর কতগুলো ট্রাজেডি ঘটে গেছে ঈশ্বরী! বছরখানেক আগে সন্তান প্রসব করতে গিয়ে বিবস্বানের স্ত্রী তানিয়া বাচ্চাসহ মারা যায়! সেই শোক কাটিয়ে উঠতে না উঠতে, কয়েক মাস আগে বুবু একটা বিচ্ছিরি অ্যাক্সিডেন্ট করে মুম্বইয়ে। তাতে ও ভয়ংকর আহত হয় যে শুধু তাই নয়— ওর গাড়ির ধাক্কায় মারা যায় এক মা ও তার কোলের বাচ্চা! মাস ছয়েক ট্রিটমেন্টের জন্য আমেরিকায় ছিল বুবু! কয়েকদিন হল ওকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এখনও ও পুরো সুস্থ নয়! কিন্তু তার থেকেও বড় ওর ট্রমা যেটা— সেটা এখনও চলছে! সমস্যাটা হচ্ছে যে এমনিতেই বুবু একটু শিল্পমনস্ক, ওভার সেনসিটিভ ছেলে, ওর বেশি লোকজনের সঙ্গে বনেই না! ফলে অসুস্থ অবস্থায় ও এখন খুব বেশি একা হয়ে পড়েছে। ওর মা নানা ব্যাপারে জড়িত ও ব্যস্ত, বাবার তো কথাই নেই। বোনেরা বাইরে। এখন বুবুকে সঙ্গ দেবে কে? একটু কথা বলা, ও যা ভালবাসে গান, বই, পেন্টিং এসব সমানে সমানে শেয়ার করার মতো চট করে কাউকে পাওয়া তো মুশকিল! সমমনস্ক যাকে বলে আর কী বাংলায়! যার সঙ্গে থাকলে ও উৎফুল্ল থাকবে, লোনলিনেসটা ফিল করবে না! আমরা আলোচনা করছিলাম কী করা যায়, বিজ্ঞাপনও দেওয়া হল, কয়েকজন এল ও— ওর কাউকেই পছন্দ হল না! দেন আই জাস্ট থট অফ ইউ ঈশ্বরী! অ্যান্ড আই ইনসিস্টেড, দ্যাট ইউ, ইউ আর দা রাইট পার্সেন! আমি তখন আপনার কথা ওদের কিছুটা জানাই! আমি বিবস্বানকে বললাম, 'বুবু, তুমি যেমন মুম্বই পছন্দ করো না, ঈশ্বরী টু হেটস মুম্বই!' ঈশ্বরী, এই কাজটার জন্য ওরা যে টাকাটা আপনাকে অফার করবে দ্যাট ইজ আ হিউজ মানি! 'দিনরাত্রি'র ভাড়া দিয়ে একটা হোলটাইমার আয়া রেখেও ইউ উইল অ্যাট লিস্ট হ্যাভ সিক্স সেভেন থাউজেন্ডস লেফট ইন ইয়োর হ্যান্ড! ইউ নিড মানি, ঈশ্বরী! মহীরুহ নিডস প্রপার ট্রিটমেন্ট! বিবস্বান পুরোপুরি কিওর হতে চারমাস নেবে! আশাকরি বাচ্চাটা ততদিনে সুস্থ হয়ে যাবে। অতএব আপনি একটু ভাবুন, ভেবে দেখুন ইফ ইট স্যুটস ইউ। তারপর আমাকে জানান। আমি আপনাকে কাল কল করছি!'

'ভাবার কিছু নেই মি. মল্লিক!' বলল সে। কান্না একদম থেমে গেছে তার, 'আপনিও জানেন এর থেকে ভাল কিছু আমি ভাবতেও পারি না!' 'ঈশ্বরী একটা কথা হল যে আপনি কাজ করতে যাচ্ছেন এমন একটা পরিবারের সঙ্গে

BanglaBook.org

যারা ভীষণ ইনফ্লুয়েনশিয়াল, এই শহরে এরকম একটা পরিবারের সঙ্গে যুক্ত থাকাটা আপনার পক্ষে অত্যন্ত জরুরি! এবং ওরা খুবই ভাল লোক! অন্যের গুণ, যোগ্যতাকে কদর করার মতো ভাল লোক— সেই অর্থে! অতএব!' ফোন ছেড়ে ঈশ্বরী এক দৌড়ে গিয়ে দাঁড়াল গৌরহরিবাবুর সামনে, তিনি তখন নিজের অ্যালুমিনিয়ামের সুটকেস গোছাচ্ছিলেন, তাকে দেখে চমকে উঠে বললেন, 'রু কেমন?'

উত্তরে সে বলল, 'আপনাকে গৌরহরিবাবু বলে বলে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি গৌরহরিবাবু!

রবিবার তিনটে-সাড়ে তিনটে নাগাদ গাড়ি পাঠালেন রন্তিদেব, ড্রাইভারকে বলে দিয়েছেন, সেই ঈশ্বরীকে হেস্টিংসের 'রাধেশ্যাম' হাউজে ছেড়ে আসবে। রন্তিদেব ওখানেও কথা বলে রেখেছেন। রন্তিদেব নিজেই পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য উপস্থিত থাকতে ইচ্ছুক ছিলেন কিন্তু বাড়ি সংক্রান্ত কোনও মামলা লড়তে তাঁকে আজ বিকেলেই সুপ্রিম কোর্টের উদ্দেশে দিল্লি রওনা হতে হয়েছে। অগত্যা ঈশ্বরীকে নিজের পরিচয় নিজেকেই দিতে হবে।

রবিবার, তাই আশা করা যায়, 'রাধেশ্যাম' হাউজের সদস্যরা সকলেই হাজির থাকবে আজ। যদি ঈশ্বরীকে ওদের এবং ঈশ্বরীর ওদেরকে পছন্দ হয় তা হলে ঈশ্বরী ওই বাড়ির সর্বত্র প্রত্যহ বিচরণ করার অধিকারী হবে, তাই বাড়ির সঙ্গে জড়িত সকলকেই ঈশ্বরীর পরিচয় জানতে হবে এবং উলটোটাও! সময় হয়ে এসেছে, ঈশ্বরী পোশাক পরে গাড়ির জন্য অপেক্ষারত।

তার একটাই শাড়ি আছে, গেরুয়া রঙের রুক্ষ খাদির শাড়ি, তাতে গাঢ় মেটে রঙা বর্ডার। আছে একটাই ব্লাউজ। সাদা, স্লিভলেস, হাইনেক ব্লাউজ! সে এই দুটো পোশাককে যত্ন করে, গুছিয়ে পরেছে, কাঁধের কাছে পিন করেছে আঁচল। শাড়িটা হাতে ছোট, আঁচলটা তাই পিঠ পেরিয়েই থেমে গেছে। সে চুল ব্যাকব্রাশ করে হাত খোঁপা করে নিয়েছে একটা। একটাই পারফিউম আছে তার কাছে— অ্যানাই, অ্যানাই। কবেকার। তাই কিপটের মতো লাগিয়েছে পালস্‌গুলোয়।

সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে সে রু-কে জড়িয়ে ধরে বলল, 'হবে?'

মুড়ি আর আলুসেদ্ধ খেতে খেতে ক্লান্ত চোখ তুলে হাসল রু, 'হবে।'

বালকের গা আজ এত ঠান্ডা যে ঈশ্বরীর মনে হল এই ছেলেকে ছেড়ে আজ

BanglaBook.org

আর কোথাও যাওয়া ঠিক হবে না। আমি দমন করলাম ঈশ্বরীকে— সুকুল এসে পৌঁছানোমাত্র রু-কে বাই বলে ত্বরিতপদে নেমে এসে অপেক্ষারত ড্রাইভারকে বললাম 'চলুন।'

তারপর চলেছি। চলেছি নিজের ঝিল্লির ভেতর দিয়ে। আমার মগজের ভেতর নগ্ন হয়ে পড়ে আছে আমার নিজের পরিচয়। যে পরিচয় রন্তিদেব জানেন, সুকুল, গৌরহরি জানেন সে তো একটা গল্প। সেই পরিচয়ই 'রাধেশ্যাম' হাউসে দেওয়া দরকার। কিন্তু আমি আমার উপন্যাসকে চোখের সামনে পুড়ে যেতে দেখেছি। আমার কী ইচ্ছা হবে না আমার গল্পটা আবার বদলে যাক। ফসফরাসের মতো যার যা পরিচয় তা জ্বলে না উঠলে বারবারই তো পরিবর্তিত হতে পারে গল্প। 'Why I am what I am?' এই প্রশ্ন যে নিজেকে করে এবং উত্তর পায় সে তো প্রতি নতুন সূর্য অস্তকালে নতুন গল্প তৈরি করতে সক্ষম। যেমন এই উপন্যাসের আসল গল্প তো বুলেটের ক্ষতের মতো বেশ ফুটিয়ে তুলেছি আমি। সেই ক্ষতের নাম এই উপন্যাসে 'রু।' 'মহীরুহ।' আমি রু-কে নিয়ে, সাহিত্যের সার্থকতার দিকে এগিয়ে চলেছি কিনা?

হঠাৎ আমার মনে হল প্যাঁচার মতো এই উপন্যাসের কাছে রু তা হলে কে তা বুঝেছি আমি— রু জলার ধারে নিদানকালের নৈশভোজ।

রন্তিদেবের গাড়ি এ-বাড়িতে চিহ্নিত। একবার হর্ন দিতেই কালো লোহার গেট খুলে দিল সিকিউরিটির লোক। রন্তিদেবের বন্ধু, বিবস্বানের বাবা বুধাদিত্য বাগচী দেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ ক্রিমিনাল ল'ইয়ার। তিনি যে কখন কোথায় থাকেন ঠিক নেই, কিন্তু তিনি যেখানেই থাকুন না কেন তাঁর সঙ্গে থাকে তাঁর নিজস্ব নিরাপত্তা রক্ষী। তাঁর আবাসস্থলের নিরাপত্তার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। স্ত্রী, ছেলেমেয়ের নিরাপত্তা। বুধাদিত্য বাগচী এখন পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের এক এম পি খুনের মামলা লড়ছেন সুপ্রিম কোর্টে এবং একাধিক মাফিয়া গোষ্ঠীর মাথা ব্যথার কারণ হয়ে উঠেছেন। 'রাধেশ্যাম' হাউসের নিরাপত্তার প্রশ্নে এখন বাগচী পরিবার যথেষ্ট বিব্রত। তাই ঢোকা বেরোনোর ক্ষেত্রে একটু কড়াকড়ি জারি হয়েছে ইদানীং।

উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা তিনতলা বাড়ি। গেট দিয়ে ঢুকে সোজা চলে গেলে পোর্টিকো। বাঁ হাতে একটা বড়সড় রুমালের মতো বাগান। পাথর ফেলা পথ দিয়ে ঘেরা। মাঝখানে নরম ঘাসের কার্পেট। লম্বা লোহার বাতিস্তম্ভ।

BanglaBook.org

রন্তিদেবের ড্রাইভার আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। গাড়ি বারান্দা শেষ হয়ে পরপর ক'ধাপ সিঁড়ি। তারপর বিশাল একটা বারান্দা যার ডান হাতে একটা অন্তত আট ফুট উঁচু পেতলের মোটিফ দিয়ে সাজানো মেহগনির দরজা। সিঁড়িসহ বারান্দাটা সমুদ্র সবুজ রঙা মার্বেলে আপাদমস্তক আচ্ছাদিত। দরজার পাশে একটা লাল গ্র্যানাইটের গণেশ মূর্তি, তার পাশে একটা রাজস্থানি খোপ খোপ কাঠের ব্যারিকেড। সেটার পেছন থেকে গণেশের মাথার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে লম্বা, পাতায় পাতায় ভরা একটা হলুদ চাইনিজ ব্যাম্বু। সমস্ত কিছুর মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে রুচি আর সমঝদারি শৌখিন হৃদয়।

ড্রাইভার বেল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল বিরাট দরজাটা। নিঃশব্দে। সাদা সার্ভিস ম্যানের পোশাক পরা একজন দরজা খুলে সরে গেল। রন্তিদেবের ড্রাইভার বলল, 'আপনি যান।' বলে তাকে নমস্কার করে নেমে গেল বারান্দা থেকে।

সাদা পোশাক বলল, 'আসুন।' আমি ভেতরে পা রাখলাম এবং চমকে গেলাম প্রাচুর্য দেখে। যতদূর চোখ যায় একতলাটায় শুধুই কাঠের মেঝে। পালিশ করা, ঝকঝকে। কাঠের প্যানেল বসিয়ে তৈরি অনবদ্য বহুমূল্য ফ্লোরিং। ঢুকেই যে হলটা চোখে পড়ে সেটা হাজার দেড়েক স্কোয়ার ফুটের কম হবে না। কয়েকটা টানা বারান্দার মতো সিঁড়ি নেমে গেছে হলে। হলটা শেষ হয়েছে একটা কাচ দিয়ে ঘেরা বারান্দায়। সেই কাচের দরজাগুলো এখন ভাঁজ করা। ফলে সবুজে সবুজ একফালি বাগান দৃশ্যমান। বাগানটার পরেই যে উঁচু পাঁচিল সেখানেই বোঝা যায় শেষ হয়েছে এই বাড়ির এলাকা। বাগানটায় রয়েছে কিছু গাছ, একটা আম আর সবেদা গাছ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ওদিকের আকাশ নিভে এসেছে প্রায়— ও-দিকটা তবে পূর্ব।

সাদা পোশাকের ছেলেটির বয়েস আঠেরোর বেশি হবে না। ছেলেটি আমাকে বসতে বলল। শরীর ডুবে যাওয়া চামড়ায় মোড়া সোফাগুলো বাদ দিয়ে তুলনায় শীর্ণ সোফা বেছে নিয়ে বসলাম। এখানে আমি চাকরি করতে এসেছি অতএব গা ডুবিয়ে আরাম করে বসা আমাকে মানায় না। সাক্ষী হিতব্রতরা ভালবেসে আমাকে মডার্ন হাই-তে পড়িয়েছিলেন— সহবত শিক্ষা, আদব কায়দা আমার কাছে নিশ্বাস নেওয়ার মতো অপরিহার্য এসব বিষয়ে কিছুতেই আমার ভুল হবে না—। তিনদিন একটা ঘরে অনাহারে বন্ধ থাকার

BanglaBook.org

পর খাবার পেয়েও আমি মুখে শব্দ করে, গোগ্রাসে খাইনি। আমার সভ্যতার বোধ আমার নিজের কাছে প্রমাণিত।

আমি বসলাম। আর বসেই থাকলাম। আমার চোখের সামনে দিয়ে শুধু নিঃশব্দে চলাফেরা করতে লাগল অনেক নানা বয়েসের সাদা পোশাক। মাঝে মাঝে খুব ধীরে ফোন বাজতে লাগল এ প্রান্তে ও প্রান্তে। একটু পরে এল একটা চাইনিজ মেয়ে, ছোট স্কার্ট পরা, হাতে একটা বেতের টুকরি, সে আমার দিকে একবার তাকিয়ে চলে গেল দোতলায়।

আমি ভেবেছিলাম আমি গিয়ে দাঁড়াব আর অসংখ্য প্রশ্ন তেড়ে আসবে আমার দিকে। ছোট ছোট সংযুক্ত গল্প ক্রমাগত বলতে হবে আমাকে। প্যান কার্ড, পাসপোর্টের চক্করে পড়তে হবে নিশ্চয়ই। প্রেসেন্ট এবং পার্মানেন্ট অ্যাড্রেসের বিপদ আবার নড়িয়ে দেবে পৃথিবী। একটা নামগোত্রহীন মেয়ের উপন্যাস লেখাই যেখানে এত কঠিন, শুধু মেটাফরের আশ্রয় নিতে হয় সেখানে একটা জলজ্যান্ত মেয়ের জন্ম, পরিবার, শিক্ষা, আশ্রয় চেতন ও অবচেতন জীবনের প্রামাণ্য তথ্য না থাকলে তো মানুষ কনফিউজড্ হবেই। আর এই সমস্ত ত্রুটি আমাকে ঢেকে দিতে হবে গল্প দিয়ে। তার জন্য আমি প্রস্তুত হয়ে এসেছি— অথচ এইসব প্রস্তুতি আমার জিহ্বার ডগায় আটকে রইল আর আমি বসে বসে 'রাধেশ্যাম' হাউসের স্থাপত্য দেখতে লাগলাম এবং আমার বেশ মজা লাগল।

বড় দরজাটার বাঁদিকের অংশটা দেখে মনে হল বুধাদিত্যের চেম্বার— স্টিলের চেয়ার পাতা, ছোট ছোট কোচ পাতা অংশটা বোধহয় মক্কেলদের ওয়েটিং রুম। তার পরের হলটার সিলিং অবদি আলমারি-ভরতি আইনের বই। এই হলটার বাঁদিকের অংশ থেকে দুটো সিঁড়ি উঠে এবং নেমে গেছে। উঠে গেছে দোতলায়, নেমে গেছে ডাইনিং হলে। ডাইনিং হল-এর পূর্বদিকেও একইরকম কাচের দরজার সারি, তারপর বারান্দা আর বাগান।

দোতলায় ওঠার সিঁড়িটার স্টাইল এমনই যে তাতে তিনখানা ল্যান্ডিং তৈরি হয়েছে। আর এই ল্যান্ডিংগুলো প্রচুর গুরুত্ব দিয়ে সাজানো হয়েছে পেন্টিং। এদের পেন্টিংয়ের বিস্তারিত বিবিধ সংগ্রহের একটা ঝলক এই ল্যান্ডিংয়ে দৃশ্যমান। ছোট বড় নানান মাপের পেন্টিং— কিন্তু কোথাও একটা যোগসূত্র আছে। কনটেমপোরি ইন্ডিয়ান পেন্টারস্‌রা অনেকেই উপস্থিত এখানে। যতীন দাশ, রামকুমার, মনোজিৎ বাওয়াকে সহজেই চেনা যাচ্ছে— বাকিরা অচেনা

BanglaBook.org

নয় কিন্তু হতে পারে তাদের স্টাইল অতীতে আমাকে অত রেজিস্টার করেনি বলে নাম মনে পড়ছে না..., হ্যাঁ, এই মুহূর্তে অর্পিতা কাউরকে চিনতে পারলাম আবার। বাড়িটার এই উঠে যাওয়া, নেমে আসার প্রবণতাটা খুব ইন্টারেস্টিং। আর সে কারণেই বাড়িটার আবহাওয়া জুড়ে তৈরি হয়েছে একাধিক ইন্দ্রিয় পরবশ জটিলতা। হতে পারে জটিলতাকে নিয়ে নানাপ্রকার শৌখিনতাই এই বাড়ির চরিত্র, আসলে অপেক্ষারত মানুষ এসবই ভাবতে থাকে অবকাশ পেয়ে।

সুকুলকে বলেছি ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে ফিরে যাব। এখানেই ঘণ্টা দেড়েক কেটে গেল। আর কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে কাউকে জিজ্ঞেস করা যায় না। বাড়িতে আদৌ কেউ আছে কিনা সেটাও একটা প্রশ্ন। আমি মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছি 'দিনরাত্রির'র ছাদের ওপর এখন কী ঘটছে। সুকুল ভাবলেশহীন মুখে বসে আছে ছাদে, সন্ধে নামছে, অন্ধকারে চুপ করে শুয়ে আছে রু। আমার অভিজ্ঞতা বলছে সুকুল রু-কে আদর করে আমি থাকলে, সুকুল রু-এর সঙ্গে গল্প করে আমি থাকলে, আমি না থাকলে সুকুল রু-এর প্রতি অন্ধ, বধির। আমি যত অসহায় প্রতিপন্ন হচ্ছি সুকুলের নিশ্বাস তত আমার আশে পাশে পড়ছে। কাল সুকুল একটা গোলাপ এনে দিয়েছে আমাকে। লাল গোলাপ। সুকুলের কপাল, চোয়াল আস্তে আস্তে কেমন বদলে যাচ্ছে যেন। কপালের রগে একটা অন্য ধরনের উচ্চাশা। ছেলেটার আগেপিছে কেউ নেই— ছেলেটা আমাকে আঁকড়ে ধরলে আমি বিপদে পড়ে যাব। সত্যিকারের বিপদ। সিঁড়িতে একটা পায়ের শব্দ। চাইনিজ মেয়েটা নেমে বেরিয়ে গেল। তারপরও একটু বসতে হল ঈশ্বরীকে। যে সেই বসে থাকার শূন্যতা, নিঝুমতা জানে সে জানে এভাবে বসে থাকলে মনের গ্রন্থিগুলো সমস্ত আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে ক্রমশ।

একসময় সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন সদ্যস্নাত, সাদা সালোয়ার কামিজ পরা এক ষাট ছুঁই ছুঁই নারী। চাইনিজ মেয়েটা সম্ভবত এঁকেই কোনও বিউট্রি ট্রিটমেন্ট দিতে এসে থাকবে। লম্বা, সুন্দরী। অটুট স্বাস্থ্যবতী। তার দিকে অবাক চোখে তাকালেন। বললেন, 'আপনি?'

ঈশ্বরী উঠে দাঁড়িয়েছিল, দু'হাত তুলে নমস্কার করে বলল, 'আমি ঈশ্বরী।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ...।' বলেই আবার অবাক হলেন তিনি। মানে তিনি কিছুই বোঝেননি।

BanglaBook.org

'আমাকে মি. রন্তিদেব মল্লিক পাঠিয়েছেন।'

এবার ঝপ করে সব মনে পড়ে গেল মহিলার, 'ও, হ্যাঁ, তাই তো, ওফ হো, কালীচরণ!' গলা তুললেন তিনি। দরজা খুলে দিয়েছিল যে সাদা পোশাক সেই কালীচরণ। 'তুমি ওকে বুবু'র কাছে কেন নিয়ে যাওনি?' প্রশ্ন করলেন।

'দাদা একটু অপেক্ষা করতে বলেছেন।'

'কতক্ষণ আগে।'

কালীচরণ নিজের হাতঘড়ি দেখল, 'ঘণ্টা দেড়েক।'

'সত্যি। তোমরা না এত বুদ্ধু, কী বলব।'

তিনি ঈশ্বরীর হাত ধরলেন, 'তুমি এসো আমার সঙ্গে।'

দোতলায় উঠে ডানদিকের ঘরের দরজা নক করলেন মহিলা, একবার, দু'বার, কোনও সাড়া এল না, তখন ডাকলেন 'বুবু? বুবু?' তাও কোনও শব্দ উঠল না ভেতরে। তিনি ঈশ্বরীকেই বললেন, 'কী ব্যাপার?' বলে নব ঘুরিয়ে দরজা খুলে উঁকি মারলেন ঘরে। ঈশ্বরী মহিলার কাঁধের ওপর দিয়ে দেখতে পেল বছর পঁয়ত্রিশের এক রূপবান যুবক আধশোওয়া হয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে সোফার ওপরে, হাতে ধরা অবস্থায় ঝুলছে একটা লম্বা মোটা পেন্ট ব্রাশ। সোফার পাশেই দাঁড় করানো রয়েছে একটা ক্রাচ।

'বুবু, শরীর ঠিক আছে তো?' ভদ্রমহিলা আলতো হাতে স্পর্শ করতেই উঠে বসল বিবস্বান। এবং চোখ পড়ল ঈশ্বরীর দিকে। চট করে ক্রাচটা টেনে নিয়ে বিবস্বান উঠে দাঁড়াল, সম্পূর্ণ অচেনা কারও সামনে এত অবিন্যস্ত ব্যক্তিত্ব নিয়ে পৌঁছানোটা কোনও অর্থেই পছন্দ হল না নিশ্চয়ই। বিবস্বান ভুরু কুঁচকে তাকাল তার দিকে। বিবস্বানের মা বললেন, 'ঈশ্বরীকে রন্তিদেব পাঠিয়েছেন, তুমি ওকে কতক্ষণ বসিয়ে রেখেছ তোমার ধারণা আছে কোনও? মোর দ্যান অ্যান আওয়ার অ্যান্ড আ হাফ।'

বিবস্বানের কোনও ভাবান্তর হল না এতে, বলল, 'এক্সকিউজ মি।' এবং ক্রাচ নিয়ে সামান্য খুঁড়িয়ে সম্ভবত টয়লেটে চলে গেল। ভদ্রমহিলা বললেন, 'ঈশ্বরী তুমি বসো। বুবুই তোমার সঙ্গে কথা বলবে। হি নিডস্ আ ফ্রেন্ড, সেই সঙ্গে এমন কেউ যে ওকে দৈনন্দিন জীবনে একটু হেলপও করতে পারবে। তুমি কফি খাবে না চা? না, তুমি আগে জল খাবে, ইউ আর থার্স্টি, আই ক্যান সি ইট। আমি কালীচরণকে পাঠাচ্ছি। এই ছেলেটা এত বোকা, তোমাকে একটু

BanglaBook.org

জলও অফার করেনি। আসলে ও নতুন। আমার সংসারের আসল লোক উমাপতি। সে এখন ছুটিতে আছে। তুমি যাওয়ার আগে আমার সঙ্গে দেখা করে যাবে কেমন? ও, আমার নাম সীতা।' সীতা চলে গেলেন।

কালীচরণ তাকে জল এনে দিল। জলটা শেষ করল ঈশ্বরী এক নিশ্বাসে। বিবস্বানও যেন একটু ধাতস্থ হয়ে বেরোল টয়লেট থেকে। সে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, বিবস্বান বলল, 'ইটস অল রাইট।' বিবস্বানের গলার স্বরে অন্যমনস্কতার সঙ্গে সামান্য বিরক্তি। বিবস্বানের ভুরুতে এখনও একটা ভাঁজ, কিন্তু চোখ থেকে ঘুম উধাও। রন্তিদেব বিবস্বানের সম্পর্কে যা বলেছিলেন ঈশ্বরী তার সঙ্গে মানুষটাকে মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করতে লাগল।

বিবস্বান কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করল কাচের টেবিলে পড়ে থাকা লম্বা তুলিটা, তারপর আচমকা কৈফিয়তের সুরে বলে উঠল, 'এটা ওরা সাজেস্ট করেছে। মাই ফ্যামিলি।'

ঈশ্বরী বলল, 'কোনটা?'

'এই যে একজন ফ্রেন্ড হায়ার করা, বেশ কয়েকজন তো এল কিন্তু..., আই ডোন্ট থিঙ্ক দিস উইল ওয়ার্ক।'

ঈশ্বরীর গলার কাছটা দলা পাকিয়ে উঠল কেমন। কতক্ষণ সে বসে থেকেছে নীচে, কতক্ষণ একা, অনিচ্ছুক লোকের কাছে পড়ে আছে তার রু, তার যে চাল শেষ হয়ে গেছে গৌরহরি জানেন না, সে আর রু কেউ তারা আজ ভাত খায়নি, সকালে সে শুধু লিকার চা খেয়েছে, তারপর এখনও অবদি কিছুই খায়নি। তার কাছে এখন একটাও টাকা নেই, এই প্রথম সে সুকুলের কাছে টাকা চাইবে বলে মনস্থির করেছে, টাকাটা সে সুকুলকে বলবে টেবিলের ওপর রাখতে, সুকুলের থেকে কিছুতেই হাতে হাতে টাকা নিতে পারবে না ঈশ্বরী। তার ভয় করবে। টাকা নেওয়ার মতো কাছাকাছি গেলেই সুকুলের নিশ্বাস লাগবে তার গায়ে।

কপালে বিজবিজে ঘাম ফুটে উঠেছে ঈশ্বরীর। সে বেরিয়ে আসার সময় পার্স আনতে ভুলে গেছে— এমন পার্স যাতে একটাও টাকা নেই।

'আপনি ঠিক বলেছেন বন্ধুত্ব কখনও ভাড়ায় পাওয়া যায় না।' বলল সে।

'আপনি আমার সঙ্গে একমত?' বিবস্বান অবাক হল।

'হুঁ।' কালীচরণ ঢুকল দু'কাপ কফি নিয়ে। কফিটা নামাল। চলে গেল।

'তা হলে এই কাজটা করতে আপনি রাজি হলেন কেন?'

BanglaBook.org

সে একটু সময় নিয়ে বলল, 'Work is love made visible.' যদি ভালবেসে করি তা হলে যে-কোনও কাজই সার্থক হয়ে উতে পারে। বন্ধুত্ব জিনিসটাকে গড়ে তোলা যায়— সহবোদ্ধা মানুষ সহমর্মীও হলেও বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে পারে চেষ্টাকৃতভাবে। একজন সহবোদ্ধা কিনা সেটা মিশলে, আইডিয়াজ শেয়ার করলে বোঝা যায়। একজন সহমর্মী কিনা সেটা জাজ করা যায় তার কাছে মনের কপাট একটু খুলে ধরলে। বন্ধুত্ব ভাড়া করা না গেলেও একজন সহবোদ্ধা, সহমর্মী মানুষকে ভাড়া করা যেতেই পারে। এক মাস, দু'মাস, তিন মাসে তার সঙ্গে বন্ধুত্বও গড়ে উঠতে পারে। তা ছাড়া আমার মনে হয় বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণটাই বন্ধুত্বের প্রথম শর্ত।

'কিন্তু একবার বন্ধুত্ব হয়ে গেলে মাঝখানে এই অর্থের লেনদেনটা সম্পর্কে প্রভাব ফেলবে না?' জানতে চাইল বিবস্বান।

তার শরীরটা খারাপ খারাপ লাগছে, একটা বমি বমি ভাব, শুধু শুধু বকে লাভ কী? সে তাকিয়ে রইল বিবস্বানের দিকে। বিবস্বান আবার বলল, 'বন্ধুত্ব তো একটা সমানে-সমানের ব্যাপার, তাই না?'

'আমি ঠিক জানি না। আমার কখনও কোনও বন্ধু ছিল না।'

বিবস্বান চমকে উঠল, 'কী আয়রনি। যার কখনও কোনও বন্ধু ছিল না তাকে দেওয়া হচ্ছে বন্ধুত্বের চাকরি? আই পিটি ইউ।'

ঈশ্বরীর মাথা ঘুরে উঠল, 'সে বলল, 'ক্যান আই লিভ নাও?'

'ইয়েস, অফ কোর্স,' বিবস্বান উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়াল সেও। এবং দাঁড়িয়ে ওঠামাত্র চোখে অন্ধকার দেখল সে। এক পা, দু'পা কিছু না দেখেই হাঁটল। তার পায়ের নীচের মাটি টলছিল, সে নিজেকে বলল, 'না, এখন হাঁটতে হবে, লেক অবধি হেঁটেই যেতে হবে, হেঁটে হেঁটেই যেতে হবে এই উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত— কষ্ট হবে অনেক, কিন্তু হাঁটতে হবে।'

সে হাঁটল, বিবস্বানের ঘরের সোফা থেকে দরজা অবধি গোটা তিরিশ পা হাঁটল— তারপর দরজার কাছে পৌঁছে এক রাশ ধূসর মেঘের মধ্যে পা হড়কে পড়ে ডুবে গেল।

হয়তো চার-পাঁচ সেকেন্ড। যখন পড়ে যাচ্ছে তখনই জ্ঞান ফিরে গেছে তার। ক্রাচে ভর দিয়ে যখন এগিয়ে আসছে বিবস্বান তখন সে চেষ্টা করছে উঠে

BanglaBook.org

দাঁড়াতে। এত বড় ঘর— বিবস্বানের সময় লাগবে— দরজার নব ধরে ততক্ষণে উঠে দাঁড়াবে ঈশ্বরী।

তার কাছে পৌঁছে বিবস্বান খুব অবাক ও উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল, 'আরে, হাউ ডিড ইট হ্যাপেন? আর ইউ অলরাইট?'

'জাস্ট... মাথাটা একটু, আই অ্যাম ফাইন।' ভীষণ লজ্জিত ঈশ্বরী। কোথাও এখনও টলমল করছে।

'আপনার এরকম প্রায়ই হয় নাকি?'

সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল বিবস্বানের দিকে। এই যুবক তাকে অকারণে বসিয়ে রেখেছিল দেড় ঘণ্টা— নাকি এ নিজেই যখন তখন ঘুমে ঢুলে পড়ার মতো দুর্বল?

'নো, নেভার,' বলল সে।

'আপনি নিজে না উঠলে আমি আপনাকে তুলতে পারতাম না, সুখেন্দুকে বা অন্য কোনও সার্ভেন্টকে ডাকতে হত।'

'ইটস্ অলরাইট।'

'আপনি বরং পাঁচ মিনিট একটু বসে নিন, তাই না? সি, হাউ ইউ ফিল।'

'না, আমি ঠিক আছি, আমি যাব।'

'শিয়োর?'

'ইয়েস।'

'ঠিক আছে, আমি কাউকে বলে দিচ্ছি, গাড়ি আপনাকে ড্রপ করে আসবে।'

এটাকে কী করে 'না' বলার স্পর্ধা দেখাবে ঈশ্বরী? তার সঙ্গে কি পার্স আছে?

এক হাতে ক্রাচ চেপে ধরে অন্য হাতে ঈশ্বরীকে দরজা খুলে ধরল বিবস্বান, 'কাল সকালে আমি ভাইজ্যাগ যাচ্ছি, রাতেই ফিরব, আপনি তা হলে পরশুদিন থেকে আসুন।'

তার মনে হল, এই ঘরের দেয়ালে টিকটিক করতে থাকা ঘড়িটা আচমকা থেমে গেছে, সময় আচমকাই ঘুরে যাবে উলটো দিকে বলে তৈরি— চাকরি, চাকরি— কাজ, কাজ— হোক না সেই চাকরি নার্স, হাউসকিপার এবং অ্যাটেনডেন্টের কম্বিনেশনে তৈরি, তবু তার কাছে এখন টাকাই আসল। এবং ঠিকই তো, বিবস্বানের মতো কারও পক্ষে চব্বিশ ঘণ্টা কোনও কাজের লোকের রেক্সিন সান্নিধ্যে থাকা সম্ভব নয়, কোনও বস্তিবাসিনী পাঁচজনের

BanglaBook.org

নোংরা পরিষ্কার করে বেড়ানো আয়া বা রুখাসুখা কোনও অমার্জিত নার্সের সাহচর্যও সহ্য করা সম্ভব নয় বিবস্বানের পক্ষে এবং অবশ্যই ওর কথা বলার জন্য একজন লোক চাই। বিবস্বান একজন হায়ার্ড ফ্রেন্ডের কাছে যা চাইছে তা চাইবার যোগ্যতা ওর আছে।

ঈশ্বরী বিহ্বলতা কাটিয়ে বলল, 'কখন আসব?'

'উইল ইলেভেন বি অলরাইট ফর ইউ?'

'অ্যাবসোলিউটলি!'

'সি ইউ দেন!' দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ঈশ্বরী থমকে দাঁড়াল একবার। হল থেকে এই ছবিটাকে তো সে দেখতে পায়নি! একটা ইঙ্ক স্কেচ! এ তো রামেশ্বর ব্রুটার চ্যাম্পিয়ন! ত্রিবেণী কলা সঙ্গমে বাইনিয়াল কোনও এক্সজিবিশনে দেখেছিল সে! রামেশ্বর ব্রুটা তার ভীষণ পছন্দের শিল্পী। ছবির বিষয় এক ঘাম ঝরতে থাকা অ্যাথলিটের মুখ, প্রত্যেকটা পেশি প্রস্ফুটিত, মুখে, চোয়ালে আত্মবিশ্বাস, প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস— শুধু চোখদুটোয় মারাত্মক হলোনেস, ব্ল্যাঙ্কনেস। যেন কোনদিনও চোখের পাতাও পড়ে না এমন গোল্লা গোল্লা চোখ! মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দেখার ছবি। সেদিনও দেখেছিল তাই, আজও দেখছে! কিন্তু অদ্ভুত লাগছে এই চোখ, এ-বাড়ির লোকজন রাতদিন সহ্য করে কী করে? এই তীব্র নিঃস্বতা তো আঘাতশীল!

হঠাৎ পেছন থেকে ম্যাডাম বলে কেউ ডাকল তাকে— সে ঘুরে দেখল একজন সাদা পোশাক, এ-বাড়িতে কোনও মেয়ে কাজ করে না বোধহয়। সাদা পোশাক বলল, 'ম্যাডাম আপনাকে এটা দিয়ে গেছেন! ওনাকে একটু বেরিয়ে যেতে হল।' একটা খাম বাড়িয়ে ধরেছে লোকটা, সে খামটা নিল আর স্পর্শ মাত্র বুঝল টাকা। আশ্চর্য, সীতা কী করে জানলেন যে বিবস্বানের তাকে পছন্দ হবে হায়ার্ড ফ্রেন্ড হিসেবে?

গাড়ি থেকে নেমে ছুটতে ছুটতে ছাদে উঠল ঈশ্বরী। ছুটে গিয়ে রু-কে কোলে তুলে নিতে চায় সে এখন। রু-টা একদম ভাল নেই। তার ছোটা দেখে অফিস থেকে মুখ বাড়াল মন্টু, প্রবীর। একজন বোর্ডের মালপত্র নিয়ে নামছিল, সে কোনওমতে সেই লোকটার সঙ্গে ধাক্কা এড়াল। তারপর ছাদে পা রেখে সম্পূর্ণ অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে দেখল রু-কে কোলে নিয়ে ছাদের এ প্রান্ত

BanglaBook.org

থেকে ও প্রান্ত অস্থির পায়ে হেঁটে যাচ্ছে সুকুল। রু-এর মাথাটা এলিয়ে আছে সুকুলের কাঁধে! চোখ বন্ধ!

ঈশ্বরীর চোখ ফেটে জল এল— সুকুল? আমি কি তবে সুকুলের উদ্দেশ্য নিয়ে ভুল চিন্তা করছিলাম? শুধু কম শিক্ষিত এক ড্রাইভার বলেই কি এই অনীহা জাগছিল আমার? ওর সাহায্য বারবার নেওয়া সত্ত্বেও ওকে পছন্দ করতে পারছিলাম না? তিন ঘণ্টা নাকি তার বেশি সময় রু-কে এই ভাবেই আগলেছে যদি সুকুল তা হলে ঈশ্বরী সুকুলের প্রতি সব কিছু নির্বিশেষে কৃতজ্ঞ! সুকুল— তুমি তো আমাদের কেউ নও, তাও আমাদের জন্য তুমি এত করছ? তোমার ঔদার্য্যের কাছে আমি ছোট হয়ে যাচ্ছি। আমি যে জীবন দেখেছি সুকুল সেখানে তোমার মতো কেউ নেই! সেখানে সবাই খুব স্বার্থপর— আত্মতোষণ ছাড়া কিছু বোঝে না, সেখানে সবাই সবাইকে ঠকায়, সবাই সবাইকে ব্যবহার করে ছুড়ে ফেলে দেয়— সেখানে সবার চোখ রামেশ্বর ব্রুটার 'চ্যাম্পিয়নে'র চোখের মতো, এমটি ব্ল্যাঙ্ক, পলক পড়ে না, পলক ফেলতে গেলেও যদি কোনও সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়—চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ? চ্যাম্পিয়ন থাকার সুযোগ?

সুকুল তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার নেই!

সুকুল তাকে দেখতে পেয়েছে, 'আপনি এসে গেছেন?' সুকুলের গলায় উদ্‌বিগ্নতা, 'রু কিন্তু বারবার বমি করছে!'

'আবার? কেন? কিছু খেয়েছিল দেখেছিলে?'

'আমি বুঝতে পারিনি, কখন বিস্কুট খেয়ে ফেলেছে!'

'বিস্কুট? বিস্কুট কোথায় পেল?'

সুকুল চোখ নামাল, 'আমি খাব বলে এনেছিলাম!'

ঈশ্বরী কোলে টেনে নিল ছেলেকে, ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল, ডাকল 'রু!'

রু কোনও সাড়া দিল না, তাকাল না, সে আবার ডাকল, 'রু?' সে বারবার ডাকল তারপর 'রু!', 'রু' 'রু!' ঈশ্বরী চোখের পাতা টেনে খুলে দেখল— মণি স্থির। সে চিৎকার করে উঠল, 'ওর কী হল?' তার ইচ্ছে করল এই মৃত্যুর শাবককে কামড়ে দিয়ে জাগিয়ে দেয়! এবং তখন তাকে চরম স্বস্তি দিতে হড়হড় করে হলুদ জল নিজেকে নিংড়ে বের করে দিল রু!

রাত আটটা নাগাদ রু-এর চরমে উঠল পেটে ব্যথা! যন্ত্রণায় শক্ত হয়ে বেঁকে

BanglaBook.org

বেঁকে গেল রু। সুকুলের সঙ্গে আজ ট্যাক্সি নেই— বেলা পর্যন্ত চালিয়ে জমা করে দিয়ে এখানে এসেছে! সুকুল কোলে তুলে নিল রু-কে, তোয়ালে চাদর যা ছিল সব জড়িয়ে দিল ঈশ্বরী বাচ্চার শরীরে, এক বোতল গ্লুকোজ জল আর খামের তিন হাজার টাকা মুঠোয় আঁকড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ট্যাক্সি ধরল। ড. চিত্রভানু ঘোষের প্রেসক্রিপশনে লেখা আছে রবিবার বিকেলে উনি বাড়ির চেম্বারে বসেন। ফোন করার সময় নেই! তিলমাত্র আশা নিয়ে সেখানেই ছুটল ঈশ্বরী— পার্ক সার্কাস।

আর হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ল চেম্বারে অপেক্ষারতদের মাঝখানে। রু-এর ঝুলে যাওয়া মাথা, ছাই বর্ণ মুখ দেখে কেউ কিছু বলল না তাকে, বাধা দিল না। সে উন্মাদিনীর মতো ঢুকে পড়ল ভেতরে, 'ড. ঘোষ, বাচ্চাটা অজ্ঞান হয়ে গেছে! ভীষণ বমি... ভীষণ যন্ত্রণায়!' রু-কে কেউ টেনে নিল তার কোল থেকে, ড. ঘোষ রু-কে ধরে দেখেই বললেন, 'কিছু করার নেই, পেন রিলিফ ইঞ্জেকশন পুশ করতে হবে! এক্ষুনি!'

এ পর্যন্ত শুনল ঈশ্বরী, বলল... বলতে চাইল টাকা আছে, চিকিৎসার টাকা আছে... তারপর দ্বিতীয়বারের জন্য মাথা ঘুরে উঠে জ্ঞান হারাল সে!

একসময় রু-এর নিশ্বাস-প্রশ্বাসগুলো স্বাভাবিক হয়ে এল। রাত দশটা নাগাদ আস্তে আস্তে ঘুমে ঢলে পড়ল বাচ্চাটা। গৌরহরি, এক-গা জ্বর নিয়ে উঠে এসে বসেছিলেন রু-এর মাথার কাছে। রু ঘুমিয়ে পড়ার পর বললেন, 'রু এরকম কষ্ট পাচ্ছে— এ অসহ্য আমার কাছে! এ কী হল? একরত্তি শিশুর ওপর ঈশ্বরের এ কী অত্যাচার? যখন এসেছিল তখন কথা বলত, বকবক করত, গল্প শুনতে চাইত। এখন একদম বোবা মেরে গেছে!'

গৌরহরির চোখ চকচক করছে, তিনি নিজেকে আড়াল করার জন্য বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে! সুকুল দরজার কাছে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। গৌরহরি চলে যেতে এগিয়ে এসে বলল, 'টেবিলে রুটি-তরকারি এনে রেখেছি, আপনি খেয়ে নেবেন!'

সুকুলও চলে যাচ্ছে? ঈশ্বরীর মনে হল এক্ষুনি তবে ভীষণ একা হয়ে যাবে সে, মনে হল রু-কে আর তাকে একটা হাইওয়ের পাশের অন্ধকার, পরিত্যক্ত মাঠের ঘন জঙ্গলে জলার ভেতর নামিয়ে রেখে সুকুল চলে যাচ্ছে।

সে বেয়াড়া চোখে দেখল সুকুলকে, জেদি গলায় বলল, 'না, তুমি আজ যাবে না সুকুল, তুমি আজ থাকবে রাতে! এই বিপদের মধ্যে আমাদের রেখে

BanglaBook.org

চলে যাওয়ার কথা তুমি ভাবলে কী করে? যদি রাতে আবার বাড়াবাড়ি হয়?'

সুকুল নির্দ্বিধায় দেখল তাকে, 'যেতাম না, থাকতাম কাছেই, মহারানির বারান্দায় বসে থাকতাম!'

'না, তুমি এখানেই থাকো, ছাদে শুয়ে থাকো, আমার ভয় করছে, একা লাগছে! এতদিন আমি একা একা সব ভয় সহ্য করেছি। হাজার হাজার ফুট কালো মাটির মতো ভয়— কিন্তু আজ আমি তোমাকে সামনে রেখে ভয় পেতে চাই! রু-এর আবার কষ্ট হলে তোমাকে সামনে রেখে বলতে চাই, 'তুমি কিছু করো, ওকে বাঁচাও। রু যদি এভাবেই ঘুমিয়ে থাকে বাকিটা রাত তা হলে ভোরে আমি তোমাকে ডেকে দেখাতে চাই সুকুল, দ্যাখো, রু কেমন শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে, ব্যথা নেই, কান্না নেই! বোধহয় ভাল হয়ে গেছে!'— তোমাকে আমি এসবের ভাগ দিতে চাই সুকুল! রু ঘুমোক, এসো আমরা এই রুটিগুলো খেয়ে নিই দু'জনে মিলে!'

দু'জনে খেলাম আমরা খাবারটা। তারপর একটা চাদর নিয়ে সুকুল ছাদে শুতে চলে গেল। ঈশ্বরী গিয়ে বসল বাচ্চার কাছে, বলল, 'মাতৃজঠরেও তো কত বিপদ ছিল রু! ছিল না? এই যে আম্বিলিকাল কর্ড গলায় জড়িয়ে মারা যায় যে সব শিশুরা, তাদের কাছে তো মায়ের গর্ভই মৃত্যুপুরী, কিংবা তিন মাসের বেশি জন্মের অন্ধকারে ভেসে থাকতে পারে না যে-সব ফিটাস? যারা মায়ের রক্তের থেকে পেয়ে যায় রোগ?— কিংবা পেটেই যাদের ধরে ফেলে জন্ডিস বা দুরারোগ্য ইনফেকশন?— তাদের সবাইকে মা-ই তো মৃত্যু দাতব্যকারিণী, প্রদানকারিণী? আমি তোকে সেইসব মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছি, অত বিপদ পেরিয়ে এসেছিস আর এবার পারবি না?' আমি বললাম, 'যখন মায়ের গর্ভ নিকেশ করে দেয় সন্তানকে তখন মাকে দায়ী করে কি কেউ? খুনি বলে কি? ধরে নিয়ে যায় জেলে— একমাত্র মা-ই এমন মৃত্যু সরবরাহ করতে পারে যা নিয়ে প্রকৃতি কিংবা সভ্যতা প্রশ্ন তুলতে পারে না কেউ-ই!' ঈশ্বরী বলল, 'তুই ভাল হ' রু, আমি তোকে ঠিক স্কুলে ভরতি করিয়ে দেব! এই দ্যাখ, টাকা— কাল সকালেই আলট্রাসাউন্ড করাতে নিয়ে যাব তোকে— কাছেই, কোলে কোলে যাবি! 'আমি বললাম, 'মাঝে মাঝে আমার মনে হয় বেঁচে থাকা মানে অন্য কিছু নয়, আমার নিজের জীবনকে দেখতে পাওয়া— যতটা দেখা যায়! তুই চিন্তা করিস না রু, কেউ থাকুক না থাকুক— আমি তোর সঙ্গে আছি, আমার উপন্যাসের পাতাগুলো দাউ দাউ

BanglaBook.org

করে পুড়েছে, আমি সেই চোখ নিয়ে তোর দিকে, তোর পরিণতির দিকে তাকিয়ে আছি! আমি আমার সঙ্গে তোর জীবনকেও দেখছি আসলে, নিপাট দেখা!' শেষে ঈশ্বরী বলল, 'রু, এই প্রসববন্ধন অদ্ভুত, আমি তোর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকব সারারাত! সামান্য যন্ত্রণাও মুছিয়ে দেব স্নেহ দিয়ে— জাদু, জাদু রু— জাদু জাদু!' বলতে বলতে ঈশ্বরী ঘুমিয়ে পড়ল। একসময় চোখ মেলে সে দেখল সুকুল তার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে, সে উঠে বসল, 'কী সুকুল?' স্তন ঢাকল সে, দ্রুত হাতে।

'রাতটা কেটে গেছে,' বলল সুকুল।

'কেটে গেল? বাইরেটা তো অন্ধকার!'

'না, চারটে বাজে, কাক ডাকছে। আমাকে যেতে হবে, স্ট্যান্ডে গাড়ি লাগাতে হবে!'

উঠে দাঁড়ালাম আমি, সুকুলের কাঁধ হাত দিয়ে ধরলাম, 'তুমি এত করেছ সুকুল, যা বলেছি তাই শুনেছ, এই দু'মাসে আমার তোমার ওপর কেমন অধিকার জন্মে গেছে! মনে হচ্ছে তুমি আমাদের! আমার, রু-এর!' সুকুল কাঁধের ওপর থেকে আমার হাতটা নামিয়ে দিল আস্তে আস্তে, সুকুলের মুখটা প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না, বলল, 'আমারও আপনাদের নিজের মনে হয়! আমারও তো কেউ নেই!'

'সত্যি সুকুল? তাই যেন থাকে— তোমার যেন আমরা ছাড়া কেউ না থাকে সুকুল!' আমি ঘাড় তুললাম আর টানটান ঝাঁঝালো তামাকের গন্ধ পেলাম সুকুলের শরীরে। এই গন্ধটা কাল রু-এর গায়েও পেয়েছি— সুকুল রু-কে কোলে করে রেখেছিল কাল। আমার ভোর না বোঝা মনের ওপর শিথিল কৃতজ্ঞতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউ উঠল। উঠল, এগিয়ে এল। পিছিয়ে গেল, এগিয়ে এল। সুকুল আমার যে হাতটা আলতো করে ধরে নামিয়ে দিচ্ছিল ঘুমঘোরের মাথায় সেই হাত দিয়েই শক্ত করে খিমচে ধরলাম আমি সুকুলের জামার বুক, আমার ভীষণ আদর নেওয়ার ইচ্ছে হল— যে-কোনও অর্বাচীন আদর নেওয়ার! মনে হল যৌনাচারের পাশবিক সাধের হঠাৎই সংযোগ ঘটে গেল শরীরে। এক ঝলক আমার মনে পড়ল বিবস্ত্রানের ঘুমিয়ে থাকার সেই দৃশ্য, এক ঝলক মনে পড়ল 'তাকে'— যখন 'সে' সুঠাম, অনাবৃত শরীর নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানে! মনে পড়ল এ জীবনে অপমান ছাড়া আমি কী পেয়েছি? পতনশীল এক অপমানের জীবন? এবং তা ছাড়া 'the knowledge

BanglaBook.org

of guilt is itself nothing— a contingent and, not an essential concern of the self.' আমি নাক ডুবিয়ে দিলাম সুকুলের বুকে, আড়ষ্ট, স্থাণুবৎ শরীরে নিজেকে চেপে ধরলাম এবং ওকে ঠেলে নিয়ে গেলাম দেয়ালের দিকে, তারপর খুঁজে নিলাম এক জোড়া পুরু নরম ঠোঁট।

সেই মাত্র একটা ছিটকে খুলে আসা স্প্রিংয়ের মতো সুকুল জড়িয়ে নিল আমাকে। আমার দু'স্তন জুড়ে গরম পোড়া পোড়া পোড়া একটা মুখ, আমি সুকুলের মাথা ঠেলে নিয়ে গিয়ে চেপে ধরলাম নাভিতে— সুকুল সামলাতে পারল না, ফোর প্লে সামলাতে পারল না, আমাকে কোমর ধরে শুইয়ে দিল মেঝের ওপর! ওই-ই খুলে ফেলল আমাদের দু'জনের পোশাক তারপর আনাড়ির মতো ঝাঁপ দিল। অনভিজ্ঞ ছেলেটাকে আমি নিজেই ভরে নিলাম আহত ভ্রমরের মতো পাক খেতে থাকা, গুঞ্জিত, অধৈর্য তরল অন্ধকারে আর দূরে কোথায় দুটো মালগাড়ি ভীষণ জোরে ধাক্কা খেয়ে জুড়ে গেল পরস্পর! আমি সমস্ত আঘাত আহরণ করতে লাগলাম গভীরে, আনাচে-কানাচে আর ভয় পেতে লাগলাম কখন তা ফুরিয়ে যায়। তাই প্রত্যেকটা পীড়নকে মনে মনে গুনতে লাগলাম আমি কারণ আমার সুখা অন্দরে প্রতিটা একক পীড়ন এক একটা পূর্ণ যৌনতার সমান হয়ে গজরাচ্ছিল! এই উপদ্রবের ধ্বনি ছড়িয়ে দিতে লাগলাম আমার শূন্য ঘরে। আর এই সময় রু উঠে বসল বিছানায়!

ঈশ্বরী চাপা চিৎকার করে সুকুলকে সরে যেতে ধাক্কা দিল, উঠে পড়বার চেষ্টা করে বলল, 'রু?' রু বলল, 'মা?' ঈশ্বরী চেঁচাল, 'সুকুল!'

রু নেমে এল মাটিতে, সে বলল, 'না!' আর চুলের মুঠি ধরে ফেলে দিতে চাইল সুকুলকে। কিন্তু সুকুলের হাত, পা সব সাঁড়াশি হয়ে চেপে ধরল তাকে! আমি ধমকালাম, 'রু, যাও, যাও, শুয়ে পড়ো গিয়ে, যা-ও-ও-ও-ও-ও! ফর গডস্ সেক গো!'

রু এক পা, দু'পা পিছোল। ঈশ্বরী হাহাকার করে কাঁদতে লাগল। সুকুল সমস্ত শক্তি দিয়ে রমণ করতে লাগল, আমি সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে সম্ভোগ করতে লাগলাম, ঈশ্বরী গোঙাতে লাগল, আর সেই ধস্তাধস্তির মধ্যে, ভোরের প্রথম আলোর মধ্যে রু দাঁড়িয়ে রইল যেন অবাধ বিস্মিত এক দেবশিশু! একসময় সমস্ত ঘর দাপিয়ে বেড়াতে লাগল এক সৌজন্যহীন বীর্যপাতের হিঁক, হিঁক, হেঁক, হেঁক শব্দের বীভৎস, বর্বরোতম উদগার!

BanglaBook.org

নক করে, 'রাধেশ্যাম' হাউসের দোতলার ঘরে ঢুকল ঈশ্বরী, দেখল বিবস্বান লসসি জাতীয় কিছুর একটা গ্লাস হাতে ব্যালকনিতে পাতা ডেকচেয়ারে বসে আছে, চোখ বাগানের গাছপালার দিকে! এই প্রথম এই ঘরটার সৌন্দর্য নজরে এল তার! দোতলায় ওঠার সিঁড়ি থেকে শুরু হয়েছে ওপেল মার্বেলের মেঝে, সাদার মধ্যে সামান্য সামান্য বাদামি আঁচল সেই মার্বেলে। এই ঘরটাতেও সেই একই ফ্লোরিং! পিনাট রঙা দেয়াল! হালকা হালকা বাদামি, দরজার বাঁ হাতে বেড। তারপর টয়লেটের দরজা, তারপর এক ধাপ উঠে গেছে ঘরটা, সেখানে একটা খুব বড় ওয়ার্কিং টেবিল, রিভলভিং চেয়ার, টেবিলের ওপর একটা ঘন সবুজ কাটগ্লাসের ল্যাম্পশেড, কম্পিউটার, এটা সেটা, বেডের উলটো দিকে নিখুঁত সুন্দর একটা সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট। পেছনে সিলিং পর্যন্ত কাচের আলমারিতে বই ভরতি! বেডের ডান দিকের দরজার পাশে দেয়ালের এ-প্রান্ত, ও-প্রান্ত জোড়া ইনবিল্ট কাঠের ওয়ার্ডরোব, তাতে অনেকগুলো পাল্লা জুড়ে আয়নার পর আয়না, বেডের মাথার ওপর, বারান্দার ওদিকে, সোফার পেছনের দেয়ালে তিনটে বড়-বড় পেন্টিং। ঘরটার বেডস্প্রেড থেকে শুরু করে যাবতীয় আপহোলস্ট্রির রং বাদামি। নানা রকম বাদামি, গাঢ়, হালকা—বাদামি! এবং ঈশ্বরীর কাছে বাদামিই হল সব রঙের সেরা, কারণ বাদামি হল ইন্টেলেক্টের রং! বাদামিই বন্যতা থেকে সভ্যতার দিকে চলে যাওয়ার রং! ওয়ার্কিং স্পেসটা ছাড়ালেই অর্ধচন্দ্রাকার ব্যালকনি, যেটা 'রাধেশ্যাম' হাউসের ছোট্ট বাগানটার ওপর ঝুলে রয়েছে। আর সেই বারান্দাটাকে সোহাগ জানাতে ঝেঁপে এসেছে আম গাছের সদ্য মুকুল ধরা ডালপালা! ঘরটা এত বড় যে শোওয়ার এলাকা, বসার এলাকা, কাজকর্ম করার এলাকা আলাদা আলাদা ভাগ করার পরও কত অজস্র জায়গা। কিন্তু তবু তার মনে হচ্ছে যে বিবস্বানের সুবিধার জন্যই এই একটা ঘরকেই স্টাডি, মিউজিক রুম সব বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এমনকী আর্ট স্টুডিয়ো!

মিউজিক রুমও কারণ ঠিক দক্ষিণ পূর্ব কোণে একটা বেঞ্চের সমান লম্বা চেস্ট ড্রয়ারসের ওপর রয়েছে একটা মিউজিক সিস্টেম ইত্যাদি। পাশে দাঁড় করানো রয়েছে একটা আকুস্টিক গিটার। লেদারের জ্যাকেট পরানো তানপুরা, চেস্ট ড্রয়ারের ওপর রাখা একটা একতারা, অজস্র সিডি, ডিভিডি, দেয়ালে আটকানো একটা প্লাজমা টিভি, আর আর্ট স্টুডিয়ো কারণ ঘরের প্রশস্ত মধ্যিখানে একটা ইজেল, তাতে বড় ক্যানভাস, ক্যানভাসটা সদ্যই বাদামি বেস

BanglaBook.org

রং চাপানো হয়েছে পুরু করে এবং শুকোনোর জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। একটা চওড়া টিপয়ের ওপর নীচের দুটো তাকেই রঙের টিউব ছড়ানো, মেঝের ওপর একটা বেতের বড় বাস্কেট থেকে উঁকি দিয়ে বড় বড় তুলি। ঘরটা আদতে পরিপাটি— তবু ছড়ানো ছিটোনো যা তা— সিডি, বই, রং! বেডের ওপর পেজ মার্ক করা পড়ে আছে টনি মরিসনের 'বিলাভেড'! ঈশ্বরীর না পড়া, না ছোঁয়া বই!

বিবস্বান তাকে দেখে অন্যমনস্ক হয়ে উঠল, 'আমি ভাবছিলাম আপনাকে ফোন করে আসতে বারণ করব কিনা!'

ঈশ্বরীর বুকটা চাকরি যাওয়ার ভয়ে ছ্যাঁত করে উঠল, সে বলল, 'ও! কিন্তু আমার কাছে তো কোনও ফোন নেই!'

'নেই? আচ্ছা? ফোন নেই? অদ্ভুত তো! এখন তো সকলেরই হাতে হাতে ফোন!'

সে ব্যালকনি অবধি চলে গেছিল, ' তা হলে কি আমি ফিরে যাব?'

এই সময় ডালিম গাছের ডালে একটা পাখি এসে বসল। হলুদ খয়েরি, ছোট্ট ঠোঁট, বিবস্বান তার কথার কোনও উত্তর না দিয়ে চোখ ছোট করে দেখতে লাগল পাখিটাকে, বলল, 'আরে এটা তো কালকের পাখিটা মনে হচ্ছে, পাখিটা দারুণ, প্লিজ, চশমাটা একটু খুঁজে দেবেন?' ঈশ্বরী চশমা খুঁজে পেল না রুমের কোথাও, ফিরে এসে বলল, 'রুমে তো পেলাম না!' বিবস্বান ছটফট করে উঠল, 'তা হলে টয়লেটে! শিগগিরি! উড়ে যাবে!

সে একটু অস্বস্তি সত্ত্বেও হয়ে ঢুকে পড়ল এই পুরুষোচিত টয়লেটে! ওয়াশ কাউন্টারেই দেখতে পেল সোনালি ফ্রেমের চশমাটা! দ্রুত পায়ে সেটা পৌঁছে দিল বিবস্বানের হাতে। বিবস্বান খালি গ্লাসটা নামাল টেবিলে, চশমাটা পরল, বলল, 'থ্যাঙ্কস্!' এবং পাখিটাকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখতে লাগল। সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ভেবে পেল না কী করবে। এমন কী কাজ করার জন্য সে বহাল হয়েছে, ভেবে পেল না। কিন্তু তিন হাজার টাকার অর্ধেকটাই খরচ হয়ে গেছে ভেবে খালি গ্লাসটাকেই উঠিয়ে নিয়ে চলল কোথাও! কিন্তু বিবস্বান ডাকল তাকে। 'আপনার পাখির ব্যাপারে কোনও ইন্টারেস্ট নেই, না?'

সে বলতে চাইল, 'কেন বলুন, এই প্রশ্ন করলেন? একটা মৌটুসিকে দেখে এক্সাইটেড ফিল না করলেই কি পাখির ব্যাপারে অনাগ্রহ প্রকাশ পায়? পাখি নজর করার আগেরও তো কতগুলো স্টেজ আছে। মানসিক প্রস্তুতি আছে!

BanglaBook.org

প্রচণ্ড মনোসংযোগের প্রয়োজন। আমি যাব কি থাকব না বুঝে নিয়ে কী করে পাখি দেখব এখন?' কিন্তু এসব না বলে সে বলল, 'না তো, আমি পাখি ভীষণ ভালবাসি, এটা তো মৌটুসি!'

বিবস্বান তাকাল তার মুখের দিকে, এই প্রথম 'মৌটুসি? আপনি চেনেন?'

'হ্যাঁ, খুব কমই দেখা যায়! এসব বাংলার সরেস মাটির নিজস্ব পাখি...'

'ওই বুক শেলফটার থার্ড রো-তে পাখি সংক্রান্ত কিছু বই আছে! তার মধ্যে বেঙ্গল বার্ডস-টা নিয়ে আসুন তো, দেখা যাক ওই বইটা কী বলছে?'

ঈশ্বরী বইটা এনে দিল বিবস্বানকে, বিবস্বান পাতা ওলটাল, মৌটুসির ছবিটা দেখল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, তারপর বলল, 'বসুন ঈশ্বরী!' ঈশ্বরী বসতেই বিবস্বান বলল, 'ঈশ্বরী নামটা খুব সুন্দর কিন্তু নামে যতবার আপনাকে ডাকতে হবে আমায় ততবার নিজেকে তুচ্ছ 'মানুষ' 'মানুষ' মনে হবে! এই প্রবলেমটাকে সলভ করা যায় কী করে?'

'ঈশা' বলতে পারেন! সেটাও আমার নাম!'

'অর্থ?'

'ডাইরেক্ট কোনও অর্থ নেই, আই মিন ঈশ আছে, কিন্তু ঈশা নেই, ঈশ মানেও ঈশ্বর-ই। আর ঈ— যা যেটা সেটার অর্থ লাঙল, হাল— এসব!

'বেশ, তা হলে ঈ-শা-'ই থাক!'

'বেশ!'

'তুমি চলবে?' বিবস্বানের উদ্ধত স্বরে অনুমতির অপেক্ষা নেই।

'নিশ্চয়ই!'

'মুম্বই! রন্তিদেব আঙ্কল বলছিলেন, ইউ হেট মুম্বই! হোয়াই ডু ইউ হেট মুম্বই?' বিবস্বান খুব ধীরে মনোযোগী হয়ে উঠছে তার প্রতি, ওর ঠান্ডা চাউনি তার চোখ, গাল, নাকের ডগা ঠোঁট ছুঁয়ে যাচ্ছে।

এই প্রশ্ন শুনে ঈশ্বরীর মনে পড়ল রু-এর কথা। রু এখন ঘরে তালা বন্ধ অবস্থায় রয়েছে। রু-এর কাছে এখন কেউ নেই। একটা পাটি-সিট, জল, খাবার রাখা আছে ঘরের মধ্যেই! রু জিজ্ঞেস করেছিল 'কখন ফিরবে মা?' সে কী উত্তর দিত? সে নিজেই জানে না যখন কখন ফিরবে। হয়তো ফিরে গিয়ে সে দেখবে তালা ভেঙে জোর করে তুলে নিয়ে গেছে ওরা রু-কে! এবং সে আশ্চর্য হল— ওরা কই রু-এর কোনও খোঁজ করল না তো এতদিনেও? নাকি ওরা খোঁজ করছে, সে জানতে পারছে না? নাকি প্রথমটাই বেশি ঠিক?

BanglaBook.org

রু-কেও ওরা তারই মতো চায় না আসলে। সে মনে মনে বলল, 'আমাদের কেউ চায় না রু, আমাদের কেউ চায় না।'

বিবস্বান বোধহয় বুঝল সে মুম্বই সম্পর্কে কিছু বলতে চায় না, তাই প্রশ্নটা থেকে সরে গিয়ে জানতে চাইল, 'এই গেরুয়া শাড়িটার কী ব্যাপার? এই পোশাকটাই পরেন সবসময়?'

সে মুখে কিছু না বলে মাথা নিচু করে হাসল। বলল না, এটাই তার একমাত্র শাড়ি, বলল না, ভার লাঘবের উদ্দেশ্যে সব জিনিসই সে ফেলে দিয়েছিল কিছু দিন আগে! এবং ভয়ংকর বোকামি করেছিল। সেই বোকামির কথা সে এখন রোজ ভাবছে আর হাত কামড়াচ্ছে! এবং যেহেতু, 'Regret comforts one' সেহেতু বারবার নিজের জীবনের সমস্ত বোকামির কথা ভেবে চলেছে সে— দিন, রাত্রি, শয়নে, দুঃস্বপনে! এই আশঙ্কাজনক বর্তমানের পিছু পিছু ঘুরে চলেছে তার সমস্ত রকম বোকামিগুলো!

বিবস্বান বলল, 'শখ? নাকি অন্য কারণ আছে?' সে আবারও হাসল।

'বলবে না ঈশা?' বিবস্বান সত্যিই তুমি ডাকল তাকে, যুবকের ভুরুদ্বয় আর কুঞ্চিত নয়, চোখে নরম ঝোঁক! ঈশ্বরী বিবস্বানের ভীষণ সুন্দর মুখটার দিকে পরিপূর্ণ তাকাল।— বিবস্বানের যে সঙ্গ দরকার এই সেরে ওঠার দিনগুলোয় ঈশ্বরী তার তুলনায় অনেক জটিল, অনেক গভীর, অনেক আবিষ্কারের সম্ভাবনাময়! অতএব বিবস্বান ক্রাচ ছুড়ে ফেলার আগে অবধি ঈশ্বরীর সঙ্গে ভালই কাটাবে সময়টা, ঈশ্বরী একটা স্তর থেকে অন্য স্তরে পৌঁছোনোর জার্নি ওকে যথেষ্ট ব্যস্ত রাখবে! রন্তিদেব বা এই পরিবার যে উদ্দেশ্যে ঈশ্বরীকে নিয়োগ করেছে তা নিশ্চিত ভাবে সফল হবে এবং সবচেয়ে বড় কথা বিবস্বানও সেটা এবার বুঝতে পারছে— ঈশ্বরী সম্পর্কে যত বেশি আগ্রহ বোধ করবে বিবস্বান ততই সার্থক হবে এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট! আর এ কথা কে জানে না— সমস্ত দেওয়া নেওয়ার সম্পর্কের মধ্যে এই আগ্রহই সবচেয়ে মূল্যবান রসদ!

ঈশ্বরী বলল, 'শখ ঠিক নয়! আমি সম্পূর্ণ নাস্তিক, ওই পোশাকের সঙ্গে হিন্দু ধর্মের যে যোগ আছে আমি তাদের সঙ্গে নিজেকে এতটুকু রিলেট করতে পারি না! কিন্তু আমি টের পেয়েছি পোশাকটা আমার আত্মাকে এক ধরনের পবিত্রতা অর্পণ করে, ভয় চলে যায়, নিজেকে মনে হয় সৎ— মনে হয় জীবনের সমস্ত জটিলতার ভেতরও একটা করে পথ খোলা আছে!'

BanglaBook.org

বিবস্বান আর অবজ্ঞা করছে না তাকে, ঠোঁট কামড়ে ধরে বরং নিজেই কিছু ভাবছে। বলল, 'ক্যান আই হ্যাভ সাম ওয়াটার?'

ঈশ্বরী উঠে গিয়ে বেডসাইড টেবিল থেকে জল নিয়ে এল। আধঘণ্টার মধ্যেই 'রাধেশ্যাম' হাউসে তার ভূমিকা কী বুঝে গেল সে। জল খেয়ে বিবস্বান ক্রাচ বগলে উঠে দাঁড়াল, সে জানতে চাইল, 'আমি হেলপ করব?'

'না, দরকার হলে বলব! ঈশা, তুমি সুখেন্দুকে বেল দাও, ও তোমার জন্য কফি এনে দিক!'

'হ্যাঁ বলে দিচ্ছি, আপনি খাবেন?'

'না! আমি এখনও স্নান করিনি, স্নান করে লাঞ্চ করব!'

'স্নান করতে চান? কাউতে ডাকব?'

'পরে, আগে তোমাকে একটা জিনিস দেখাই এসো!' বিবস্বানের পেছন পেছন ঈশ্বরী গিয়ে দাঁড়াল ক্যানভাসের সামনে। 'তানিয়া, মাই লেট ওয়াইফ!' বলল বিবস্বান। ঈশ্বরী এবার লক্ষ করল ক্যানভাসের নারীর অবয়বের মতো ফুটে ওঠার চেষ্টা করা কটা আঁচড়! বিবস্বান বলতে লাগল, 'সামথিং স্ট্রেঞ্জ ইজ হ্যাপেনিং ইন মাই লাইফ! আমি আমার স্ত্রীকে, এতদিনের চেনা তানিয়াকে কবে থেকে আঁকার চেষ্টা করছি কিন্তু পারছি না!' ক্যানভাসটার দিকে কেমন একটা বিরূপতা নিয়ে তাকাল বিবস্বান, 'হোয়াই ইজ দিস হ্যাপেনিং? আমার মনের মধ্যে যে ভাবে দেখতে পাই তানিয়াকে, সেই তানিয়াকেই তো আঁকতে চেষ্টা করছি কিন্তু কিছু দাঁড়াচ্ছে না! অদ্ভুত অদ্ভুত সব ফ্রেম মাথায় আসে আমার, অদ্ভুত সব মোমেন্টস, তানিয়া আজও আমাকে সমানে পোজ দেয়, অসাধারণ পোজ...! দিল্লিতে একরকম তানিয়া, গরমে ছটফট করছে, দূর থেকে ছুটে আসছে, গরম ভাপে স্বচক্ষে দেখছি কাঁপছে সেই ছবি— ভাইজ্যাগ, পুনেতে এরকম তানিয়া— মুম্বইতে— খালি বন্ধুবান্ধব, আড্ডা, বিয়ার খাওয়া— কতরকম তানিয়া চোখের সামনে ভাসছে...! কত ট্র্যাভেল করেছি আমরা ঈশা! সব স্পষ্ট মনে আছে আমার। ইউ ওন্ট বিলিভ— হাউ প্রিটি শি ওয়াজ, একদম অ্যাপল রেড, টল— কিন্তু আঁকার চেষ্টা করলে আই ক্যান ক্যাপচার নাথিং! স্ট্রেঞ্জ— স্ট্রেঞ্জ— ইজন্ট ইট?'

ঈশ্বরী অবাক চোখে দেখছে বিবস্বানকে। 'কেন, কেন পারছি না বলো তো? অথচ, বিলিভ মি, আই অ্যাম আ গুড পেন্টার! এটা তো আমারই আঁকা!' বেডের মাথার ওপর ঝুলে থাকা পেন্টিংটার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ

BanglaBook.org

করল বিবস্বান। চার বাই তিন, ক্যানভাসের ওপর অয়েল। ধূসর পটভূমির ওপর শুয়ে থাকা এক নগ্নিকা, অন্ধকারের দিকে ঝুলছে সর্পিল চুল, মাথার ওপর ছড়ানো দু'হাতে একটায় পদ্মকুঁড়ি, অন্য হাতে একটা অগ্নিপাত্র। খুব পেল ছবি। আগুনের কমলা, হলুদও খুব নিষ্প্রভ! ছবিটার নাম 'জাস্ট ফিনিশড!' ঈশ্বরীর কাছে ছবিটা দারুণ বলে মনে হল। সে বলে উঠল, 'এ আপনার আঁকা? এ তো দারুণ!' বিবস্বান অভিমানী মুখে বলল, 'এটাও তানিয়া! আই ট্রিটেড হার অ্যাজ আ গডেস, অ্যাজ ঈশ্বরী! তুমি জানো, আমি ওর অসংখ্য নুড্‌স এঁকেছি! সামনে বসিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওর এক একটা রোমকূপের দিকে তাকিয়ে থেকেছি অথচ এখন ওর ফটোগ্রাফের হেলপ না নিয়ে ওর একটা পেনসিল স্কেচ পর্যন্ত করতে পারছি না? কেন বলো তো? আমার নিজেকে খুব ব্যর্থ বলে মনে হচ্ছে। আমি ভাবতাম আমি ওর সত্যিকারের প্রেমিক, ওর সব প্রেমিকদের মধ্যে সেরা, বাট আই থিঙ্ক আই অ্যাম রং!' বিবস্বান এগোয়, ঈশ্বরী ওর পা-টা ভাল করে লক্ষ করে, বাঁ পায়ের পাতাটা ফেলতে পারছে না!

বিবস্বান ওয়ার্ডরোবের একটা পাল্লা খোলে, পরপর শুইয়ে রাখা কতগুলো ছোট বড় ক্যানভাস, ঈশ্বরী বুঝতে পারে কী দেখাতে চাইছে বিবস্বান তাকে। সে সবচেয়ে ওপরেরটা বের করে দেয় টেনে, বিবস্বান পয়েন্ট আউট করে দেয় 'দ্যাখো, এটা দ্যাখো! হয়েছে? হয়নি! ইজ দিস তানিয়া? নো, নট অ্যাট অল!' বিবস্বান কাঁধ ঝাঁকায়। বলে, 'হাউ ফানি!' তারপর ফিরে যেতে চায় বিছানার দিকে, যেন কিছুটা ক্লান্ত, এভাবে ক্রাচ রেখে শুয়ে পড়ে এবং এইসময় ঈশ্বরী ভেবে পায় না কী করবে। সে সহজ হওয়ার চেষ্টা করে বলে, 'আপনার জল শেষ, আমি দেখছি!' তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে দরজাটা টেনে দেয়।

বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরী সীতার মুখোমুখি হয়। সীতা মৃদু হাস্য সহকারে বলেন, 'ও, তুমি এসেছ? আমি জানিই না!'

সীতার পরনে জিমের পোশাক, তাঁকে স্বাস্থ্য ঝলমলে দেখায়। সীতা বলেন, 'বুবু কী করছে?'

'একটু রেস্ট নিচ্ছেন!'

সীতা মুখে আফশোস সূচক শব্দ করেন, 'ও নিতে পারছে না, আমি দেখছি তো— যেন ভীষণ ক্লান্ত, আর কিছু দিন মেরিল্যান্ডে থেকে এলেই ভাল হত!'

BanglaBook.org

তারা দু'জনেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে ডাইনিং হলে প্রবেশ করে। সীতা খুব ব্যস্ত ভঙ্গিতে কথা বলতে থাকেন, 'এর ওপরে একটা রুম আর টয়লেট আছে ঈশ্বরী! তুমি ওটা ব্যবহার করো! ওয়ার্ডরোব আছে, বেড আছে। আই নো বুবু, কখন ওর মুড অফ হয়ে যাবে, অ্যান্ড হি উইল নট অ্যালাউ এনি ওয়ান ইন হিজ রুম। ছোট থেকেই ও ভীষণ মুডি! আমি ওকে কোনওদিনও বুঝতে পারিনি। আমি যখন এ বাড়িতে আসি তখন হি ওয়াজ টেন ইয়ার্স ওল্ড! তখন থেকেই ও প্রচণ্ড চুপচাপ, ঠান্ডা, কারও সঙ্গে কথা বলতে চাইত না। কিন্তু ও আমাকে পছন্দ করেছিল। এখনও আমিই সম্ভবত এ বাড়িতে ওর একমাত্র কাছের লোক! তুমি দাঁড়িয়ে কেন? বোসো!'

সে চেয়ার টেনে বসল, সীতা বিবস্বানের সৎ মা বলেই ধারণা হল তার! সীতা বললেন, 'কফি খাবে?'

সে মাথা নাড়ল। সীতা ডাকলেন, 'উমাপতি!'

'আপনার উমাপতি ফিরে এল?'

'উফঃ, বিগ রিলিফ ঈশ্বরী! উমাপতি না থাকলে এ বাড়িতে আমরা কেউ খেতে পাই না জানো? আমি বলি উমাপতি ইজ মাই উপপতি!'

সে হেসে ফেলল, সীতা চোখ মারলেন, 'ভাগ্যিস উমাপতি বাংলা ভাল বোঝে না!'

বয়স্ক একজন সাদা পোশাকে এসে দাঁড়িয়ে ছিল টেবিলের সামনে। চোখে হাই পাওয়ার চশমা, চোখমুখ কেমন ভাবুক, ভাবুক! হল থেকে বোঝা যায়নি, বুধাদিত্য বাগচীর চেম্বারের নীচের অংশটাই এ বাড়ির কিচেন, ওপেন কিচেন। হলুদ, নস্যি টালি বসানো বেশ জমকালো কালারফুল রান্নাঘর! সীতা উমাপতিকে খুব মধুর স্বরে বললেন, 'উমাপতি, ছোট-ছোট দুটো দোসা খাওয়াও আমাদের। ধনেপাতার চাটনি বানিয়েছ?'

উমাপতি বলল, 'আজ্ঞে! আর কী?'

'আর? আর কফি— ব্যস! শোনো, এই ম্যাডাম বুবুর বন্ধু, এখন রোজ আসবে, ওর খেয়াল রাখবে, কেমন? এটা সেটা বানিয়ে খাওয়াবে! ওর লাঞ্চটা বুবুর রুমেই দিয়ো, বুবু নইলে একা-একা খাবে, একা-একা খেতে হলে বুবু ভীষণ রেগে যায়!'

কথার মধ্যেই উমাপতি তাকে হাত তুলে নমস্কার করল, সীতা বললে, 'বুবু ওমলেট ফিরিয়ে দিল কেন সকালে?'

BanglaBook.org

'মর্জি!' বলে উঠল উমাপতি। 'এই ওমলেট খেতে চাইছে, এই ওমলেট ফিরিয়ে দিচ্ছে!' সীতা হেসে ফেললেন, 'আচ্ছা, যাও, জিম করে ভীষণ খিদে পেয়েছে! ঈশ্বরী, জেনে রাখো, উমাপতি একজন পাওয়ারফুল লোক, বুবুর জন্মের আগেকার— মাঝেমধ্যে ও তোমাকেও ধমকধামক দিয়ে দিতে পারে!'

সীতা তাকে কাচের জগ থেকে জল ঢেলে দিলেন গ্লাসে, 'তোমার যখন কোনও হেলপ লাগবে তুমি সুখেন্দুকে ডাকবে! বুবু ওকে পছন্দ করে!' তারপর একটা ছোট্ট হাই তুললেন সীতা! 'রন্তিদেব বলেছিলেন আমি যেন তোমায় হাজার তিনেক অ্যাডভান্স করি! ইউ গট ইট?'

'হ্যাঁ!'

'শোনো, আমি কখন থাকি না থাকি, তাই বুবুর বেডসাইড ড্রয়ারে তোমার খামটা প্রতিদিন সকালে রাখা থাকবে, মনোজ এগুলো দেখে, হাজার জনের হাজার পেমেন্ট, আমি মনে রাখতে পারি না, ও তোমারটাও রেখে দেবে। রোজকারটা রোজই দিয়ে দেওয়া ভাল! যদি ও কোনও কারণে ভুলে-টুলে যায় লজ্জা পাবে না। মনে করিয়ে দিয়ো!'

ঈশ্বরী বলল, 'বিবস্বান আমি আসার পর বলছিলেন যে উনি ভাবছিলেন ফোন করে আমাকে আসতে বারণ করবেন!'

'ও তাই? সেটা বোধহয় কস্তুরী আসবে বলে!'

'কস্তুরী?' সে ভয় পেল, কস্তুরী নিশ্চয়ই তারই মতো কেউ একজন।

'কস্তুরী বেসিকালি তানিয়ার বান্ধবী ছিল, তারপর তানিয়া, বিবস্বান দু'জনেই সিডেনহেমে পড়তে গেল। কস্তুরীও গেল— তানিয়া আর কস্তুরী ওখানে রুম মেট ছিল! বিবস্বান মুম্বইতে ও এন এম-এ জয়েন করল। ক্রিয়েটিভ টিমে— তানিয়া আর কস্তুরী ঢুকল আর কে-তে। তারপর বাচ্চা-বাচ্চা করে অস্থির হয়ে উঠল তানিয়া! তারপর তো...! কস্তুরী খুব ভালবাসত তানিয়াকে, বিবস্বানের জন্যও ওর খুব টান। চেষ্টা করে মাঝে মাঝে এসে ওকে দেখে যেতে! ইউ এস এ গেছিল আমাদের সঙ্গে! বুবু ফেরার পরও দেখে গেছে। আবার আজ আসতে চাইছিল, কিন্তু পারল না বোধহয়! ব্যস্ত মেয়ে!'

উমাপতির সব রেডি, সোনালি-সাদা মুচমুচে দোসা নামিয়ে দিল প্লেটে, ছোট-ছোট বাটিতে সাজিয়ে দিল তিনরকম তরকারি, সাম্বর, চাটনিও দু'-তিন রকম! সীতা বললেন, 'মিষ্টি খাবে? মোরব্বা? উমাপতি, চৌহানদের ওখান থেকে আটার লাড্ডু এসেছে, আমাকে একটা দিয়ো। ঈশ্বরী তুমি খেজুরের

BanglaBook.org

তক্তি খাবে, আল-বাসরার? উমাপতি, আমি আর লাঞ্চ খাব না, আমি এখনই একটু বেশি করে খাব!'

সমস্ত খাবার যখন একে-একে এসে সামনে জড়ো হল ঈশ্বরীর— মুসুম্বির রস, ন্যাসপাতি, মাছভাজা— তখন লজ্জা লাগল না তার। কিন্তু চোখদুটো জ্বালা করে উঠল, জল নয়, ভেতরে-ভেতরে রক্তের শীর্ণ শীর্ণ স্রোত এসে ভরিয়ে তুলতে লাগল চোখের শিরা, উপশিরা— তার মনে পড়ল রু-এর জন্য একটা বাটির মধ্যে চটকে মেখে দিয়ে এসেছে সে গলাভাত আর আলুসেদ্ধ! রু তাই একটু একটু খাচ্ছে চামচে করে হয়তো। বাটিটায় হয়তো পিঁপড়ে ধরে গেছে, যত সময় বয়ে যাবে সেই চটকানো ভাত আর আলু থেকে বেরিয়ে আসবে জল! রু সেই জলটাকে ঘৃণা করে! চামচে করে তুলে তুলে জলটা ফেলবে রু ভাত মুখে তোলার আগে। বন্ধ ঘরে সেটাই তখন ওর একমাত্র খেলা!

এই হয়, এই উপন্যাস বারবার আমাকেই দায়ী করে। এই উপন্যাস ঈশ্বরীকে, তার চাওয়াগুলো, না পাওয়াগুলোকে জন্মাবধি অসামান্য করে দেখেছে— সরল, হয়রান, অনাথ করে দেখেছে! তাই এই উপন্যাস ঈশ্বরীর প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট। আমি এই উপন্যাস থেকে সরে যেতে চাই— নইলে অবান্তর নক্ষত্রের দোষ আমাকে ভ্রষ্ট করবে, এই উপন্যাস আমাকে নিয়ে যে সাপলুডো খেলতে চাইছে তাতে আমি জেনে বুঝে অংশ নেব? আমি রেগে উঠে ঘেমেনেয়ে বেরিয়ে আসতে চাইই ঈশ্বরীর ভেতর থেকে— থাক ঈশ্বরী একা। কিন্তু ঈশ্বরীই আমাকে টেনে ধরে, আমি তখন পদাঘাত করি ঈশ্বরীকে, 'রাধেশ্যাম' হাউসে ঈশ্বরী পিছু হটে যায়। আমার আর সীতার খাওয়া চলতে থাকে!

আমাদের খাওয়া যখন শেষ, কফিতে চুমুক দিচ্ছি তখন সুখেন্দু এসে দাঁড়ায় ডাইনিং হলে, বলে, 'দাদা আপনাকে ডাকছেন ম্যাডাম!'

সুখেন্দু কথাটা আমাকে বলে। আমি চেয়ার ঠেলে উঠে পড়ি, আমার ইচ্ছে করে ছুটে যাই, এই ডাক ঝংকার তোলে আমার তন্ত্রীতে! আমার নার্ভাস লাগে! বিবস্বানের আমাকে দরকার? এই দরকার আমার পে-প্যাকেটের

BanglaBook.org

তুলনায় ভারী বলে মনে হয়! সীতা বলে ওঠেন, 'এই, তুমি শেষ করো খাবারটা!' আমি কৃতজ্ঞ চোখে তাকাই সীতার দিকে, বলি, 'আমি আগে শুনে আসি?'

'আচ্ছা যাও!' বলেন সীতা এবং মিষ্টি হাসেন, sometimes women do like women! সীতাকেও আমার ভাল লাগে খুব! আমার মনে হয়, কতদিন-কতদিন আমার জীবনে কোনও নারী ছিল না! হঠাৎ হৃদয় বিকল করে দেওয়ার মতো এই অভাব টের পাই আমি। নারীর জীবনে কোনও নারী না থাকলে কী থাকে? মেয়েদের জীবনে মেয়েরা ভীষণ মূল্যবান। একজন পুরুষকে দেখলে একজন মেয়ে বুঝতে পারে যে সে মেয়ে, একজন নারীকে দেখলে সে বুঝতে পারে যে সে মানুষ-ও!

ওপরে ফিরতেই বিবস্বানকে অস্থির দেখি যেন, ওকে কেমন একাকী লাগে, একাকী ও বিষণ্ণ, বিবস্বান বলে, 'ঈশা, তুমি কোথায় গেছিলে?'

আমার লজ্জা হয়, খাওয়ার কথা এড়িয়ে আমি বলি, 'সীতা আন্টির কাছে ছিলাম!'

'এখানে এসো! না বলে যাবে না...!'

আমার ভিতরটা কেঁপে ওঠে! মনে হয় বিবস্বান আমার গেরুয়া আঁচল মুঠোয় ধরবে, কাউকে খুঁজবে তাতে!— এভাবে কেউ ডাকে বিবস্বান?— মনে মনে জানতে চাই আর এক পা, এক পা এগোই আমি।— বিবস্বান বিরক্ত চাউনি সরিয়ে নেয় আমার ওপর থেকে, আমার পিঠ শিরশির করে, স্তন ব্যথা করে কষ্টে, এসব কীসে হয় আমি বুঝি। এভাবে তো কেউ ডাকেনি আমাকে কতদিন— এই উপন্যাস পর্যন্ত বুঝতে পারে এই যন্ত্রণা! বিবস্বান শুষে নিতে থাকে আমার রূঢ় পদার্থ, কাছে যেতে বলে ওঠে, 'ওখানে যা যা রাখা আছে, তার মধ্যে থেকে তোমার যেটা পছন্দ হয় বেছে নিয়ে চালাও!' বিবস্বান গালে হাত রাখে, ভুরুতে অবধাবিত হয় চিন্তা। বেডের ওপর ছড়ানো সাত-আটটা সিডি থেকে একটা বেছে নিই আমি। চোখের ইশারায় বিবস্বান বলে দেয় কীভাবে চালাতে হবে ওর মিউজিক সিস্টেমটা। নির্দিষ্ট গানটায় পৌঁছে এক লাল আলো দু'বার দপদপ করে ওঠে, আমার মনে হয় গানটা শুরু হবে আর বিবস্বানের ঘর থেকে আমি একটা বুদ্‌বুদের মতো ফেটে মিলিয়ে যাব— আমার কান্না পায় সেই কারণে। তারপর গানটা আমার জীবনমেধের ভেতর থেকে এই মুহূর্তগুলোকে সর্বোচ্চতায় পৌঁছে দিয়ে বেজে ওঠে—

BanglaBook.org

'লোগ কহেতে হ্যায়
আজনবি তুম হো!
আজনবি মেরি জিন্দেগি তুম হো!
লোগ কহেতে হ্যায়
আজনবি তুম হো!'

আমি বিবস্বানের মুখের দিকে তাকাই ভয়ে ভয়ে, দেখি বিবস্বান আমাকেই দেখছে! ওর চোখই বলে দেয় আমি পেরেছি! আমি ওর সঙ্গে সামনের চারটে-পাঁচটা মাস থাকার যোগ্যতা প্রমাণ করেছি! তারপর ও চোখ সরিয়ে নিয়ে কোথায় ডুব মারে—

মুঝকো আপনা শরিকে গম কর লো
ইউঁ অকেলে বহ্‌ত দুখী তুম হো!
আজনবি মেরি জিন্দেগি তুম হো!

খুব ধীরে কেটে যায় আমার আর বিবস্বান, উভয়ের শূন্যতা! সমর্পণের দীর্ঘ শেরগুলো আমার কাছ থেকে পৌঁছে যেতে থাকে বিবস্বানের দিকে। চেস্ট অব ড্রয়ার্সে ভর দিয়ে আমি দাঁড়িয়ে থাকি! ইচ্ছে করে আর এক কাপ কফির কথা বলি সুখেন্দুকে! এ-বাড়ির কফির কী দারুণ স্বাদ, গন্ধ! সীতা বলছিলেন এই কফির বীজ সদ্য ব্রাজিল থেকে এসেছে!

ল্যান্সডাউনে ফিরতে ফিরতে ঈশ্বরীর সাতটা বেজে গেল। পাঁচটার পর থেকেই সে ছটফট করছিল ফেরার জন্য। বিবস্বানকে জিজ্ঞেস করতে পারছিল না কখন ছুটি? সমস্ত দুপুর বিবস্বান চোখ বুজে পড়ে ছিল সোফায়, একটা কথাও বলল না, লাঞ্চ খেল না, বিবস্বানের গম্ভীর মুখ, লাল চোখ দেখে সে ভয় পেয়েছিল! মাত্র একবার সে নড়তে চেষ্টা করেছিল বিবস্বানের সামনে থেকে, বিবস্বান অমনি বলল, 'কোথায় যাচ্ছ ঈশ্বরী?' তাকে ঈশ্বরী ডাকল বিবস্বান, নিজে থেকে! কেন? 'আই থট ইউ ওয়ান্টেড টু বি অ্যালোন— তাই পাশের রুমে যাচ্ছিলাম! সীতা আন্টি ওটাই আমাকে ব্যবহার করতে বলেছেন প্রয়োজনে!'

সিডি রোমের রিমোটটা সোফায় ছুড়ে ফেলেছিল বিবস্বান, 'নো, আই

BanglaBook.org

ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি অ্যালোন! আমি এক মুহূর্তও একা থাকতে চাই না, আমি আমার শোকের ভেতর থাকতে চাই কিন্তু একা থাকতে চাই না! আমার শোক, বেদনা, হতাশা আমি খুলে রাখতে চাই অন্যের সামনে। আমি যখনই ভেঙে পড়তে চেয়েছি ঈশ্বরী, আমার পরিবার আমার সামনে থেকে সরে গেছে, ওরা ভেবেছে ওরা থাকলে আমি নিজেকে সামলাতে পারব না! ওরা ভুল ভেবেছে— ওরা আমাকে বোঝেনি! ওরা নিজেদের বোঝে, আমাকে বোঝে না! এ-বাড়িতে কেউ আমাকে বোঝে না। আর সেই জন্যই আমার তোমার মতো কাউকে দরকার পড়ে ঈশ্বরী!'

এই কথায় তার আত্মা আবার কষ্ট পেল, যেন জোয়ানের আরক পড়ে গেছে এমন জ্বালা করে উঠল ভেতরটা। সে বলল, 'একজন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট মানুষ, তড়িতাহত মানুষ অন্য একজন জলে ডুবে যেতে বসা মানুষের যন্ত্রণাকে, বিপদকে বুঝতে পারবে না বিবস্বান! দুটোর শারীরিক কষ্ট আলাদা, বেঁচে ওঠার জন্য বিদ্যুতের সঙ্গে, জলের সঙ্গে সংঘর্ষটাও আলাদা— কিন্তু মৃত্যুভয়টা তো একই? দো আই উইল বি পেড ফর অল দিস মোমেন্টস আই স্পেন্ড উইথ ইউ— ইভন দেন— মনের তো কতগুলো গভীর স্তর থাকে, সুপ্ত অঞ্চল থাকে? একটা জায়গা আমারও রয়েছে বিবস্বান যেখানে আমার সত্যিই মনে থাকছে না আমি এখানে কে? আপনিও সেটা ভুলতে চেষ্টা করুন। লেট আস সি হাউ মাচ উই ক্যান শেয়ার!'

বিবস্বান বলল, 'আমি ভীষণ দুর্বল মনের হয়ে গেছি! তুমি যা বললে তা আমারই তোমাকে বলার কথা! আমারই বলার কথা, 'ঈশ্বরী ইউ আর সো নাইস— ভেরি সেনসিটিভ— আমরা বন্ধু হতে পারি, অ্যাট লিস্ট কথা বলতে পারি— কথা, কথা কথা, ভীষণ জরুরি একটা প্রবৃত্তি— নিজে কথা বলা আর অন্য কারও কথা শোনা! কথা বলতে বলতে আমরা দু'জনেই ভুলতে পারি যে তুমি সকাল এগারোটায় আসবে আর সন্ধে-সন্ধে চলে যাবে!'

'ভুলতে পারি যে যাওয়ার সময় আপনার বেডসাইড ড্রয়ারে রাখা খামটার কথা আমাকে ভুললে চলবে না! ভুলতে পারি যে ওই খামটা আমার কাছে ভীষণ দরকারি একটা জিনিস— খামটা আমাকে জোর করে নিতে হবে!' ঘুরিয়ে বলা তথ্যটা বিবস্বানকে স্পর্শই করল না, ও বলল, 'শমী নামের একটা মেয়ে, বাংলা সাবজেক্ট ছিল, কার মাধ্যমে এসেছিল আই ডোন্ট রিমেম্বার! একদম ডেপথ ছিল না! শি ওয়াজ সো বোরিং, অল দা হোয়াইল এদিক আর

BanglaBook.org

ওদিক তাকাত শুধু, আমার রুমে কী আছে দেখার বলো তো? সবচেয়ে খারাপ যে আমাকে না দেখে আমার ফার্নিচারকে দেখছে— আই গট সো অ্যাংরি! আরে, কনসেনট্রেট অন মি ইয়ার!' এই প্রথম হাসল বিবস্বান— 'ভেবেছিলাম, বাংলার মেয়ে, ভালই হল, এখানে নতুন কী কাব্যটাব্য হচ্ছে একটু বুঝতে চেষ্টা করব...!' বিবস্বান থামল, 'বাট ইউ আর ডিফারেন্ট! ডিফারেন্ট দ্যান এনিবডি আই নো! এই শাড়িতে ইউ রিয়েলি লুক আন-রিয়েল! যেন আছ কিন্তু নেই! বা তুমি হয়তো জানো কীভাবে একই সঙ্গে থেকেও না থাকা যায়!'

ঈশ্বরী বিবস্বানকে বিচার করতে অসমর্থ হচ্ছিল বারবার, সেই প্রথম দিন থেকে! বিবস্বান জানে সে ভাড়াটে ছাড়া কিছু নয়, কিন্তু তার যোগ্যতা স্বীকার করতে ওর কোনও দ্বিধা নেই। এবং সেই যোগ্যতাও জোরালো কিছু নয়— অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়াজ! 'থাক কিন্তু থাক না!'

সীতা, বিবস্বান— ঈশ্বরী ভাবল— এদের জুবান বুদ্ধির ধার খাওয়া! এদের কাছে ডেপথ একটা মেটিরিয়াল! শোক করা, শোক প্রকাশ করা রাইট! বিবস্বান আপাতত নিজের আবেগের সঙ্গে থাকতে চায়! হি হ্যাজ চোজেন টু লিভ লাইক দিস ফর সামটাইম! শোককে ভুলতে চাওয়ার ইনসিকিয়োরিটি বিবস্বানের নেই!

ঈশ্বরী এত কিছু পর পর সাজাতে পারে— কিন্তু তা সত্ত্বেও বিবস্বানের প্রতি নিজের মনোভাবকে রেকগনাইজ করতে পারে না!— এবং ওয়ার্ডরোবের ভেতর থেকে বের করে আনা নষ্ট ক্যানভাসটার কথা মনে পড়ে তার সেখানে তানিয়াকে শুধু নয়, তানিয়ার বুকের ওপর উলটে পড়ে থাকা একটা শিশুকে আঁকার জন্য বিবস্বানের ব্যর্থ চেষ্টা, ক্রমাগত চেষ্টা তাকে বিষণ্ণ করেও বিষণ্ণ করে না। এবং তার মনোভাবেরই প্রতিধ্বনি হতে থাকে মাধ্যন্দিন আকাশের রুক্ষতায়— সৌরতাপে তীব্র বিবৃতি দেয় যেন এক গজলের ক্রোমাটিক নোটসগুলো— 'কড়ি মা', 'শুদ্ধ মা' 'গা' লাগে গানে—

খুদ কো পড়তা হুঁ, ছোড় দেতা হুঁ
এক বরক রোজ মোড় দেতা হুঁ
ইস কদর জখম হ্যাঁয় নিগাহোঁ মেঁ
রোজ এক আইনা তোড় দেতা হুঁ!
...খুদ কো পড়তা হুঁ, ছোড় দেতা হুঁ!

BanglaBook.org

ফিরে ঘরের দরজা খুলে ঈশ্বরী দেখল রু ঘুমিয়ে আছে। সুসু, পটির একটা গন্ধ ভাসছে বাতাসে। রু ঘুমিয়ে আছে পাশ ফিরে— হাত, পা গুটিয়ে! বালিশ থেকে গড়িয়ে গেছে মাথা। ঘরের মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে ঈশ্বরী অবাক হল এই ভেবে যে দিনটা সত্যিই এরকম কাটল তার?— রু-কে আট ঘণ্টা ঘরে বন্ধ করে রেখে?

তার জীবন এখন তার কাছে এই নিষ্ঠুরতা দাবি করছে, তার জীবন এখন তাকে ছেড়ে নির্যাতন করছে তার ছেলেকে!

রু-কে দেখার জন্য ঝুঁকে পড়ল ঈশ্বরী! একসময় তার মনে হয় রু হঠাৎ বমি করে করে মরে যেতে পারে! রু-এর গায়ে এখন কেমন একটা বমি বমি গন্ধ! এই ঘরের গন্ধটাও তাই!

সীতার দেওয়া তিনশো টাকা পেয়েছে সে। তিন হাজারের মধ্যে এখনও হাজার দুয়েক বাকি রয়েছে। চাল, ডাল, তেল, নুন সবই অনেক দিনের মতো সঞ্চয় করা হয়ে গেছে! একটা ফিনাইল কেনার কথাই শুধু মনে ছিল না; সকাল সকালে রু-কে নিয়ে যেতে হবে সোনোগ্রাফি করাতে! ডা. চিত্রভানু ঘোষ যে তিনটে ওষুধ দিয়েছেন রু-কে খাওয়াতে তা খাওয়ার পর থেকেই রু হিসি করতে গিয়ে কাঁদছে। বলছে, 'জ্বলছে মা!' রু যে কী ভীষণ দুর্বল বিশ্বাস করা যায় না! রু যেন এখন ঠিকমতো কাঁদতেও পারে না! এক মাস হয়ে গেল শরীরে কোনও প্রোটিন যায়নি ওর!

এ বাড়িতে মশা নেই, কিন্তু ভীষণ পিঁপড়ে, জায়গায় জায়গায় পিঁপড়েদের ভিড়, সে দ্রুত হাতে শাড়ি ছেড়ে পটিসিটটা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ধুয়ে ফেলল। এঁটো বাসনগুলো সরিয়ে পরিষ্কার করে ফেলল ঘর, তারপর শাড়ি, ব্লাউজ কেচে মেলে দিল ছাদে। কাজগুলো করতে করতে তার কেবলই মনে হতে লাগল রু-কে ডেকে তুলে আদর করার কথা; কিন্তু কোথায় কী একটা গন্ডগোল হয়ে গেছে— রু-এর দিকে তাকাতে গেলে যেন চোখের জ্যোতি হারিয়ে ফেলছে ঈশ্বরী, মনে হচ্ছে এই নিষ্প্রাণ ছেলেটা, ছোট ছেলেটার ভেতর একটা প্রেতজন্ম বাসা বেঁধেছে! ওর চোখের দৃষ্টির মধ্যে কেমন একটা চোরা ফাঁক! একটা অবিশ্বাস! তুলতুলে মুখে একটা দুর্গমতা! রোরুদ্যমান, কাতর, করুণ রু যেন হঠাৎ হারিয়েছে! একরত্তি ছেলের দিকে হাত বাড়ানো কী কঠিন এখন তার পক্ষে— আর সে বুঝতে পারছে এ সবই সেই অপরাধবোধ যা contingent, এবং তা নষ্ট করে দিচ্ছে তার দ্রবণীয় ভূমিকা!

BanglaBook.org

'সময় লাগবে হয়তো, কিন্তু রু ভুলেও যাবে সব কখনও না কখনও!'— নতুন করে ভাত বসাতে বসাতে ঈশ্বরী নিজেকে বোঝাচ্ছে এ কথা! বোঝাচ্ছে!

সে রু-কে ডাকল না! সে রু-এর চারপাশে ঘুরল, শয্যার চাদর টেনে দিল। সে খুব কাছাকাছি গেল কিন্তু ছুঁল না ছেলেকে, ফলে তার পাঁজরের মায়া পেশিগুলো দপদপ করতে লাগল! সে তখন বেরিয়ে এল ছাদে! আর তারপর, যত এই বিচ্ছেদ চেপে বসতে লাগল তার মাথায়, সে তত অপ্রকৃতিস্থের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল ছাদে!

একসময় রু উঠল আর এসে দাঁড়াল দরজায়! ও এখন বেশিক্ষণ দাঁড়াতেই পারে না! ঈশ্বরী ছুটে গিয়ে হাত ধরল ছেলের। টয়লেট করে মুখটুখ ধুয়ে গলা ভাত, আলুসেদ্ধর প্লেট হাতে ধরল রু! তারপর তাকিয়ে রইল তার দিকে। ঈশ্বর বলল, 'খাও রু! গরম গরম খাও!'

রু বলল, 'একটু নুন!'

'নুন দিয়েছি।' বলল সে।

'আর একটু দাও!'

সে আর একটু নুন দিল, রু এক চামচ মুখে তুলে বলল, 'আর একটু নুন দিতে হবে' সে আরও একটু নুন দিল! রু মুখে দিয়ে আবার আর একটু নুন চাইল!

রু বারবার নুন চাইতে লাগল। সে এক খাবলা নুন ফেলে দেওয়ার পরও নুন চাইল গোল গোল চোখে। একসময় খেপে গেল ঈশ্বরী! প্লেটটা টান মেরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে দু'হাতে টিপে ধরল ছেলেকে বুকে, 'তুই কী খাবি বল! আমি তোকে তাই খাওয়াব রু! তারপর যা হয় হবে!'

রু বলল, 'না! বমি হবে!'

সে ছেলের বুকে মুখ ঘষতে লাগল, সে ছেলের পায়ে মাথা কুটতে লাগল। সে পাগল হয়ে গেল কেঁদে, কিন্তু রু কিছুতেই অন্য একটা খাবারের নাম উচ্চারণ পর্যন্ত করল না! ঈশ্বরী বলল, 'রু, তোর সব অসুখ আমাকে দিয়ে দিক ঈশ্বর! তুই ভাল হয়ে যা! তুই ভাল হয়ে যা!

রু চোখ ছোট করে তাকাল তার দিকে— নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার মতো সেই দৃষ্টি! বলল, 'আমি চাই না তোমার এরকম হোক!'

BanglaBook.org

গৌরহরি ভীষণ অসুস্থ বলে একেবারেই ওঠানামা করতে পারছেন না, ঘরেই শুয়ে থাকছেন সবসময়! ঈশ্বরীই ওষুধ এনে দিচ্ছে প্রয়োজনে! রু-কে সনোগ্রাফি করিয়ে, ব্লাড, ইউরিন, স্টুল সব জমা করিয়ে রু-কে কোলে নিয়ে সে গিয়ে দাঁড়াল বৃদ্ধের দরজায় একটু খোঁজ নেবে বলে। বৃদ্ধ বললেন, 'কী বলল ডাক্তার?'

'রেডিয়োলজিস্ট মুখে কিছু বললেন না, সন্ধেবেলা রিপোর্ট পাব সব কিছুর!'

রু আজ, বোধহয় বেরিয়েছে বলে, একটু যেন খুশি, একটু যেন স্বচ্ছ। ঘাড় তুলল, 'আমার পেটে খুব বড় বড় কৃমি আছে মা!'

'সে কী? কে বলল একথা?'

'যে ইঞ্জেকশন দিল সে!'

'ব্লাড নিল যে?'

'হুঁ!'

গৌরহরি বললেন, 'তবে তো চিন্তাই নেই কোনও। ডাক্তারবাবু একটা খুব তেতো ওষুধ খাওয়ালেই সব কৃমি পেট থেকে বেরিয়ে পালাবার পথ পাবে না!'

রু ঠোঁচ মুচড়ে হাসল। ঈশ্বরী ভাবল হয়তো তাই হবে, হয়তো কৃমিই হবে।

গৌরহরি বললেন, 'নেপালের মা একটা মেয়েকে ধরে এনেছিল, তুমি নেই দেখে বলল পরে আসবে!'

ঈশ্বরী বলল, 'সর্বনাশ, আপনি বসিয়ে রাখলেন না কেন? আবার কখন আসবে? আমি তো স্নান করেই বেরোব!' তার মনে হল চাঁদ ফসকে গেল এইমাত্র!

'ওরা হাজার ধান্দায় ঘুরছে, বসতে বললেই বসবে? তুমি আর দাঁড়িয়ো না, ওপরে যাও, এলে আমি ছাদে পাঠিয়ে দেব!'

মেয়েটা এল। সে বেরোনোর মুখে এল! রোগা শান্ত একটা মেয়ে, নাম প্রীতি! চোখ দুটো শুধু জ্বলজ্বলে! বয়েস ষোলো-সতেরো হবে। হাতে একটা ফোসকা, ফোসকার চারপাশে সাদা দাগ। সে বলল, 'হাতে কী হয়েছে তোমার প্রীতি?'

'কী একটা পোকায় চেটে দিয়েছে!' ধীরে মুখ নামিয়ে বলল মেয়েটা।

'কিছু লাগাওনি?'

BanglaBook.org

'নাহ!'

'সারাদিন থাকতে হবে কিন্তু!'

মাথা হেলাল প্রীতি, 'কখন আসব?'

'সকাল আটটায় এসে পড়বে, একটু একটু চারা মাছ নিয়ে আসবে লেক মার্কেট থেকে! পারবে তো? হিসেব পারো? রাত আটটায় চলে যাবে!'

'কত দেবেন দিদি?' বললে নেপালের মা!

'তুমি বলো?'

'বমিটমি ঘাঁটতে হবে, অসুস্থ বাচ্চার দায়িত্বও বেশি! হাজার দেবেন? এক বেলা খাওয়া!'

'পারব না। কম করো!'

'কম হবে না! এসব বড়লোকের জায়গা। বোল বলতে আড়াই তিন দেয়! শুধু আপনার ব্যাপার আমি জানি বলে তাই!'

ঈশ্বরী রাজি হল। বলল, 'তোমাকে একটা ম্যাক্সি কিনে দেব প্রীতি। তুমি এসে আগে হাত-পা ভাল করে ধুয়ে ওই ম্যাক্সিটা পরবে, তারপর বাচ্চার গায়ে হাত দেবে! সন্ধেবেলা ধুয়ে দিয়ে যাবে ম্যাক্সিটা!'

'কাল থেকেই আসব!'

'হ্যাঁ কালই!'

ওরা দু'জন চলে যাওয়ার পর সে দু' মুহূর্ত গিয়ে বসল জানলায়, দেরি হওয়া সত্ত্বেও!

সে তাকাল পেছনের বাড়ির দিকে, সেই ঘরের দরজাটা বন্ধ! 'সে' আপাতত নেই! ওই বাড়িতে এখন কর্মব্যস্ততা! বাড়ির মালিকদের ইংরেজি আর চাকর-বাকরদের বাংলা কথার ভিড়! যেমন, 'অক্ষয়, মা'র পুজো হয়ে গেছে, জলখাবার পাঠিয়ে দাও! সুনন্দা, আর ইউ রেডি? অ্যাম ওয়েটিং মাই ডিয়ার!'

ঈশ্বরী কপালে লোহার শিক ঠেকিয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল আরও কিছুক্ষণ— কাল থেকে রু-কে আর একা ঘরে তালাবন্ধ করে যেতে হবে না তাকে কোথাও! হয়তো আজকের দিনটাই তার শেষ কষ্টের দিন, হয়তো আজ বিকেলেই সে জেনে যাবে রু-এর তেমন কিছুই হয়নি— কিচ্ছু হয়নি— শুধু একটু মনটাই যা খারাপ!

BanglaBook.org

কিন্তু সেরকম কিছু হয় না— এই উপন্যাস নিজের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে

ঈশ্বরীর জীবনের ওপর! 'রাধেশ্যাম' হাউস থেকে বেরোনোর পরই ভীষণ বৃষ্টি নামে শহরের আকাশ ভেঙে। সঙ্গে জলো হাওয়া, মুহূর্তে জল জমে যায় পথে, গাড়িঘোড়া আটকে পড়ে, ঈশ্বরীকে সম্পূর্ণ ভিজতে হয় একটা কৃষ্ণচূড়ার নীচে দাঁড়িয়ে। তার সারা গায়ে, মাথায় কুচি কুচি হলুদ পাতা ভরে যায়। ফিরতে ফিরতে দেরি হয়ে যায় তার। সে 'দিনরাত্রি'তে না ঢুকে রু-এর রিপোর্টগুলো নিতে চলে যায়! রিপোর্টগুলোর বক্তব্য ভাল করে বুঝতে না পারলেও সে যেন কী ঘ্রাণে কষ্ট পেতে শুরু করে! একটা ট্যাক্সি নিয়ে সে সোজা গিয়ে দাঁড়ায় ড. চিত্রভানুর নার্সিংহোমে! তিনি খুঁটিয়ে পড়েন রিপোর্টগুলো। রেডিয়োলজিস্টকে ফোন করেন তৎক্ষণাৎ! ভিজে শরীরে তখন কাঁপতে থাকে ঈশ্বরী এবং ড. ঘোষ দুঃখপ্রকাশ পূর্বক জানিয়ে দেন রু-এর অসুখের গোপন বিস্তার। রু-এর দুটো কিডনিই বালির মতো ছোট ছোট স্টোনে পরিপূর্ণ! অসংখ্য স্টোন! ঈশ্বরী শোনে— তার মুখে তখন বালি কিচকিচ করতে থাকে। তার পায়ে, জুতোয়, সায়ায় শাড়িতে জড়িয়ে জড়িয়ে যার বালি! ড. ঘোষ বলেন এটা রু-এর পেচ্ছাপেরই এক ধরনের ক্রিস্টালাইজেশন! রু-এর শরীরেরই কিছু পদার্থ মূত্রকে দূষিত করে চলে বলে জানান তিনি। মাইক্রোসার্জারি, কিডনি বাদ যাওয়া— এসবই কোনও উপকারে আসবে না বলে মনে হয় তার কারণ দুটো কিডনিই ক্রমশ কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। অক্ষম হয়ে যাচ্ছে রোজ! ডায়ালিসিস শব্দটাই শেষমুহূর্তে এসে যায় তাঁর কথায়। আপাতত মূত্রকে শোধন করার কিছু ওষুধ দেন তিনি। যার একটার দাম প্রতিটা তিরিশ টাকা, তিনি ভীষণ আপশোস করে ঈশ্বরীকে ভেলোর যাওয়ার পরামর্শ দেন! তিনি বলেন, রু-কে তাঁর খুব ভাল লেগেছিল!

ঈশ্বরী প্রেসক্রিপশন নিয়ে, রিপোর্টগুলো নিয়ে উঠে পড়ে। 'দিনরাত্রি'র ছাদে উঠে যায়। দেখে খোলা জানলা দিয়ে যথেচ্ছ বৃষ্টি এসেছে ঘরে আর বিছানা ভিজিয়ে দিয়েছে। আর ভিজে বিছানাতেই হাত-পা মুড়ে শুয়ে আছে রু। সে কাগজপত্র ছুড়ে ফেলে দেয় মাটিতে, রু-কে ঝাঁকিয়ে বসিয়ে দেয়, তারপর একটা কঠিন চড় কষায় গালে। বলে, 'বাস্টার্ড ছেলে! রাতদিন খালি অসুখ অসুখ না? জানলাগুলোও উঠে বন্ধ করতে পারোনি।'

BanglaBook.org

বিবস্বানকে সকাল সাতটা নাগাদ ফিজিয়োথেরাপি করাতে আসে একজন।

একদিন ছাড়া ছাড়া ন'টা নাগাদ একজন রেইকি করাতে আসে! ঈশ্বরী মাঝেমধ্যে দেখতে পায় ড. বসাককে! তিনি শহরের মস্ত অর্থোপেডিক! তিনি বিবস্বানকে বিনা প্রয়োজনে ক্রাচ ব্যবহার করে না হাঁটার নির্দেশ দেন! বিবস্বানের এখন রেস্ট দরকার! শরীরের তিনটে জয়েন্ট গুরুতর সার্জারির মধ্যে দিয়ে গেছে। অন্তত দু'-তিন মাস সেগুলোর ওপর কোনও চাপ সৃষ্টি করা উচিত নয়! বিবস্বান ড. বসাককে বলে, 'আমার সারা শরীর চব্বিশ ঘণ্টা ব্যথা করছে ড. আঙ্কেল! আই কান্ট টেক ইট এনি মোর!'

ড. বসাক বলেন, 'মিউজিক, মিউজিক! ইট ওয়ার্কস! আই টেল ইউ! সুরে ডুবে থাকো, ব্যথা যন্ত্রণা সব ভুলে যাবে তুমি!'

'আপনি আজকাল সবাইকেই এটা প্রেসক্রাইব করছেন?'

'যে লোকের যে ওষুধ!'

একদিন সীতার অশেষ অনুরোধে 'রাধেশ্যাম' হাউসে পা দেন গুরু শিবায়নচন্দ্র। আর্ট অফ লিভিংয়ের গুরু! হলটাই ফাঁকা করে গুরু এবং অতিথি অভ্যাগতদের বসার ব্যবস্থা করা হয়। চন্দন কাঠের টুল নামানো হয় স্টোর থেকে, পারস্যের কার্পেট পাতা হয় সারি সারি। ঘরের মাঝখানে একটা বিরাট পেতলের পাত্রে ফুটন্ত পদ্মের সঙ্গে ভাসিয়ে দেওয়া হয় মোমবাতি। সারাঘর সাজানো হয় সুদৃশ্য মোমবাতি দিয়ে। নানা পাত্রে রাশিকৃত ফুল ছড়িয়ে দেওয়া হয় ঘরের কোনায় কোনায়! সুগন্ধী ধূপ জ্বলতে থাকে কাতারে কাতারে। একটা সোনার ঘটি হাতে গেরুয়া পরিহিত হয়ে আগত হন গুরু শিবায়ন! তিনি নিমীলিত চোখে, মৃদু মৃদু হেসে বেঁচে থাকার সুন্দর সুন্দর উপায় ভক্তদের জানিয়ে দিতে থাকেন, তাঁর এক সাগরেদ ধ্যানস্থ হয়ে তানপুরা বাজাতে থাকে। বিবস্বান ভুরু কুঁচকে বসে থাকে একটা চেয়ারে, ক্যাটারিংয়ের লোকেরা শ-দুয়েক লোককে খাওয়ানোর তদ্‌বির করতে থাকে নিঃশব্দে। বিবস্বান একসময় তাকে চোখের ইশারা করে সুখেন্দু আর কালীচরণের সাহায্যে ওপরে চলে যায়। সে-ও গিয়ে উপস্থিত হয় একটু পরে, বিবস্বান বলে, 'আমি আর বসতে পারলাম না, মা-কে বলে দিয়ো।'

সে বলে, 'আচ্ছা! কিছু চাই আপনার!'

'গান শুনব ঈশ্বরী!' বলে বিবস্বান।

'চালিয়ে দেব?'

'তুমি কি একটুও গাইতে পারো না?'

BanglaBook.org

'সামান্য! তবে গজল নয়!'

'তা হলে থাক! আপাতত আমার কানদুটো গজলের জন্যই টিউনড হয়ে আছে!'

'কী করি?'

'ঠিক আছে গাইতে হবে না, শেরগুলো পড়ে দাও!'

ঈশ্বরী শের পড়তে থাকে, বিবস্বান বলে, 'এটা মধুকোষে বসানো। তুমি পড়ো, সুর আমি ভেবে নিচ্ছি!'

পড়তে পড়তে লবণাক্ত জলে ঈশ্বরীর দু'চোখ ছাপিয়ে বেরিয়ে আসে—

খুদ কো পড়তা হুঁ, ছোড় দেতা হুঁ
এক বরক রোজ মোড় দেতা হুঁ,
কাঁপতে হোঁঠ, ভিগতি পলকেঁ
বাত আধুরী হি, ছোড় দেতা হুঁ!

বিবস্বান বলে, 'তুমি কাঁদছ?'

ঈশ্বরী মাথা নাড়ে, 'হ্যাঁ!

'কাঁদতে ভাল লাগে তোমার?'

'জানি না, বিবস্বান!'

বিবস্বান দীর্ঘশ্বাস ফেলে, 'আমারও খুব কাঁদতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু কাঁদতে পারি না!'

ঈশ্বরী চোখের জল মুছতে চায়, বিবস্বান বলে, 'থাক না!' বিবস্বান একবারও জানতে চায় না তার কষ্ট কী, কেন সে কাঁদছে! সেও বলতে পারে না রু-এর অপারেশন যদি করাতেও হয় তা হলে তার ও তার পরের চিকিৎসার খরচ কমপক্ষে আশি হাজার টাকা! ড. চিত্রভানু ঘোষের হিসেব।

তার চোখের জলের দিকে তাকিয়ে বিবস্বান বলে, 'আজ সারারাত ছবি আঁকতে চাই আমি, আজ তানিয়া একদম স্পষ্ট আমার কাছে! ওর প্রতিটা রেখা স্পষ্ট!'

ঈশ্বরী হঠাৎ কী হয় কে জানে, বলে দেয় 'Flames have no form বিবস্বান! এই শোকের কি শেপ হতে পারে? এ তো আগুন! আপনি তানিয়াকে যে-কোনও ভাবেই আঁকতে পারেন, রেখার সঙ্গে রেখা না মিললেই বা কী?'

বিবস্বান ছটফট করে ওঠে এই কথা শুনে, ব্যালকনিতে উঠে যেতে যেতে

BanglaBook.org

বলে, 'তুমি আজ চলে যাও ঈশ্বরী, যাওয়ার সময় আলো নিবিয়ে দিয়ে যেয়ো!'

এক একদিন বিকেলে বিবস্বানকে যোগা করাতে আসেন মহারাজ প্রমোদানন্দ। সেদিন পাঁচটা নাগাদই বেরিয়ে আসে ঈশ্বরী 'রাধেশ্যাম' হাউস থেকে। সেই সেই দিনগুলোয় রু-কে একটু অঙ্ক করাতে বসে সে, ছাদে নিয়ে বসে খাতা পেনসিল নিয়ে, 'বলো এইট এইট জা?' রু বলতে পারে না। অঙ্ক পারে না, ইংলিশ বানান ভুল লেখে— পড়তে বসেই ঢুলে পড়ে ঘুমে। প্রীতি বলে, 'দিদি, রু স্কুলে যাবে না? তুমি কাছাকাছি ভরতি করে দাও, আমি দিয়ে আসব। নিয়ে আসব!'

একদিন সুকুল তাকে জানায় যে প্রীতি কালীঘাটের বাজে পাড়ার মেয়ে! প্রীতির মা স্বয়ং একজন দেহপসারিনী। শুনে শিউরে ওঠে ঈশ্বরী, সুকুল বলে, 'মেয়েটা ওই পরিবেশটা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চায়; ও যদি এখানে থাকে বেঁচে যাবে!' সে প্রীতিকে ডাকে, 'প্রীতি, তুই এখানেই থাক, সবসময়! চিলেকোঠায় শুবি, অসুবিধে কী?' প্রীতি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যায়, টপ টপ করে কাঁদে প্রীতি, 'যেতে কে চায় বলো? কিন্তু রাতে না ফিরলে হুজ্জোতি হবে তোমার এখানে!

সুকুল বলে ওঠে, 'আমি সামলাব! তুমি এখানেই থাকো!'

সে আর একটু নিশ্চিত হয় এই ছাদের জীবনে। প্রীতি রু-কে ভালবাসে, সবসময় খেলে ওকে নিয়ে। সে প্রীতিকেই বাজারে পাঠায়। ইস্ত্রি করাতে পাঠায়। সে নিজের খাবারটা প্রীতিকে খাওয়ায়, নিজে 'রাধেশ্যাম' হাউসে দশ পদের লাঞ্চটা ভাল করে খেয়ে নেয়। এবং সবরকম চেষ্টার পরও রু-এর ট্রিটমেন্টের জন্য টাকা যৎসামান্যই সঞ্চিত হয়! এবং তার ক্রমাগত ভয় হতে থাকে বিবস্বানকে দেখে কারণ বিবস্বান দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য সব পথ অবলম্বন করেই চলেছে!

বিবস্বান মন দিয়ে ছবি আঁকলে ঈশ্বরীর কিছু করার থাকে না। সে একটা বই টেনে পড়ার ইচ্ছা করে। কিন্তু অচিরেই সে বুঝতে পারে যে বিবস্বান চায় ঈশ্বরী ঘাড় এলিয়ে বসে ওর ছবি আঁকা দেখুক। সে টের পায় বিবস্বানের মধ্যে একটা শিল্পীসুলভ অভিমান আছে, ওর ছবিও যথেষ্ট সুন্দর, অথচ সে বিবস্বানের মধ্যে শিল্পীর অবাস্তবতা দেখতে পায় না, শিল্পীর সন্দেহসন্ধান

BanglaBook.org

দেখতে পায় না। বিবস্বানের কল্পনা আছে কিন্তু বিস্ময়ঘোর নেই! বিবস্বান অদ্ভুত! প্রতিদিন আরওই অদ্ভুত লাগে তার! আর ভালও লাগে যেন, কখনও কখনও অসহ্য। মনে হয় ভীষণ স্বার্থপর! কেন মনে হয় তার কোনও সঠিক কারণ নেই। পেছনের বাড়ির বারান্দায় মাঝে মাঝে দর্শন দেয় যে, তাকে দেখলে তার ভেতরটা যেমন খানখান হয়ে ভেঙে যায় আয়নার মতো, হাত-পা কেটে ঝরঝর করে রক্তপাত শুরু হয়, ডুকরে ওঠে অনেক অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা, আসঙ্গলিপ্সা জাগে, মৈথুন, চুম্বন, শীৎকারের সাধ গোলমরিচের গুঁড়োর মতো ছিটকে আসে চোখেমুখে,— বিবস্বানের জন্য, অত সুদর্শন বিবস্বানের জন্য তার এরকম কিছু হয় না! বিবস্বান তার দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে তার দীর্ঘশ্বাস পড়ে, ভয় হয়, মনে হয় বিবস্বান ভাল হয়ে গেলেই তো তাকে অন্য চাকরি খুঁজতে হবে! ফলে বিবস্বান একটা লাভ লোকসানের হিসেবে আটকে যায়! সে মুক্ত মনে তাকাতেই পারে না ওর দিকে। একা সাতাশ যেভাবে একা আটত্রিশের দিকে পারে তাকাতে— সেভাবে পারে না!

কাল বিকেলেই মুম্বই থেকে প্রায় হাজার তিরিশেক টাকার রং এসে পৌঁছেছে বিবস্বানের কাছে, বিবস্বান সেই রং ঘাঁটাঘাঁটি করছে,— ক্যানভাসে কালো রঙের পুরু প্রলেপ দিচ্ছে ও, দিচ্ছে আর বারবার তাকাচ্ছে ঈশ্বরীর দিকে, দেখছে যেন ঈশ্বরীই ওর সাবজেক্ট, ও পাশে রাশিদ গাইছে—

নয়না ভরো কাজরা সোহে
রসিলি রঙিলি প্রিয়াকে
প্যায়ারি সোহাবনি— মনমোহন।

অস্বস্তি এড়াতে সে বলছে, 'কী ব্যাপার আজ গজল নয় কেন?'

'তুমি সাজো না কেন ঈশা?' বলছে বিবস্বান।

'আমি?' সে অমনি দুষ্টমি করে হাসছে।

'দরকার পড়ে না!'

'ওফ, কী অহংকারী তুমি! তোমাকে মা আজ শাপিং করাতে নিয়ে যাবে! আমি তোমার ওই গেরুয়া বসন আর সহ্য করতে পারছি না!'

সে মাথা নিচু করছে। বিবস্বান বলছে, 'আই কান্ট টলারেট দিস ওয়ান এনি মোর। আমার যা ভাল লাগে মা তোমাকে তাই পরাবে।'

BanglaBook.org

সে ভাবে— পার্ট অফ দিস জব! কিন্তু তারপর কেমন এলোমেলো হয়ে যায়! গান, ছবি, সারা দুপুর ধরে আইজেনস্টাইন দেখতে দেখতে সর্বস্ব ভুলে যাওয়া, শেষবিকেলের ক্যারামেল কাস্টার্ড, ডিপ ফ্রুট জ্যাম, বিবস্বানের জন্য গোলাপ সাজানো, মুড বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আলো বদলে দেওয়া— আর সত্যি, তার গেরুয়া শাড়িটা কবেই দেখতে খারাপ হয়ে গেছে— কেচে, কেচে, ইস্তিরি করে করে!

সে বলে, 'রন্তিদেব আঙ্কল আজ সন্ধেবেলা এখানে আসছেন, আমার ওঁর সঙ্গে একটু দেখা করা দরকার ছিল!'

'কী ব্যাপারে?'

'আমার ছেলের অসুখের ব্যাপারে!'

'ওঃ, আই সি! কিন্তু মা সম্ভবত আজই যেতে চায়, ঈশা! ' বিবস্বান ব্রাশ রেখে টয়লেটে চলে যায়।

এরপর হয়তো লাঞ্চের সময় হয়ে যায়, বিবস্বান রুমে বসে লাঞ্চ করে। এবং ঈশ্বরীকে ওর সামনে বসে খেতে অনুরোধ করে! সে বিবস্বানের সামনে পেট ভরে খেতে পারে না। চামচে করে এটা সেটা মুখে পোরে! বিবস্বানের এই সময়টা একদম পালটে যায়, নিজের যেটা ভাল লাগে সেটাই বারবার খেতে বলে তাকে! খাওয়া শেষ হলে হয়তো গজলের ধর্ম নিয়ে কথা বলে তারা! ঈশ্বরী বলে, 'আমি শুনেছি, এই পর্যন্ত! এর বেশি কিছু জানি না!'

বিবস্বান বলে, 'মাহির আসবে মে মাসে এক দিনের জন্য, এখানেই থাকবে। এখানে নজরুল মঞ্চে ওর প্রোগ্রাম আছে, আমি তো যেতে পারব না, ও বলেছে সারারাত এই ব্যালকনিতে বসে গান গাইবে ও, আমার জন্য, এক্সক্লুসিভ নাইট! তুমি সেদিন থেকে যেয়ো।

'মাহির আপনার বন্ধু?'

'হ্যাঁ, আমরা সমবয়সি। আমি ওর গান শুনে ওর সঙ্গে আলাপ করেছিলাম। দেন উই শেয়ারড লটস অফ থিংস টুগেদার। তানিয়া মারা যাওয়ার পরে ও রাতের পর রাত আমাকে গান শুনিয়েছে! সাচ আ নাইস ফেলো!' বিবস্বানের চোখমুখ গাঢ় হয়ে ওঠে। বিবস্বান আবার নিজের ভেতর ঢুকে যায়, চোখ সরিয়ে নেয় ঈশ্বরীর মুখের ওপর থেকে। ঈশ্বরী এবার বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে বিবস্বানের অন্তরের ওপর লেগে থাকা দুঃখকে ধুয়ে দিতে, পরের দিন তার ছুটি বলে সে একটু বেশি করে কাজ করতে চায়

BanglaBook.org

যেন! সে বলে, 'গজল তো বিশুদ্ধ কবিতা, গজল তো গান নয়?'

বিবস্বান রেসপন্ড করে, 'তুমি এটা ঠিক জানো! গজল কাতায়াত, রুবাই, নজম— সবই কবিতা! যেমন সনেট, তরজা, পাঁচালি, ছড়া— এসব ভাগ আছে— সেরকম!

ঈশ্বরী উঠে 'মাহির' খুঁজে বের করে— চালিয়ে দেয়।

ইয়ে আঙ্গনে সে অকেলে মে গুফ্‌তগু ক্যায়া হ্যায়।
জো ম্যায় নহীঁ হুঁ তো ফির তেরে রুবরু ক্যায়া হ্যায় ॥

বিবস্বান চোখ বুজে শোনে, যখন তাকায়— চোখ লাল, নাকের পাটা লাল, বলে, 'গজল মানে from the lover to the beloved!'

তারা দু'জনে ব্যালকনিতে গিয়ে বসে, সুখেন্দুকে বেল দেয় ঈশ্বরী, এসে দাঁড়ালে বলে, 'কফি!'

বিবস্বান ব্ল্যাক কফি ভালবাসে, সে দুধচিনি মেশায়, ঝড়ের আভাস লেগে থাকা আকাশে বিকেল হিরণ্য হয়ে উঠতে পারে না, কেমন গুম মেরে থাকে চারপাশটা, বিবস্বান বলে, 'গজলের প্রথম দুটো লাইনকে বলে মাতলা! যে শেরটায় শায়েরের নাম থাকে তাকে বলা হয় মাখতা। যেমন—

'রেত কে ঘর বানা বানা কে ফরাজ,
জানে কিঁউ খুদই তোড় দেতা হুঁ ॥'

ফরাজ! হি ইজ দা শায়ের হিয়ার! সমঝে?'

ঈশ্বরী হেসে ওঠে, 'আই গট ইট!'

বিবস্বান তার গালে একটা ঠোকা মারে, 'দেন দেয়ার ইজ রাদিফ! কাফিয়া! প্রথম লাইনের যে সিলেবলটা বারবার রিপিট হয় সেটা রাদিফ! যেমন এই গানটায় রু বরু, আরজু, আবরু, বারবার আসছে! এই 'রু'টা হল রাদিফ!

রু? কে যেন রু? ঈশ্বরী অন্যমনস্ক হয়ে উঠে দাঁড়ায়— তার জীবনেও তো বারবার এসে পড়ে 'রু'! 'রু!' তার 'রু'। আধপোড়া শব যেন! রোগা কাঠি কাঠি হাত-পা! ঢেলা ঢেলা চোখ, ফোলা পেট, বমি করে, পেচ্ছাপ করতে পারে না! চেঁচায় জ্বালা করে, জলের সঙ্গে রক্ত এসে মেশে! 'আর রিদ্‌ম হল কাফিয়া! 'ক্যায়া হ্যায়'— 'আরজু ক্যায়া হ্যায়', 'আবরু ক্যায়া হ্যায়!'

ঈশ্বরী চলতে শুরু করে, বিবস্বান ডাকে তাকে পেছন থেকে 'ঈশা, ঈশা!'

BanglaBook.org

সীতাও দেখতে পান তাকে, 'ঈশ্বরী, ঈশ্বরী? হোয়াটস রং—? সে শুনতে পায় না, সে শুনতে ভুলে যায়— সে বেরিয়ে যায় 'রাধেশ্যাম' হাউস থেকে!

বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি নেয় ঈশ্বরী। রাস্তাঘাট কেমন ফাঁকা ফাঁকা! ঝড় আসছে বলে? সে ঝড়ের আগেই পৌঁছে যায় 'দিনরাত্রি'। ছাদে ওঠে। দেখে ছাদের দরজা হাট করে খোলা, ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে বাইরে থেকে। সে অবাক হয়! ভীষণ খারাপ কথা মনে উঠে আসে। ভাবে প্রীতি কি পালিয়ে গেল রু-কে নিয়ে? পরক্ষণেই তার মনে হয়, রু-কে নিয়ে কেউ পালাবে না! রু-এর কোথাও কোনও দাম নেই! তা হলে? এবং সে দেখতে পায় চিলেকোঠার ঘরের দরজায় তালা খোলা, দরজা ভেতর থেকে বন্ধ, সে নিঃশব্দে উঠে যায় লোহার সিঁড়ি বেয়ে, দু'মুহূর্ত দাঁড়ায়! তারপর আচমকা ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলে জানলা!

প্রীতি আর সুকুল! অর্ধনগ্ন! লিপ্ত! সুকুলের প্যান্ট নেই, প্রীতির সালোয়ার খোলা, রোগা পা প্যাঁচ দিয়ে ধরে আছে সুকুলকে আর দুলছে! এইটুকু মেয়ে? একটুকু মেয়ে? এত জানে? তার হঠাৎ মনে হয় সেদিন সেদিন..., কেউ তাকে ধর্ষণ করেছিল— ক্ষোভে, দুঃখে, অত্যাচারে, অবমাননায় তার ধ্বংস হয়ে যেতে ইচ্ছে করে! নিখিল বিশ্বাস তাকে নাক সিঁটকে বলেছিল একটা কালীঘাটের মেয়েকে ঘরে তুললেন? রন্তিদেববাবুও এটা পছন্দ করবেন না!

ঈশ্বরী কাঁপতে কাঁপতে নামতে থাকে সিঁড়ি বেয়ে, প্রীতি ছুটে চলে গেল বাথরুমে, কেউ উঠে আসছে নীচ থেকে। সে পালাতে চাওয়া সুকুলকে ধরে ফেলে, জামা টেনে ছিঁড়ে দেয়। তার মডার্ন হাই মুখ দিয়ে কোনও শব্দ বেরোয় না। সে সুকুলকে চড়থাপ্পড় মারতে থাকে— 'কী হয়েছে,' 'কী হয়েছে' বলতে থাকে ক'টা মুখ। সে চুলের মুঠি ধরে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দূর করে দেয় সুকুলকে... আর আমি তখনও উপন্যাসের বিবর্তন বুঝতে চেষ্টা করি— আমি ভাবি, হ্যাঁ, এ হয়— এ জিনিসই হয়— এই স্বাভাবিক, মানুষের জীবনে যে কোনও ফাঁকফোকর দিয়ে ঢুকে আসে যৌনতা! আমরা স্বীকার করি না কিন্তু যেখানেই গিয়ে দাঁড়াই না কেন জানলা আচমকা খুলে গেলে এমন দৃশ্যই লাফিয়ে ওঠে! থিকথিক করে ওঠে! ওই ফুটপাত, ওই পেছনের বাড়ি, আমি আর সুকুল, প্রীতি আর সুকুল এই 'দিনরাত্রি', বিশ্বাস আর আমি আর আমি এরা সে! সে। সে! এই সে-ই তো সব! এই সে-ই তো অস্তিত্ব!

এই সে-ই তো অস্তিত্ব! এই সে-ই তো আমাদের অস্তিত্ব থেকে অনস্তিত্বের

BanglaBook.org

দিকের প্রবাহ, এই সে-ই তো আমাদের অনস্তিত্বের অস্তিত্বকে বিরামহীন বহন করে বলেছে— যখন আকাশ, বাতাস, জল, স্থল সব মুছে যাচ্ছে চোখের সামনে থেকে, যখন ঘূর্ণিতে ঢেকে যাচ্ছে এই চোখ তখনই তো অনস্তিত্বের ফর্মলেসনেস থেকে উৎপন্ন হচ্ছে অস্তিত্ব! ঠিক যা আমাদের অস্তিত্বের মধ্যে অনস্তিত্ব হয়ে গেছে, তার অস্তিত্ব!

যেমন আমার উপন্যাস? লিখিত ও জ্বলে যাওয়া! No existence, no non-existence! কিন্তু সেই অনস্তিত্ব কি তার অস্তিত্বকে ভুলতে দিচ্ছে আমাকে? সমানে লড়াই করছে না কি, সংঘর্ষে এখনও জ্বলছে নাকি? Non-existence of existence? Non-existence of non-existence? এবং এই অস্তিত্ব অনস্তিত্বের সংগ্রামের মধ্যে তৈরি হচ্ছে বিপুল শক্তি, বিপুল ভর! ভয়ংকর ঘিঞ্জি ক্রম-বিস্ফোরক, এক মহাজাগতিক সত্তা! যার কোথাও কোনও স্পেস নেই, টাইম নেই, অবশিষ্ট নেই কোনও নিয়ন্ত্রণ ধর্ম,— কোনও ফিরে আসা! যে ফিরে আসায় প্রীতি আছে, সুকুল আছে,— আছি আমিও!

ঈশ্বরী সবাইকে নেমে যেতে বলল ছাদ থেকে, তারপর ক্রন্দনরত প্রীতিকে বলল, 'নীচে যা, চান করে আয়!' এবং দরজা খুলল ছেলের সন্ধানে।

ঈশ্বরী রু-কে বুকে জড়িয়ে বিছানায় পড়ে রইল! কতক্ষণ তার কোনও হিসেব নেই! সম্পূর্ণ অন্ধকার নেমে গেছে, ছাদে, ঘরে কোথাও কোনও আলো জ্বালা হয়নি! কোথাও একটা বসে উঁ, উঁ করে কাঁদছে প্রীতি! রু ঘুমিয়ে পড়েছে তার স্তনে হাত রেখে— সে উঠবে ভাবছে কিন্তু তারপর আর একটু, আর একটু রু-কে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধছে বুকের সঙ্গে। সে এভাবে আগলাচ্ছে রু-কে যেন এর কোনও শেষ নেই! কিন্তু ছাদের দরজা ধাক্কাচ্ছে কেউ!

প্রীতি ঢুকল ঘরে, আলো জ্বালল, 'একজন এসেছে, নীচে অপেক্ষা করছে, মন্টু এটা দিল!'

গলা ধরে গেছে প্রীতির, ও এখনও জানে না দিদি ওর সঙ্গে এমন উলটো আচরণ করল কেন? ওকে কিছুই বলল না কেন?

সে চিরকুটটা খুলল, 'ইউ হ্যাভ টু কাম ঈশ্বরী, রাইট নাউ!'— বিব!' বিবস্বান এসেছে?— পাঞ্জাবি পরা অবস্থাতেই সে ছুটে নেমে এল নীচে! নাহ! মনোতোষ— ড্রাইভার!

ছাদের দরজা বাইরে থেকে তালা দিয়ে সে উঠে বসল গাড়িতে। গৌরহরি

BanglaBook.org

কী শুনেছেন কে জানে, ঘরের আলো নিভিয়ে শুয়ে আছেন!

'রাধেশ্যাম' হাউসের হলে ঝলমল করে জ্বলছে বড় একটা শান্ডেলিয়ার, ঘরের এ কোণে আলো; পেন্টিংয়ের ওপর আলো,— কিন্তু বিবস্বানের ঘর প্রায় অন্ধকার, ওয়ার্কিং টেবিলের ল্যাম্পটা শুধু জ্বলছে। সমস্ত ঘরে একটা স্পন্দনশূন্যতা; আঁধারের অভিনিবেশ! সে চোখ সইয়ে বিবস্বানকে খুঁজল। প্রায় নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়াল সোফার সামনে, বিবস্বানের ক্রাচটায় হাত ছোঁয়াল! বিবস্বান উঠে দাঁড়াল তার উপস্থিতি টের পেয়ে। তার মনে হল ও ভীষণ উত্তেজিত কারণ দু'-দু'বার ক্রাচটা আঁকড়াতে অসফল হল বিবস্বান। ওর বাঁ হাত তার কাঁধ খিমচে ধরল, 'আই ক্যান থ্রো ইউ আউট ঈশা!' বিবস্বান বলল।

'অন্ধকারের মধ্যেই ঈশ্বরী খুঁজে পেল বিবস্বানের চোখ! সে বলল, 'কেন?'

'কেন?' বিবস্বান হতবাক হয়ে গেল, 'কারণ তুমি শিল্পকে অপমান করেছ? ক্যান ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড?

'শিল্প? আমার কাছে শিল্প কিছু না!

'কিছু না? মিউজিক, আর্ট, লিটারেচার— এসব কিছু না?'

'কিছু না! আমার কাছে শিল্প মানে যা নিজে বোঝা যায় না তা অন্যকেও বুঝতে না দেওয়া! এবং বোঝার সুযোগগুলো, স্কোপগুলো, স্বাধীনতাগুলো নষ্ট করে দেওয়া! আমার কাছে শিল্প মানে একটা স্পেস জুড়ে এনার্জির গতিশীলতাকে স্তব্ধ করে দেওয়া! খতম করে দেওয়া! আমার কাছে শিল্প মানে 'নাস্তি!' আমি যেতে চাই বিবস্বান, আমি আমার ছেলের কাছে ফিরে যেতে চাই!'

বিবস্বান তার কাঁধ ছেড়ে দেয় আর ধরে নেয়— কোমর এমন জোরে ধরে মনে হয় ওর আঙুলগুলো তার পেটে বিঁধে যাবে— তার স্তন রগড়ে যায় বিবস্বানের বুকে, অন্ধকারের ভেতর সেই ডৌল আরও ঘনীভূত হয়ে ওঠে, তার চিবুক ঠেকে যায় বিবস্বানের চোয়ালে, বিবস্বান কঠিন হয়ে ওঠা চোয়াল দিয়ে, ডলে দেয় ঈশ্বরীর সমস্ত গাল, গলা, কাঁধ।

'তুমি যদি শিল্পকে স্বীকার না করো তা হলে আর কক্ষনও এখানে এসো না!' বলে বিবস্বান।

সে হেসে ওঠে, 'স্বীকার? Be an instrument of art?' সে কেঁদে ফেলে!

'আই রিপিট ঈশা!'

'হোয়াট বিবস্বান?'

BanglaBook.org

'আমি তোমায় ছাড়তে পারছি না! আমি তোমার ভেতরে ঢুকে পড়তে চাইছি!'

'লাইক অ্যান আর্ট-ক্রিটিক? আই অ্যাম সো অ্যাফরেড অফ দেম! আমার উপন্যাস যে আগুনে জ্বলে গেছে ওরা তার চেয়েও ভয়ংকর!'

'শাট-আপ!'

'ওরা ভয়ংকর কারণ ওরা প্রত্যেকে শিল্পী হতে চেয়ে আর্ট-ক্রিটিক হয়ে গেছে!'

'ঈশা, ফোল্ড ইয়োর উইংস!'

বিবস্বান গরম জিভ দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেয় তাকে— কানের লতি, ওষ্ঠের প্রান্তভাগ! নাক চুষে দেয়, চোখের পাতা ভিজিয়ে দেয়! সে হাপুস নয়নে কাঁদে, 'আমি ওকে একটা গল্প বলব কথা দিয়েছি বিবস্বান!'

'আর একটু... ঈশা আর একটু। একবার শুধু একটু যন্ত্রণা দিতে দাও তোমাকে! লেট মি পুশ সাম পেন ইনসাইড ইউ! লেট মি কাস্ট পেন!'

'নো, নো, নেভার! আমি এখন রু-এর কাছে যাব!'

'তা হলে তুমি এলে কেন ঈশা? বলো, এলে কেন?'

ঈশ্বরী কোনও উত্তর দিতে পারে না, হঠাৎ যেন তার সমস্ত ব্যুৎপত্তি ফুরিয়ে যায়! তার এই অসামঞ্জস্যপূর্ণ উপন্যাস একটা দ্বন্দ্বে পড়ে, ভাষা বিষয় এবং ফর্ম— এদের কেউ একটা পিছিয়ে যায়! বিবস্বান বলে দেয় 'একটা চুম্বন, তারপর তুমি যেতে পারো!'

যখন আমি আর ঈশ্বরী দু'জন দুটো আলাদা সত্তা, আলাদা কনটেন্ট— তখন পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে অবাধ্যতা করলে, বিশ্বাসঘাতকতা করলে এই উপন্যাসকে বোঝা যায়! এই পারদের ওঠাপড়া বোঝা যায়! কিন্তু যখন আমি আর ঈশ্বরী এক হয়ে যাই, আমাদের ভেতরের সব ছোট ছোট স্রোতগুলো, খাড়িগুলো, ঝোরাগুলো একে অন্যের সঙ্গে যখন মিশে জল বিনিময় করে তখন আমাদের আত্মার মানচিত্র অন্যরকম হয়ে ওঠে। তখন এই বারবার 'আমি' কিংবা 'ঈশ্বরী'র দৃশ্যকটু পার্থক্য কী-এক প্রক্রিয়ায় হারিয়ে যায়! অকার্যকর হয়ে যায়!

ঈশ্বরী 'দিনরাত্রি'র বিবর্ণ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রশ্ন করেছে, 'Why should I fight with pleasure?' আর প্রেম, easiest way to pleasure'

banglaboi.org

বলে ঈশ্বরী দফায় দফায় প্রেমেই পড়েছে বিবস্বানের। অন্তত পড়তে চাইছে! রু-কে নিয়ে সরকারি হসপিটালের করিডোরে বসেও তাই বিবস্বানের সঙ্গে সমস্ত ইন্দ্রিয় নিংড়ে নিবিষ্ট হয়ে কথা বলে চলেছে সে ফোনে! ফোন— ছোট্ট একটা ভাঁজ করা যন্ত্র, কানেকশনসহ বিবস্বান দিয়েছে তাকে— বলেছে, 'আমি সবসময় কানেকটেড থাকতে চাই তোমার সঙ্গে ঈশা!' ঈশ্বরীর ঠোঁট দু'আঙুলে চিপে ধরে টেনে চুমু খেয়েছে বিবস্বান, তখন শিবলিঙ্গের মতো কঠিন কিছু, অগ্রসর হতে চাওয়া কিছু ছুঁয়ে থেকেছে তার পোশাকাবৃত ঊরুসন্ধি! সে ঠোঁট কামড়ে মাথা নেড়ে হেসেছে এবং তারপর থেকে সেই যন্ত্র নির্ভরশীল হয়ে ক্রমাগত কথা বলে যাচ্ছে তারা। 'রাধেশ্যাম' হাউসে ঢুকছে সে কথা বলতে বলতে, 'রাধেশ্যাম' হাউস থেকে বেরিয়েই কথা বলছে সে! 'দিনরাত্রি' ফিরেও দু'জনের কথা ফুরোচ্ছে না, বিবস্বান বলছে 'দ্যাখো ঈশা, কেকি দারুওলা কী বলেছেন—

The feel of water over rounded stone
like your hand over
the beloved's hips and thigh;

সে হেসে উঠছে— 'ইউ! নটি!' আর উপুড় হয়ে পড়ছে তক্তাপোশে, মাথা ঝুলিয়ে দিতে তক্তাপোষের বাইরে তার সব চুল, ঘন লম্বা চুল বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছে মাটিতে, মুখ ঢেকে দিচ্ছে তার, তাই সে দেখতে পাচ্ছে না রু আলুসেদ্ধ ভাত নিয়ে চুপ করে বসে আছে কেমন জানলায়! রু অনেক বার ডেকেছে তাকে কিছু বলবে বলে, ঈশ্বরী ইশারায় বলেছে, 'অপেক্ষা করো!' তারপর বুঁদ হয়ে গেছে কবিতায়— কবিতায়, প্রেমে, সুরে, কবিতায়, রঙে, কবিতায়, সখ্যে, প্রেমে, দাসত্বে!

ঘুমহীন কথা বলছে সে,— যে সব রাতে রু-এর ব্যথার ড্রামগুলো বাজতে থাকে সেই সব রাতেই এখন ভয়ানক ঘুম পায় তার। মনে হয় কোনও বিষাক্ত ধোঁয়া রু-এর ছোট শরীর থেকে বেরিয়ে আসে বলেই তার শরীর, চেতনা এরকম ভারী হয়ে ঢলে পড়ে। নইলে ফোন কানে চেপে ঈশ্বরী কথা বলে যেতে পারে যে কত—!

চিত্রভানু ঘোষকে সে আর দেখাতে পারছে না! চারশো টাকা ফিজ দিতে পারছে না! সে সরকারি হসপিটালের বেঞ্চে অনেক মানুষের ভিড়ে লজ্জিত

BanglaBook.org

হয়ে যাচ্ছে! লজ্জিত কারণ বিবস্বান তার কানের মধ্যে বলছে, 'টুমরো? টুমরো ঈশা?'

রু-এর পায়ের কাছে একটা ভীষণ ঘেয়ো কুকুর এসে বসল, কুকুরটার কানটা ছিঁড়ে পড়ে গেছে। কুকুরটা ধুঁকছে! মরবে এক্ষুনি! রু সেই কুকুরটাকে মন দিয়ে দেখতে লাগল। সে একটা গ্লুকোজ জল বহন করে রু-এর জন্য, কারণ রু যখন তখন নেতিয়ে পড়ে, তখন গাঢ় গ্লুকোজ জল খাওয়াতে হয় ওকে, রু তার হাত থেকে বোতলটা টেনে নিয়ে একটু জল ফেলে দিল মাটিতে। কুকুরটা হাঁপাতে হাঁপাতে চেটে ফেলল জলটা। ঈশ্বরী দেখল কিন্তু কিছু বলল না, সে মনপ্রাণ সমর্পণ করেছিল বিবস্বানের কথা শোনায়, বিবস্বান বলছিল, 'এক্ষুনি এসো ঈশ্বরী! একটা বেজে গেছে, আসবে না? আমার সঙ্গে লাঞ্চ খাবে না?'

'আসব, প্লিজ একটু ওয়েট করো! আসব, আসব!'

'আমার একা লাগে ঈশ্বরী, তুমি না থাকলে আজকাল আমার ভীষণ একা লাগে, সেই ছোটবেলার মতো একা লাগে। যখন মা মারা গেল আর আমাকে সিন্ধিয়া স্কুল-বোর্ডিংয়ে পাঠিয়ে দিল বাবা কিংবা তানিয়ার মৃত্যুর পরের দিনগুলো, কিংবা মেরিল্যান্ডে একা একা শুয়ে থাকতে থাকতে যে রকম পাগল পাগল লাগত আমার—'

তার কান্না পায়, 'তোমাকে আমি আর একা থাকতে দেব না বিবস্বান আমি সবসময় তোমার কাছে থাকব,' সে কাঁদে যেন বিবস্বানই তার একমাত্র দুঃখের জায়গা এখন!

'তুমি যতক্ষণ আমার কাছে থাকো, ততক্ষণ তানিয়ার নিশ্বাসের শব্দ এই ঘরে ভেসে বেড়ায় শুনি আমি!'

এই শুনে তার কষ্ট হয়, তবু সে বলে, 'তানিয়াকে তুমি ভীষণ ভালবাসো না?'

'ভীষণ!'

'আর সেই বাচ্চাটার কথা মনে পড়ে না তোমার?'

'ওফ, বোলো না! বোলো না! আমি পাগল হয়ে যাব।'

'তুমি অন্য শিশুদের মধ্যে ওকে খুঁজে দ্যাখো বিবস্বান!'

এ-কথায় বিবস্বান চুপ করে যায়, সতর্ক হয় ঈশ্বরী! অন্য নারীর মধ্যে খোঁজা যায় নিজের নারী, অন্য শিশুর মধ্যে নিজের শিশু থাকে না?— নিজের শিশুর মধ্যে থাকে নিজের অহং?

BanglaBook.org

এই সময় আউটডোরের দরজায় তালা পড়তে দেখে সে উঠে যায়, বলে, 'কী ব্যাপার, আর পেশেন্ট দেখবেন না ডক্টর?'

'না, দুটো বেজে গেছে। আজকের মতো আউটডোর বন্ধ!'

'সে কী আমি তো টিকিট করেছি, বসে আছি কখন থেকে!'

পাশের জানলা দিয়ে এক রাগত নার্স মুখ বাড়ায়! 'মহীরুহ, মহীরুহ বলে তো সাতবার চেঁচিয়েছি। আপনি তো শুনতেই পেলেন না! আপনি তো ফোনে গল্প করছেন! তো গল্প করুন!'

সে রু-এর এর হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকে, তার দীর্ঘ দেহকাণ্ড এই নোংরা, অসুস্থ পরিবেশে, সাব-অল্টার্ন শব্দচর্চার ভেতর, দরিদ্র, দুঃস্থের মাঝখানে, কুকুর, বেড়াল, মেথর, জমাদারের মধ্যে সম মানে ক্ষয়ে যেতে চায়! সেই নার্স বলে, 'এটি কে? ছেলে? কী হয়েছে? পেচ্ছাপ দিয়ে রক্ত পড়ছে? যাও বাবা! বাড়ি যাও! আর ডাক্তার দেখাতে হবে না!'

সে খুব ভেঙেপড়া গলায় বলে, 'এই টিকিটেই কি কাল দেখানো যাবে?'

দাঁত উঁচু নার্সের খনখনে গলা ভেসে আসে, 'গল্প করুন, গল্প করুন!'

রু-কে 'দিনরাত্রি'-তে ফিরিয়ে দিতে যায় ঈশ্বরী, প্রীতি মাথা নিচু করে বলে, 'গ্যাস ফুরিয়ে গেছে দিদি!' প্রীতি কোনওদিন আর মুখের দিকে তাকায় না তার, ভীষণ এক অপরাধের বোঝা বোঝা হয়ে বহন করে! সে বলে, 'সুকুলকে ফোন করছি!' এ-কথায় চমকে তার দিকে তাকায় প্রীতি! সে রু-কে ওষুধ খাইয়ে বেরিয়ে পড়ে, সোজা চলে যায় কালীঘাট ফাঁড়ি, এবং এর বেশি পরিশ্রম না করেই পেয়ে যায় সুকুলকে! সে বিনাবাক্যব্যয়ে ট্যাক্সিতে উঠে বসে, বলে, 'হেস্টিংস!'

গাড়ি চলতে শুরু করলে গ্যাস ফুরিয়ে যাওয়ার কথা বলে ঈশ্বরী! সুকুল বলে, 'দিয়ে আসব!' অনেকক্ষণ পরে সুকুল জানতে চায়, 'প্রীতিকে বের করে দিয়েছেন?'

সে আচমকা কেঁদে ওঠে, 'সুকুল— রু? তুমি রু-এর কথা একবারও জানতে চাইলে না? রু কেমন আছে? রু? তুমি রু-কে কি কখনও এতটুকুও ভালবাসনি? বলো?'

সুকুল বলে, 'আমি আপনার জন্য যেতাম!'

BanglaBook.org

বিবস্বান শুয়ে ছিল! প্রথম দিন যেমন ঘুমোতে দেখেছিল ঈশ্বরী বিবস্বানকে।

এই মাস দেড়েকের মধ্যে আর দেখেনি একদিন! 'বিবস্বান,— ইনট্রোভার্ট!' বলেছিলেন রন্তিদেব! একদিন দু'দিন— প্রথম দিকে— বিবস্বানের ব্যবহারে সেটা কোথাও একটা টের পেয়েছিল ঈশ্বরী। তারপর বিবস্বান অফুরন্ত কথা বলতে লাগল তার সঙ্গে!

ওর চোখমুখ থেকে উধাও হয়ে গেল অসহিষ্ণুতার কড়া রেখাগুলো। এমনকী এত সহজ হয়ে গেল বিবস্বান তার সামনে যে যখন যন্ত্রণা হত ওর কোথাও— পিঠে, পাঁজরের চোটগুলোয়, তখনও মুখে শব্দ করে আর্তনাদ করতে লজ্জা পেত না। সীতা তাকে পাশের ঘরটা প্রয়োজনে ব্যবহার করতে বলেছিলেন— বিবস্বান তাকে পাশের ঘরে পা রাখার সুযোগ দিল কোথায়? আটকে রাখল কাছে শুধু! এই অনুরাগ, এই আগ্রহ রন্ধ্রে রন্ধ্রে উপভোগ করেছে ঈশ্বরী দেড় মাস যাবৎ তারপর একসময় অবাক হতে হতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে তাতেই।

সে রুমে ঢুকেই বিবস্বানকে বলল, 'তুমি লাঞ্চ খেয়েছ?'

বিবস্বান বলল, 'না!'

'আমিও খাইনি, চলো, লেটস হ্যাভ লাঞ্চ।'

'আই ডোন্ট ওয়ান্ট লাঞ্চ, ইউ গো অ্যান্ড ইট!'

'হোয়াই? গুস্‌সা?'

'ক্যায়া ইয়ার, ইউ আর সো লেট।'

বাইরের গরমের তুলনায় অতিরিক্ত ঠান্ডা এই ঘর। একদম চিলড! বিবস্বানের এরকমই পছন্দ। সে দ্রুত শীতল ও ঝরঝরে হয়ে উঠতে লাগল। সে সোফায় গিয়ে বসল, বলল, 'রু-কে নিয়ে আমি পাবলিক হসপিটালে গেছিলাম! তুমি তো জানো ওখানে পরিস্থিতি কীরকম।'

'না, আমি জানি না আর জানতেও চাই না। জেনে কী করব? সব জায়গায় পরিস্থিতিই এরকম, তাতে আমার কী করার আছে?'

'রু-এর কী হয়েছে, তুমি কখনও সেটাও জানতে চাওনি বিবস্বান? রু-কে নিয়ে আমার লড়াইয়ের কথাও তুমি জানতে চাও না কখনও? রু আর আমি যে কত একা তা তুমি জানো না বিবস্বান।'

বিবস্বান উঠে বসে বিছানায়, 'আই নো ঈশা। রন্তিদেব আঙ্কলের সঙ্গে এই নিয়ে কথা হয়েছে, আমরা ভেবেছি হাউ টু হেল্প। কিন্তু সব সমস্যার সমাধান কি আমাদের কাছে আছে? অ্যান্ড দেন, উই আর নট টু ব্লেম ফর হোয়াটএভার ইজ হ্যাপেনিং টু ইউ।'

BanglaBook.org

সে চুপ করে বসে থাকে, তারপর বলে, 'বিবস্বান, আমার কালও আসতে একটু দেরি হবে।'

'কেন?'

'আমাকে কালও যেতে হবে হসপিটালে।'

'আর আমি কী করব?'

'প্লিজ একটু ম্যানেজ করে নাও।'

'হাউ? কান্ট ইউ সি— আই নিড সাম ওয়ান। আই নিড ইউ ঈশা।'

এই শেষ লাইনটা যে ব্যাকুলতায় বলে ওঠে বিবস্বান তাতে নতুন করে কিছু পদার্থ খুঁজে পায় ঈশ্বরী। সে আষাঢ়ের মেঘের মতো উঠে এগিয়ে যায় বিবস্বানের দিকে, 'আমি তোমার খাবারটা আনতে বলি সুখেন্দুকে?'

বিবস্বান ক্রাচ হাতে উঠে দাঁড়ায়, হেঁটে যায় ইজেলের দিকে, বলে, 'এদিকে এসো।' বলে, 'এটা দেখেছ? তুমি একবারও খেয়াল করেছ গত সাতদিন আমি কী এঁকেছি?'

ঈশ্বরী ঘুরে গিয়ে দাঁড়ায় ক্যানভাসটার মুখোমুখি, দেখে, বিস্মিত হয়ে দেখে নিজেকে। বিবস্বান তাকে এঁকেছে। ছবিটা শেষ হয়নি। কিন্তু পরিষ্কার ফুটে উঠেছে ঈশ্বরী ক্যানভাসে। থোকা থোকা গোলাপের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে যেন ঈশ্বরী আর হাত বাড়িয়ে দিয়েছে কার দিকে। সেখানে ঈশ্বরী সম্পূর্ণ নগ্ন! সে বিবস্বানকে জড়িয়ে ধরছে, 'তুমি কি কখনও দেখেছ আমাকে এভাবে?'

'চোখ দিয়ে দেখিনি, হাত দিয়ে দিয়ে ফিল করে করে দেখেছি ঈশা।'

'এত গোলাপ কেন বিবস্বান? এত গোলাপ?'

'Roses have the scent of sex!— জানো না তুমি? পড়োনি? ঈশ্বরী, আই ওয়ান্ট টু হ্যাভ সো, সো মাচ সেক্স উইথ ইউ। সারারাত, সারাদিন ধরে নেব তোমাকে, তারপর ছবি আঁকব, আবার সেক্স— তোমার শরীরের ওপর প্রলাপের মতো কবিতা পড়ব।'

বিবস্বানের দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ ঈশ্বরী বলে, 'একটা কবিতা বিবস্বান, বাংলা কবিতা— শুনবে?' বিবস্বান নিজের ঠোঁট দিয়ে ঠোঁট ঘাঁটে ঈশ্বরীর, বলে, 'শোনাও।'

ঈশ্বরী ফিসফিস করে—

BanglaBook.org

'দৈবাৎ গোলাপ জঙ্গল থেকে ফিরে আসে মানুষ।
লুকনো জেনানা ফুল, গাছে গাছে ফুল
মায়াবিৎ ডালে বেহায়া ফুল—
ফেরাই কি যায়?
বিকট মাকড়ের জাল থেকে ভালবাসা ছিঁড়ে পড়ে—
সে তো দৈবাৎ?

দৈবাৎ খুলে যায় ফটক গোলাপ বাগানে ॥

বিবস্বান হাসে, 'আচ্ছা, সেক্স নয়— লাভ। আই ওয়ান্ট টু মেক লাভ টু ইউ। ঠিক আছে?' সে আউড়ায়— খাপছাড়া খাপছাড়া মনে থাকা কবিতা একটা—

'Ricochet rope, always snaking
back, curling around my arms
my chest, whip become noose
like a cycle of love

...Sex we can die without,
the ashes glow to warm
us, the breeze smarting the eyes
without malice

...But love's the rope
that burns as it leaves, raising
a welt that fades to a scar
a sign pale as a rose on the wrist'

বিবস্বান আস্তে করে ছেড়ে দেয় তাকে— 'আমি জানি তুমি খুব রেগে আছ আমার ওপরে। আমি তোমার হতাশার কারণও জানি। আই ফিল সরি ফর ইউ।'

banglabook.org

সে বলে, 'আই টু ফিল সরি ফর ইউ বিবস্বান। তুমি তানিয়াকে এখনও না দেখে আঁকতে পারলে না।'

একেই কি বলে লাভ অ্যান্ড হেট রিলেশন? বিবস্বানের সঙ্গে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছে আমার কিন্তু তাকে কি ভালবাসা বলা যায়? আমি বিবস্বানকে ভালবাসি?— যদি তাই হয় তা হলে 'রাধেশ্যাম' হাউস থেকে ফিরেই পেছনের বাড়ির সেই ঘরটার দিকে আমি তাকাই কেন? কেন ঘরটা অন্ধকার, দরজা বন্ধ দেখলে আমার এত মন খারাপ হয়ে যায়? আর আলো জ্বালা থাকলে আমার শরীরের ভেতর দুমড়ে মুচড়ে উঠতে থাকে আনন্দ? আমার জীবনে এই-ই অদ্বিতীয় আনন্দ এখন। 'তাকে' দেখা। তাকে দেখতে পেলে আমি নিজে কেমন বদলে যাই যেন। আমার পিঠের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একরাশ কফি রঙা চুল, চোখ টানটান হয়ে যায়, ঠোঁট গরম, মেরুদণ্ড সাপের মতো হিলহিলে হয়ে ওঠে। দুটো ভারী ঢেউয়ের মতো হয়ে ওঠে স্তন নিশ্বাসে নিশ্বাসে। আমার নিতম্ব, উরুদ্বয় এমন সজাগ ও সতর্ক হয়ে ওঠে যেন বহুকাল ধরে 'সে' অনুসরণ করেছে আমাকে, আর হঠাৎই আমরা মুখোমুখি পড়ে গেছি। এবং আমি সত্যি সত্যিই মুখোমুখি পড়ে যাই একদিন—'দিনরাত্রি'র গায়ে যে পেট্রোল পাম্প তার ভেতরে যে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর— একদিন সেটারই কাচের দরজা ঠেলে আমি বেরোতে যাই, আর সে ঢুকে আসে। তার বাহুতে প্রায় ছুঁয়ে যায় আমার বাহু, আমি তার পারফিউমের ব্র্যান্ড জেনে যাই। 'দিনরাত্রি'তে ঢুকেও আবার ফিরে আসি আমি স্টোরটায়, এটা ওটা হাটকাই, আর তাকে দেখি। ঠিক তাকে দেখি না— তার রিফ্লেকশন দেখি আয়নায়। সে-ও আমাকে দেখে, কিন্তু মনে হয় না আগেও দেখেছে বলে। সীতার এনে দেওয়া প্যাস্টেল শেডের কামিজ আর জিনসে আমাকে যা দেখায় তখন তা সে পছন্দ করে, সে চোখ ছোট করে আমাকে দেখে, ফ্রজেন ফুডের দাম মেটায়, সিগারেটের দাম দেয়— আমি বেরিয়ে আসি, সেও বেরিয়ে আসে। আমি তার চোখের পথ ধরে ঢুকে যাই 'দিনরাত্রি'তে— সে দেখে, ভাবে আমি নিশ্চই বোর্ডার।

ছাদে উঠে আমি জানলায় অপেক্ষা করতে থাকি, কতক্ষণ পরে সেও এসে দাঁড়ায় বারান্দায়, সিগারেট ধরায়। আমি চেঁচিয়ে উঠি 'প্রীতি, এখানে শোন।' সে চমকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়, অবাক হয়, কী যেন ভাবে ভুরু কুঁচকে, তারপর

BanglaBook.org

ঠোঁট টিপে হাসে। তাকে অসাধারণ দেখায় এই অবস্থায়। হৃদয়হারী। যৌবনের তরঙ্গের মতো, কালো ট্র্যাক স্যুট। সাদা টি-শার্ট, ফরসা রং, ছ'ফুট উচ্চতা, কুচি কুচি করে ছেঁটে ফেলা চুল। সে পুরো সিগারেটটা আমার দিকে তাকিয়ে টানে। প্রীতি এসে দাঁড়ালে আমি জানিয়ে দিই চাল আনার কথা। 'মেপে বসাবি,' মনে করে দিই। আমাকে বেরোতেই হয় এরপর, কিন্তু ভীষণ এক চমৎকারিতা ঘিরে থাকে আমাকে, ভেতরটা যেন জ্বলজ্বল করে— আমি টের পাই। ভাবি— তারও কি কেউ নেই? আমার মতো, হাওয়ায় ভাসিয়ে নেওয়ার প্রেম নেই? খালি চুম্বনকারী আছে? আমার জানতে ইচ্ছে করে, সমস্ত জানতে ইচ্ছে করে। রু যে বইটা হাতে নিয়ে গোপন রাস্তায় অপেক্ষা করেছিল আমার জন্য, সেই বইটা, 'অ্যাডভেঞ্চারস্ অফ ডন কিহোতো' এতদিন ধরে পড়ে পড়ে, নেড়ে ঘেঁটে প্রায় ছিঁড়ে এসেছে। আমার বেরোনোর মুখে রু এসে সামনে দাঁড়ায়, বলে, 'মা আমাকে আর একটা স্টোরি বুক কিনে দেবে?' রু কতদিন পরে সাহস করে মা ডাকে আমাকে। আমি রাজি হয়ে যাই, 'দেব। নেক্সট যেদিন ডক্টরের কাছে যাব সেদিন কিনে দেব। ওকে?' বলি আমি।

বিবস্বানও আমাকে দেখে খুশি হয়, 'ইউ আর লুকিং গ্ল্যামারাস।' আমি আমার অতীত, বর্তমান সব ভুলে হেসে উঠি—

> 'Fill up your glasses with green wine and stay!
> Don't make a stir about going away!
> Cheer up, then, this is no time to complain!'

আমি বিবস্বানের প্রতি আমার বাধ্য প্রেম আর তার প্রতি আমার অবাধ্য হৃদয়াবেগকে চিনতে পারি— বিবস্বানের সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় আমি মনে মনে ভাবি 'তাকে'। কিন্তু কিন্তু শেষ অবদি আমাকে বিবস্বানের কাছেই ফিরতে হয়— লাভ হেট রিলেশনে ফিরতে হয়। বিবস্বানের ভুরার থেকে খাম নিতে হয়, বিবস্বানের আদরের আঁচ সহ্য করতে হয়। সেদিনের পরে 'সে' চলে গেছিল তা আমি জানতাম। ঘর অন্ধকার ছিল। তিন-চারদিন পরে আবার ফিরে এল। ফিরে এল, বারান্দায় দাঁড়াল, সিগারেট খেল, আমার দেরি হচ্ছিল রু-কে নিয়ে হসপিটালে বেরোনোর, অপারেশনের ডেট আজই জানার কথা, একটা সিটি স্ক্যান করানোর কথা, সেটার ডেট জানার কথা, অনেক দীর্ঘ

লাইনে অপেক্ষা করার কথা— সেই দেরি সত্ত্বেও আমি বেরোলাম না, সে আমাকে ইশারা করল, 'হু আর ইউ?' আমি কাঁধ ঝাঁকালাম, 'আমি আমি-ই।' সে বোঝাল, 'নো নেম?'

'তুমি জানতে চাও?'

আমরা দু'জনেই নেমে গেলাম নীচে। সেই ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের আয়নার সামনে শেভিং ক্রিম আর টুথপেস্ট নাড়াচাড়া করতে করতে সে আবার জানতে চাইল, 'হু আর ইউ?'

'আমি ঈশ্বরী।'

'ইউ স্টে অন দ্যাট রুফ টপ?' আমি মাথা নাড়লাম।

'স্ট্রেঞ্জ।' বলল সে। 'অ্যালোন?'

'নো।'

'ম্যারেড?'

'না, ডিভোর্সড।'

'ওঃ, সরি। কতদিন থাকবে?'

'অ্যাজ লং অ্যাজ পসিবল।'

'ক্যান উই মিট সাম টাইম। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'আই ডোন্ট নো ইয়োর নেম।'

'উইল টেল ইউ হোয়েন উই মিট। মিট মি টুডে?'

'আজ? না আজ হবে না।'

'কেন?'

'আজ আমাকে আমার ছেলেকে নিয়ে ডক্টরের কাছে যেতে হবে। ও খুব অসুস্থ। বেড রিডন ফর আ লং টাইম। খুব শিগগিরি একটা অপারেশন হবে ওর! খুব বড় অপারেশন।'

সে একটা ফোম শেভিংয়র বোতল খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল, 'ইউ হ্যাভ আ সান?'

'হ্যাঁ।'

'ওকে। ওক্কে।' সে বোতলটা ছুড়ে দিল আর লুফে নিল, 'ঠিক আছে, নো প্রবলেম। আই উইল সি ইউ সাম টাইম লেটার।'

'কাল?'

'পরে কখনও। আমি তো থাকি না, অ্যাম বিজি। এনি ওয়ে, ...হ্যাভ টু মেক

BanglaBook.org

আ মুভ। টেক কেয়ার। টেক কেয়ার অফ ইয়োর সান। বাই।'

এরপর সে এসেছে, ঘরে আলো জ্বলতে দেখে আমি জানলায় দাঁড়িয়েছি, আমার চুল নেমে এসেছে পিঠে, বুক ভারী হয়ে উঠেছে..., সে বারান্দায় এসেছে— তাকিয়েছে জানালার দিকে, আমাকে একদম চিনতে পারেনি। মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে অন্য দৃশ্যের সন্ধানে।

একটা লাম্প পাওয়া গেছে রু-এর ব্লাডারে। লাম্পটা একটু একটু করে বাড়ছে। টিপ টিপ টিপ টিপ রক্ত এখন সবসময় পড়ে থাকে ঈশ্বরীর ছাদের বাথরুমে। তিন মাস যাবৎ গলা ভাত, আলু সেদ্ধ, পেঁপে সেদ্ধ আর গ্লুকোজ জল ছাড়া রু-এর পেটে আর কোনও খাবার যায়নি। এখন আর রু উঠে জানলা অবদিও যেতে পারে না। প্রীতির কোলে কোলে বাথরুমে যায়। সেদিন ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড হেল্‌থ কেয়ারের করিডোরে বসে থাকতে থাকতে ও হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। একটু দূরে খেলছিল চারটে-পাঁচটা বাচ্চা। রু তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল, কী কথা হল কে জানে, রু-তো বাংলা বলতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরী দেখল ওদের মধ্যে একজন আচমকা হাত ধরে টানল রু-কে আর রু বিনা প্রচেষ্টায় ধপ করে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।

সেদিন দু'জন মুসলিম রমণী ঈশ্বরীকে খুব সাহায্য করেছিল। ডাক্তার দেখিয়ে সে চট করে ফিরে এসেছিল 'দিনরাত্রি'-তে।

ডাক্তার বললেন, 'প্রেশার একদম ফল করে গেছে। বাড়িতে রাখছেন ঠিকই কিন্তু লাইফ থ্রেটনিং কনডিশন, কখন কী হয় কোনও ঠিক নেই। হসপিটালে থাকা দরকার। তা ছাড়া এই যে কনস্ট্যান্ট কোমরে যন্ত্রণা এর মানে ইট্‌স গেটিং ওয়ার্স। কতদিন ধরে এই স্টোন ক্যারি করছে ও তা তো কেউ জানেই না। আপনি বলছেন প্রায় বছর খানেক আপনি ওকে দেখেননি, বাচ্চা কিছু বলতে পারছে না। এ অবস্থায় আমরা কী করব? স্টোন বেশিদিন থাকলে কিডনি বাদ দিতে হয়। কারণ কিডনিটা ড্যামেজ হয়ে যায়। কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়।'

কিন্তু এসবও মাসখানেকের পুরনো কথা। ব্লাডারের লাম্পটা ধরা পড়ার পর একটা অন্য ধরনের নৈঃশব্দ ডাক্তারদের ব্যবহারে। রু-এর শারীরিক অবস্থা যা তাতে এখনই অপারেশন সম্ভব নয়— বলেছেন তারা।

অপারেশন ক্যানসেল হয়ে গেছে, রু-কে নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে ঈশ্বরী।

BanglaBook.org

এই সময়টার মধ্যে রু-কে নিয়ে অনেক ভেবেছে ঈশ্বরী। বিবস্বান সুস্থ হয়ে উঠেছে। পা ফেলে হেঁটেছে একদিন। কলকাতায় বেশিদিন থাকতে চায় না বিবস্বান আর। ব্যাঙ্গালোরে চলে যাবে, সেটল করবে। 'রাধেশ্যাম' হাউসে যে চাপা অস্বস্তি ছিল বিবস্বানের ফিটনেস নিয়ে তা এখন অনেকটাই কেটে গেছে। সবাই চায়, বিবস্বান গাড়ি নিয়ে ক্লাবে চলে যাক, হাঁটাহাঁটি করুক, সঙ্গে থাকুক ঈশ্বরী। কিন্তু বিবস্বান আর একটু সময় নিতে চায়। তাতেও খুশি সবাই। যা চায় তাই করুক না বিবস্বান, যেভাবে চায় সেভাবে থাকুক। অন্তত তানিয়ার শোক যে অনেকটাই কাটিয়ে উঠতে পেরেছে ও, পরিবারের কাছে সেটাই যথেষ্ট। ঈশ্বরীই যে বিবস্বানকে অনেকদিক থেকে স্বাভাবিক করে তুলেছে একথা 'রাধেশ্যাম' হাউসের উমাপতিও স্বীকার করে।

বিবস্বানের কাছে ডুবুরির মতো তার চাকরি করতে যাওয়া, বিবস্বানের সঙ্গে তার ভাসমান সম্পর্ক— কোনটা যে শেষ পর্যন্ত টিকবে সে জানে না। সে এখনও বিবস্বানের সঙ্গে গল্প করে। গল্প বলে আসলে। স্থান, কাল, পাত্র ঠিক রাখা গল্প। সে ফুল সাজায়, ব্যালকনির ফার্নের শুকনো পাতা ছেঁটে দেয়, কবিতায় কবিতায় এক একদিন কাতর হয়ে ওঠে তারা উভয়েই, বিবস্বান মুখ ঘষে তার পেটে— ঈশ্বরী কার্বনের মতো পড়ে থাকে তখন। এখন সে বোঝে তার আর কোনও যৌন ইচ্ছা নেই, কিন্তু এখনও জীবনের ইচ্ছে আছে। বিবস্বান মাঝে মাঝেই তানিয়াকে আঁকতে চেষ্টা করে এখনও। তার কোনও দুঃখ হয় না এসবে। শুধু বিবস্বান যখন বাঙ্গালোরের ফ্ল্যাটটার কথা বলে তাকে, ন'তলার দক্ষিণমুখো ফ্ল্যাট, প্লেন ওঠা-নামা দেখা যায় সবসময় যেখান থেকে— তখন কেমন বদলে যায় যেন সে। তখন তার ইচ্ছে করে রু-এর ফুলে থাকা মুখটা দু'হাতের পাতায় চেপে ধরে। বলে, 'রু। তোকে ছাড়তে হবে আমাকে।' বলে, 'আমিও বাঁচতে চাই রু। তোরই মতো, চাকরি একটা হয়তো পেয়ে যাব আমি, আশ্রয় হয়তো একটা অন্য জুটিয়ে নেব, কিন্তু চাকরি, আশ্রয়— এ সবের সঙ্গে বাঁচার কতটুকু সম্পর্ক? বাঁচা মানে সম্পর্কের মধ্যে বাঁচা। রিলেশনস্। যার সঙ্গে আমি রিলেট করতে পারি তার সঙ্গে বাঁচা। তোর সঙ্গে আমি রিলেট করতে পারি কই— পারি না।' ঈশ্বরী এরকম বলে উঠবে একদিন বলে মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয় এবং রু-এর দাবিদারদের ফোন করে। ফোন করে তাকে, যে একদিন তাকে বলেছিল, wife is the most expensive prostitute, যে তাকে মারত, রমণ করত, তারপর আবার মারত। সে ফোন

BanglaBook.org

করে কিন্তু ফোন বেজে যায়, ফোন বেজে যায়— কেউ সেই ফোন ধরে না তাকে রেহাই দেবার জন্য। সে খোঁজ নেয়— জানতে পারে রু-এর জন্য কেউ ওখানে অপেক্ষা করে নেই। বাড়ি বদলে ফেলেছে। তার চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হয়, মনে হয় সে ঠকে গেছে, ভীষণ ঠকে গেছে।

যেদিন গৌরহরি ধূম জ্বর নিয়ে হসপিটালে ভরতি হন সেদিন বিবস্বান ছেলেমানুষের মতো তাকে আদর করতে উদ্যত হয়ে ওঠে। সমস্ত ভারসাম্য হারিয়ে তাকে নিয়ে গড়িয়ে পড়তে চায় সুড়ঙ্গে। আর সত্যিই শাওয়ার কার্টেন ছিঁড়ে দু'জনে পড়ে যায় বাথটাবে। টাবে জল না থাকায় হয়তো ভিজে যায় না তারা কিন্তু শব্দ ওঠে পতনের। ঈশ্বরী ভয় পেয়ে যায়, 'বিবস্বান, সীতা আন্টি বাড়িতে আছেন। কেউ এসেও পড়তে পারে, সুখেন্দুকে আমি তোমার স্যুপ আনতে বলেছি।'

বিবস্বান বলে, 'হু কেয়ারস্! যে আসে আসুক। আমি আপাহিজ। টাল সামলাতে না পেরে তোমার বুকে পড়ে গেছি।'

কুণ্ঠিত ঈশ্বরী নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়। উঠে দাঁড়ায়, সাহায্য করে বিবস্বানকে উঠে দাঁড়াতে। বিরাট থাবা দিয়ে বিবস্বান তার গাল টিপে ধরে, 'খুব জ্বালাতন করি তোমাকে ঈশা?'

'নাহ। না তো।' অন্যমনস্ক স্বরে বলে সে।

'ঈশা!' বিবস্বান সরে দাঁড়ায় তার সামনে থেকে, সে বুঝতে পারে না, বাথরুম জোড়া আয়নায় নিজের দৃষ্টিপথে নিজেকে দেখে। বিবস্বান টয়লেট থেকে বেরিয়ে যায়। বিবস্বানকে দেখায় ক্রুদ্ধ, নিরাশ। অনেকক্ষণ পরে খেয়াল হলে সে ছুটে যায় বিবস্বানের কাছে— 'কী হয়েছে? তুমি রাগ করেছ কেন?'

'তোমার আমার দিকে মন নেই ঈশ্বরী। যে কাজটা তুমি করো সেটা কোনও কাজ নয়, কাজটার কথা যদি ভুলেও যাই, ভালবাসা, বন্ধুত্ব, সহমর্মিতা— তোমার আমার প্রতি এসবও কিছু নেই। তুমি শুধু ওই খামটার জন্য এখানে আসো। আমি কেউ নই তোমার কাছে— শুধু একটা সাপোর্ট সিসটেম— তোমার আর তোমার ছেলের।'

ঈশ্বরী বসে পড়ে বিবস্বানের পায়ের কাছে, দু'হাতে মুখ ঢাকে, 'গৌরহরিবাবু হসপিটালে বিবস্বান, আমি তাই একটু অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছি।'

'না ঈশা, ছলনা কোরো না আর। লেটস্ টক ক্লিয়ারলি। তোমার ছেলে যে

BanglaBook.org

অসুস্থ এ তো সবাই জানে, সবাই এইজন্য তোমার প্রতি সিমপ্যাথেটিক, উই আর অলসো হিউমান বিয়িংস। আই মাইসেলফ্ ওয়াজ অ্যাবাউট টু ডাই সাম মান্থস এগো, আমি জানি জীবন কী, জীবন কতখানি মূল্যবান— কিন্তু আমি তোমার জন্য যা ভাবি, তোমার কথা, তোমার দুরবস্থার কথা যা ভাবি তুমি তার একটা অংশও আমার কথা ভাবো কি? তুমি কি বুঝতে পারো আমি কী চাই? তুমি কি বুঝতে পারো আমার কী দরকার? তোমার কাছে কী খুঁজি আমি পাগলের মতো? আমি রক্তমাংসের মানুষ। শুধু শব্দ দিয়ে আমাকে ট্যাকল করা যায় না। আর তুমি শুধু শব্দে বিশ্বাস করো। ইউ বিলিভ ইন ওয়ার্ডস অ্যালোন। কবিতা, কবিতা, গান, গান, গান, ফ্যান্টাসি, ফ্যান্টাসি, ফ্যান্টাসি— বাট হাউ লং ঈশা? টু মি— ইয়োর ওয়ার্ডস আর লাইক স্টিলবর্ন, লাইফলেস ক্রিচারস্ নাউ। প্লিজ, আনক্লোদ ইয়োর ওয়ার্ডস, আনক্লোদ ইয়োরসেলফ। আমি তোমাকে একটা বোকা, ভাল মেয়ের মতো পেতে চাই, যে আমাকে সব দেবে বিনা প্রশ্নে, বিনা দ্বিধায়।'

'তোমার জীবনে প্রেমের অভিজ্ঞতা আর আমার জীবনে প্রেমের অভিজ্ঞতা এক নয় বিবস্বান,' বলে ঈশ্বরী, 'তুমি যেভাবে আমাকে চাও, তানিয়াকে চাও, এখনও তানিয়ার শরীরের কথা ভেবে উত্তেজিত হয়ে ওঠো, তারপর তানিয়াকে আর আমাকে মিশিয়ে নিতে পারো, বলো যে রামধনুর রংগুলো উলটো-পালটে গেলেও নীল আকাশে সেই সৌন্দর্য একইরকম স্বয়ম্ভর— আমি তা পারি না। আমিও তোমাকে চাই বিবস্বান কিন্তু নিষিদ্ধ বস্তুর মতো চাই, নিজেকে সরিয়ে রেখে চাই।'

'আবার তুমি শব্দ নিয়ে খেলছ ঈশ্বরী।'

'না বিবস্বান, একজন গাইয়ে যখন গান করে তখন সে গান গেয়ে ওঠে ঠিকই কিন্তু নিজের গলাকে তৎক্ষণাৎ চিনে উঠতে পারে না। বছরের পর বছর, রেওয়াজে বসে বসে সে বুঝতে পারে কোনটা তার স্বর। আমাদের সাধারণের জীবনেও এই স্বরের সন্ধান চলতে থাকে। আমিও সেই স্বর খুঁজছি যে স্বরে আমি তোমার কাছে নিজেকে ব্যক্ত করতে পারব, উন্মোচন করতে পারব।'

'এত কি কঠিন ঈশা আমাকে অ্যাকসেপ্ট করা?'

'আমি তোমাকে ভালবাসি বিবস্বান। এই সম্পর্কটা ছাড়া আমার কাছে আর কী আছে বলো?'

BanglaBook.org

'গেট রিড অফ ইয়োর কিড,' বলে বিবস্বান, "আমি তোমার আর আমার মাঝখানে কাউকে চাই না।'

বিকেলের আলো নিভে গেলে ঈশ্বরী যখন 'রাধেশ্যাম' হাউস থেকে বেরিয়ে গৌরহরির কাছে যাবে বলে ভাবছে, তখন বিবস্বান পথ আটকায় তার, 'তোমার সমস্ত প্রেমের অভিজ্ঞতা এখনই শোনাও আমাকে। আমি জানতে চাই তোমার এবং আমার প্রেম কোথায় আলাদা? কেন দ্বিধা, অসম্মতির তারগুলোকে কিছুতেই ঢিলে হতে দিচ্ছ না তুমি? কেন, কেন মনে হয় তোমার সব স্বপ্ন 'আমিত্বের' ভার, এক্সিস্টেন্সের ভার বহন করতে করতে চাপে, তাপে, অশ্রুতে, দূষণে হয়ে উঠছে এই সময়ের মতো মূর্তিমান অ-শিল্প— অনিষ্টকর। কেন ঈশা?'

তারা এই চাকরির নাম রেখেছিল— বন্ধুত্ব। কিন্তু ঈশ্বরী জানত কোনও বন্ধুত্বেরই সে উপযুক্ত নয় কিংবা সমস্ত বন্ধুত্বই অস্থায়ী। কিন্তু সে কাজ বুঝত, কাজের, কর্মের কুলকুণ্ডলিনী জানত— তাই সে গল্প বলতে শুরু করল— স্থান, কাল, পাত্র ঠিক রাখা গল্প। সে বলতে লাগল এক নাবিকের সঙ্গে তার প্রেমের গল্প। এক নাবিক ছিল তার প্রেমিক। পালাতে-পালাতে সেই নাবিকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার মুম্বইয়ে। এবং দু'জনে ভেসে পড়েছিল সমুদ্রে, আরব সাগরের তটে বিয়ে সেরেছিল তার আগে। যে জাহাজের মেরিন অফিসার ছিল সেই নাবিক সেই জাহাজের নাম 'বৃন্দার'।

ঈশ্বরী যে গল্প শুরু করল তা সে রন্তিদেবকে বলেনি, তা গৌরহরি বা সুকুল জানে না, এই গল্প সে ট্রেনে আলাপ হওয়া একটা মেয়ের কাছে শুনেছিল। এই গল্প ছিল সেই মেয়েটির জীবনের গল্প। সেই গল্পের কিছু চিহ্ন মেয়েটির শরীরে লেগেছিল তখনও। মেয়েটি তাকে দেখিয়েছিল গলে গলে কুঁচকে যাওয়া পোড়া চামড়া শরীরের। যেহেতু এই উপন্যাস সত্যি-মিথ্যের উপন্যাস, যেহেতু যে-কোনও উপন্যাস সত্যি-মিথ্যের উপন্যাস, যেহেতু যে-কোনও গল্পই যে-কোনও মানুষের জীবনের গল্প হয়ে ওঠার সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ— তাই ঈশ্বরী বিবস্বানকে এই মুহূর্তে এই গল্প বলার মধ্যে অন্যায় কিছু পেল না।

তাই সে বলল, 'আমার সেই নাবিকের নাম ছিল সেগুন। সে বলত, সে আমাকে ভালবাসে, আমি তাকে, তার কথাকে বিশ্বাস করতাম। সেই অচেনা

BanglaBook.org

পরিবেশে, উথালপাতাল রাশি রাশি জলের ভেতর ক্রমাগত দুলতে-দুলতে সেই ভালবাসাই ছিল আমার একমাত্র অবলম্বন। সেগুন ছিল ভয়ংকর দুর্বিনীত এক পুরুষ, ভয়ানক তেজি। সমস্ত দিন সে জাহাজের কোথায়, কোন গোলকধাঁধায় হারিয়ে যেত, আমি কেবিনে বসে থাকতাম, রাত হলে আকণ্ঠ পান করে আমার কাছে ফিরে আসত সেগুন। তবে আমার এই ভেসে থাকার জীবনে কোনও অনীহা ছিল না। যার ডাঙায় কেউ নেই, কোনও বন্ধন নেই, কোনও সম্পর্ক নেই, তার কাছে ডাঙার কী-ই বা টান? আমাদের কেবিনের গা বেয়ে ছিল একটা সাদা সিঁড়ি, তাই বেয়ে উঠে যাওয়া যেত যে ডেকে জাহাজিরা তার নাম দিয়েছিল ফিফথ্ ডেক! প্রতি রাতে সেগুন আমাকে ফিফ্থ ডেকের ওপর নগ্ন হতে বলত।'

ঈশ্বরী বলতে লাগল, তার মনে রইল না মেয়েটা, ট্রেনের মেয়েটা কী কী ঠিক বলেছিল তাকে, তার বোধ রইল না কখন তার নিজের গল্প এই গল্পের মধ্যে মিশে গেল, একটা সমাজের মতো একটা জীবনের সঙ্গে।

'সেগুন, আমার নাবিক, আমার পুরুষ— সেই আকাশের নীচে ডেকের ওপর ফেলে রাখত আমাকে। আমি ওকে নেব বলে এমন এমন মুড়ে ফেলতাম পা যে আমার যোনি চাপ পেয়ে উঠে আসত ওপরে, রাতের সন্নিবিষ্ট তারা-রা প্রত্যেকে দেখে নিত আমার লজ্জাস্থান। দেখত তার কান্না, চাপা কান্না। আমার কাছে আমার সেগুন তখন আদিম, অতিদ্বয়। কিন্তু আমি চিত হয়ে পড়ে থাকতাম— সেগুন নিজেকে নয় আমার ভেতর প্রবেশ করাত জাপানি খেলনা। সেগুলো ঘুরত আমার ভেতরে, চক্কর কাটত, থরথর করে কাঁপত। কিন্তু সেগুন এক ব্যর্থ যুবক, সারা রাত ধামসানোর পর ঝোলায় ভরে নিত সব খেলনা, নেমে যেত সাদা সিঁড়ি বেয়ে, আমার চারপাশে পড়ে থাকত মদ আর আমার নিজের রক্ত। আমি ভোরের ভীষণ হাওয়ার মধ্যে নিদ্রাতীত অচেতন হয়ে পড়ে থাকতাম কতক্ষণ কে জানে— ফিফথ্ ডেকে। ঈশ্বরী এই অবদি বলেছে যখন, তখন কীভাবে দাঁতে জিভে জড়িয়ে গিয়ে কচ্ করে জিভ কেটে গেল তার। সঙ্গে সঙ্গে রক্ত ছুটল। এখনও খুঁড়িয়ে চলা বিবস্বান ছুটে গিয়ে নিয়ে এল তোয়ালে। বিবস্বানের সোনালি-বাদামি টার্কিস তোয়ালে ধীরে ধীরে অ্যাবসর্ব করে নিল তার রক্ত।

যে কথক, তার জিভ কেটে গেলে, যে লেখক, তার মস্তিষ্ক শুকিয়ে গেলে যা হয় ঈশ্বরীরও তাই হল। সে হু হু করে কাঁদতে লাগল। ঔপন্যাসিকের সঙ্গে

BanglaBook.org

পড়ে থাকা উপন্যাসের সম্পর্ক যেমন হয় শয্যাকীটের সঙ্গে গলিত নরমাংসের সম্পর্কের মতো, ঈশ্বরীর সঙ্গে তার গল্প উৎপাদনকারী মগজের সম্বন্ধও আসলে তাই। আর তাই বলেই বিবস্বান যখন তার জিভ বেয়ে, মুখ বেয়ে বেরিয়ে আসা রক্ত চুম্বন দিয়ে শুষে নিতে লাগল তখন অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় রগ ফুলে উঠল ঈশ্বরীর। সে বিবস্বানের ঔরসে নিজেকে ছেড়ে দিতে দিতে পাগলের মতো ছটফট করে বলতে চাইল— তার কাজটাও কাজ।— কাজ। —কাজ।

বিবস্বান জানতে চাইল, 'ঈশ্বরী তুমি ঠিক আছ?'

সে বলে চলল, 'বিবস্বান, বিবস্বান— সেগুন, আমার সেগুন আমাকে মারতে মারতে ফিফথ্ ডেকে নিয়ে যেতে চাইত রোজ। আমাকে জাহাজ থেকে ফেলে দেবে বলে ভয় দেখিয়ে আমার প্রতিরোধ ভেঙে দিতে চাইত। ও আমাকে ঝুলিয়ে দিত লোহার রেলিংয়ের ওপর। আর সেই অবস্থায় আমার ভেতর পুরে দিত বোতল বোতল মদ। গলগল গলগল করে ঢুকত সেই পথ বেয়ে যাকে আমার প্রথম প্রেমিক বলেছিল গোল্ডেন গেট...।'

বিবস্থান মুখ চেপে ধরল তার, 'ঈশ্বরী চুপ। আমি আর শুনতে চাই না।'

সে বলল, 'নো, শোনো।'

বিবস্বান সজোরে মাথা নাড়তে লাগল, সে মিনতি করে উঠল, 'না, বিবস্বান শেষ করতে দাও, প্লিজ শেষ করতে দাও।'

বিবস্বান তার চুলগুলো সরিয়ে তখন মুখের ওপর থেকে। তোয়ালে এনে দিল গলায়, তার শরীরকে মেলে দিল নিজের হ্যাঙারের মতো বাহুর ওপর, ঈশ্বরী বলল, 'সেগুন দিনের পর দিন কেবিনে বন্ধ করে রাখত আমাকে বিবস্বান। বেরোতে দিত না, যখন যেখানে নোঙর করত জাহাজ, দু'দিন-তিনদিনের জন্য, তখন সেখানে সেখানে মেয়েদের তুলে নিত সেগুন জাহাজে। একদিন সেগুন আমাকে খুব মারল, খুব আদর করল, কাঁদল খুব তারপর চিরদিনের মতো নেমে গেল জাহাজ থেকে। সেগুন আত্মহত্যা করল বিবস্বান। আমার সঙ্গে, জাহাজের সঙ্গে সমস্ত কনট্র্যাক্ট ব্রেক করে আত্মহত্যা করল। এত জলের মধ্যে একা রেখে চলে গেল আমাকে।

জলেও আর কেউ থাকল না আমার। সত্তর দিন পরে ভাসতে ভাসতে আরব সাগরের তীরে আবার ফিরলাম আমি। জলে কেউ নেই, ডাঙায় কেউ নেই, উপার্জন নেই, আশ্রয় নেই— আমি ঘুরতে লাগলাম মুম্বইয়ের পথে পথে।'

BanglaBook.org

রাত প্রায় দশটার সময় ঈশ্বরী যখন নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে, চোখেমুখে জল দিয়ে বিবস্বানের ঘরের দরজার সোনালি নবে হাত রাখল খুলে বেরোবে বলে, তখন বিবস্বান বলল, 'তোমার জীবনে তা হলে এমন কোনও পুরুষ আসেনি ঈশ্বরী যার কথা বলার সময় তোমার গলা এরকম প্রেম শূন্য, শরীর শূন্য, তীক্ষ্ণ, বিছের মতো কাঁটা কাঁটা, খরখরে শোনাবে না?'

ঈশ্বরী হাসল, 'এসেছে প্রেমিক। তার নাম সালভাদর দালি।' বলল সে।

দু'পা যেতে না যেতেই বিবস্বানের একটা এস এম এস পেল সে— 'তোমার সব আছে ঈশ্বরী, তোমার শুধু ভালবাসা চাই।'

ঈশ্বরী বাকি পথ এই কথাটাকে গাঢ় থেকে গাঢ়তর হতে দেখল তার হৃদয়ে। আর এই-ই একমাত্র জায়গা যেখানে আমার বা ঈশ্বরীর কারওরই কোনও প্রভাব রইল না উপন্যাসে।

বিবস্বানের ছোট বোন শরণ্যা সকালে তাকে একটা বড়সড় ব্ল্যাক চকোলেট দিয়েছিল। সামার ভ্যাকেশন কাটিয়ে দু'দিন আগেই ফিরেছে শরণ্যা ইয়োরোপ থেকে। সুইডেনে থাকেন সীতার ছোট ভাই। শরণ্যা তার কাছেই ছিল কিছুদিন। কালই ফিরে যাবে ব্যাঙ্গালোর, যেখানে ও পড়াশুনো করে।

শরণ্যার দেওয়া চকোলেটটা ব্যাগে ভরে নিয়েছিল ঈশ্বরী। রাস্তায় বাসের ভাড়া দেওয়ার সময় সেটা চোখে পড়ল তার। রু যদি সুস্থ একটা শিশু হত এই চকোলেটটা পেয়ে কত আনন্দ হত ঈশ্বরীর। কাজ থেকে ফিরে সে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরত বাচ্চাকে, হাতে দিত চকোলেটটা। রু সারা মুখ ভরতি করে খেত সেটা, গালের চারপাশে লাগিয়ে ফেলত।

ঈশ্বরী ভাবল চকোলেটটা ফেলে দেয়। তারপর 'ভালবাসা চাই' মনে পড়ল তার। ভুরু কুঁচকে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। সে বাসের মধ্যে বসে বসে পরম তৃপ্তি ও প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে খেতে লাগল চকোলেটটা।

এসি-তে থাকা, পৃথিবীর ভাল ভাল খাবার খাওয়া, গল্প করা— তাও সাড়ে দশটায় যখন 'দিনরাত্রি' পৌঁছোল সে মনে হল ভীষণ ক্লান্ত। সে প্রবীরকে জিজ্ঞেস করল গৌরহরির কথা। প্রবীর অবজ্ঞাসূচক— 'ভাল না' বলল তাকে। সে ছাদে পা রাখল, প্রীতি বলল, 'দিদি, তুমি আজ একবারও ফোন করোনি কেন?'

সে থতমত খেল, বলল, 'নাহ্ করিনি। কেন?'

BanglaBook.org

'রু-এর সেই দুপুর থেকে বমি, আর পেটে ব্যথা। তুমি যদি এক্ষুনি ডাক্তারের কাছে না নিয়ে যাও তা হলে রু আজ বাঁচবে না।'

প্রীতি ছাদে উবু হয়ে বসে হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগল। 'প্রতি মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে রু এই মরে যাবে, এই মরে যাবে। আমার যা গেছে আজ তা শুধু আমিই জানি। কেউ নেই একটা যাকে বলতে পারি রু-এর এই অবস্থা। একটা যে ফোন করব তোমাকে, নীচের ফোনে চাবি, বেরোতে পারছি না রু যা করছে, ভলকে ভলকে বমি। আমি আর পারছি না, আমি নিজেই এবার অসুস্থ হয়ে পড়ব।'

সে ধীরেসুস্থে ঘরে ঢুকল, রু, রু নয়। রু— কেউই নয়— শুয়ে আছে। বুকটা উঠছে নামছে। বাকি শরীর স্থির। সে প্রীতিকে ডাকল, 'কী খেয়েছিল রু?'

প্রীতি ঝাঁঝিয়ে উঠল তাকে, 'কী আবার খাবে? খাওয়ার মতো আছেটা কী এ বাড়িতে? ডাল আর ভাত ছাড়া? মাছ আছে? মাংস আছে? কী আছে খাওয়ার মতো যে জিজ্ঞেস করছ?'

'ওর বমি হচ্ছে যখন তখন ও নিশ্চয়ই কিছু খেয়েছে।'

'আমি জানি না,' মাথা ঝাঁকাল প্রীতি, 'তুমি ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে পারছ না?'

'তুই কাঁদিস না, বমির সঙ্গে কী উঠেছে বল।'

'নিজে তো ভালমন্দ খাচ্ছ রাতদিন, কোনওদিন আমার জন্য হাতে করে একটা এগরোল-ও নিয়ে আসতে পারো না? ও তো অসুস্থ, আমি তো তা নই।'

'রু-এর অপারেশনের জন্য আমার কত টাকার দরকার তা কি তুই জানিস না প্রীতি? প্রতি মাসে কত টাকার ওষুধ লাগে বল?'

'পয়লা বৈশাখ চলে গেল একটা জামা দিয়েছ? একটা সত্তর টাকার ম্যাক্সি?'

'দিতে হয় আমি জানি না রে!'

'তুমি যেখানে কাজ করো সেখানে তো তোমাকে এত দিচ্ছে।'

'না দিলে ওরা আমার সঙ্গে হেসে কথা বলতে পারবে না প্রীতি— তাই দিচ্ছে।'

'শুধু বেশ্যার মেয়ে বলে কেউ বাড়িতে ঢোকাতে চায় না, নইলে কবে আমি

BanglaBook.org

তোমার কাজ ছেড়ে দিতাম, রাতদিন রুগি নিয়ে বসে থাকো। ও আসত, ওর আসাটাও তুমি বন্ধ করে দিলে।'

'ও মানে? সুকুল?'

প্রীতি দেয়ালের দিকে ঘুরে গেল, 'বাজার নিয়ে ফেরার সময় একটু চানাচুর কিনেছিলাম, চান করতে নীচে গেছি— এসে দেখি সবটা খেয়ে রেখেছে রু।'

সে রু-এর গায়ে হাত দিল, গা ঠান্ডা। ছাদে বেরিয়ে এল ঈশ্বরী, রাস্তার ওপারে নতুন একটা ঝাঁ চকচকে ওষুধের দোকান খুলেছে। এখনও সেটা খোলা। ইঞ্জেকশন কিনল সে, কম্পাউন্ডারকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল ছাদে।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক সময় নিল রু ঘুমিয়ে পড়তে। যখন নিশ্বাস প্রশ্বাস অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এল তখনও টপ টপ টপ টপ করে চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল ওর। এই সময় শব্দ করে এস এম এস ঢুকল তার মোবাইলে— 'ইউ, ডিজার্ভ আ বেটার লাইফ ঈশা। আ নিউ লাইফ।' সে ছাদে বেরিয়ে এসে দেখল প্রীতি আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে আছে।

ঈশ্বরী 'রাধেশ্যাম' হাউসে ঢুকেই ব্যস্ততাটা টের পেল। সে জানত মাহির আসছেন আজ। বিবস্বান কাল থেকে চনমন চনমন করছিল মাহিরকে মিট করার আনন্দে। ঈশ্বরীকে বলেছিল, 'ঈশা, তুমি কাল একটা শাড়ি পরে আসবে।' গরম পড়েছে প্রচণ্ড, সীতার পছন্দ করা একটা চাঁপা ফুল রঙা অর্গেন্ডি শাড়ি, তাতে সামান্য লখনউ চিকনের কাজ— পরে এসেছে সে। একটা হাত খোঁপা করেছে, খেজুর রঙা লিপস্টিক লাগিয়ে চেপে চেপে তুলে দিয়েছে অনেকটা। অটো স্ট্যান্ডের কাছে একটা ফুলওলা বসে, তার থেকে চারটে চাঁপা ফুল কিনে খুঁজে দিয়েছে খোঁপার নীচে, ঘাড়ের ওপর— উঁকি দিচ্ছে ফুলগুলো, লেবানিজ্ কোনও মেয়েকে শাড়ি পরালে যেমন দেখাতে পারে— ঠিক তেমনই দেখাচ্ছে তাকে। সাক্ষীর মা যে গভীরভাবে সন্দেহ করতেন যে তার শরীরে মুসলমান রক্ত বইছে এর কিছু যৌক্তিকতা আয়নার সামনে দাঁড়ালেই টের পায় ঈশ্বরী।

সে বিবস্বানের ঘরের দরজায় টোকা দিল। বিবস্বান বলল, 'হ্যাঁ?'

সে দরজা খুলল নব ঘুরিয়ে, বিবস্বান এক মুখ হাসল তাকে দেখে। বলল, 'কাম, কাম, ঈশা। কাম ইন।'

BanglaBook.org

বিবস্বান উঠে দাঁড়াল, মাহিরও। বিবস্বান বলল, 'মাহির, মিট ঈশ্বরী, মাই ফ্রেন্ড— দো উই ডিফার অলমোস্ট অন এভরি থিং। আর ঈশা, মাহিরের কোনও পরিচয় দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই, খুব বেশি হলে বলা যায় আমি ওর মিউজিকের গ্রেট ফ্যান।'

মাহির বললেন, 'সেটা তো তোমার পরিচয় হল বিবস্বান, আমার কী হল?' তিনজনে হেসে উঠল তারা।

ঈশ্বরী বলল, 'আপনি এত ভাল বাংলা জানেন?'

'আমার বউ তো বেঙ্গলি আছেন। আর বেঙ্গলি মেয়েরা খুব প্যামপারড্ হতে ভালবাসেন এবং প্যামপার করার পক্ষে বেঙ্গলির মতো ভাষা কোনও আছে কিনা আমার জানা নেই। সেইজন্য আমাকে পরিশ্রম করে বেঙ্গলি শিখতে হয়েছে।'

ঈশ্বরী খুব হাসতে লাগল। এত বড় একজন স্টার কিন্তু মনে হল না কোনও অহংকার আছে। ঈশ্বরী মাহিরকে মুম্বাইয়ে পারফর্ম করতে দেখেছে। সে সময় এই মানুষটা অন্য। একটা অলোকসাধারণ উপস্থিতি। ভাসা ভাসা চোখদুটো থেকে জ্যোতি বেরোয় যেন।

বিবস্বান বলল, 'আমি আর ঈশা— ঘণ্টার পর ঘণ্টা তোমার গান শুনেছি মাহির— একসঙ্গে।'

মাহির হাসলেন। বিবস্বানকে বললেন, 'হোয়েন উইল ইউ স্টার্ট গোয়িং আউট?'

'যতদিন একটুও খোঁড়াব ততদিন নয়, ' বলল বিবস্বান। 'তুমি জানো না আমার পায়ের হাড় ফুটো করে তিন মাস ট্রাকশান দেওয়া হয়েছিল, পা-টা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল? সেই ফুটোটা এখনও বোজেনি।'

মাহির খুব দুঃখিত মুখে তাকিয়ে রইলেন বিবস্বানের দিকে, তারপর বললেন, 'তানিয়াকে আঁকছ বিবস্বান?'

'নো।' মাথা নাড়ল বিবস্বান, 'আমি ঈশার একটা ছবি এঁকেছি, আর একটা আঁকছি।'

অমনি মাহির ভুরু তুললেন, 'কী, কিছু বলতে ভুলে যাচ্ছ না তো?'

বিবস্বান বলল, 'উহুঁ। ঈশ্বরী আমাকে পছন্দই করে না। ওর একজন প্রেমিক আছে। তার নাম সালভাদর দালি।'

মাহির বলল, 'সে কী?'

BanglaBook.org

বিবস্বান বলল, 'তুমি যাকে ভাবছ সে নয়। এই দালি মুম্বাইয়ে পর্ক বিক্রি করে।'

ঈশ্বরী কপট ধমক দিল বিবস্বানকে, 'খুব তো জেলাস?' মাহির হাসতে লাগলেন।

একটু পরে বিবস্বান বলল, 'সুখেন্দুকে বেল দাও ঈশা, কফি খাব।'

সে বলল, 'আমি যাচ্ছি।'

ডাইনিং হলে নামল ঈশ্বরী, সীতা ছিলেন, সীতা কিছু খাচ্ছিলেন, তাকে ডেকে পাশে বসালেন, সে উমাপতিকে কফির জন্য বলে সীতার কাছে গিয়ে বসল। 'বুবু খুব খুশি না ঈশ্বরী?' বললেন সীতা। সে মাথা নাড়ল। সীতা ব্রেডের ওপর মোটা করে মাখন লাগালেন, তার ওপর পিনাট বাটার লাগালেন, তারপর মধুর বোতল উপুড় করে ধরে গোল করে ঘোরালেন, ব্রেডের টুকরোটা এগিয়ে ধরলেন ঈশ্বরীর দিকে। সে সেটাকে হাতে নিয়ে ধন্যবাদ দিল। সীতা বললেন, 'আমাকে একটু বেরোতেই হবে, লাঞ্চের সময় তুমি ওদের একটু দেখো ঈশ্বরী।'

'নিশ্চয়ই!' বলল সে।

'দালচা বানিয়েছে উমাপতি। ভীষণ ভাল হয়েছে খেতে। কিন্তু যা ঝাল আমি মুখে দিতে পারব না। মাহির খুব পছন্দ করবে।' সীতা গলা তুললেন, 'উমাপতি পাঁপড় সেঁকে দিতে ভুলবে না। ঈশ্বরী আনারসের আচার আছে, একটু বের করে নিয়ো তো ক্যাবিনেট থেকে। উমাপতি, পরোটায় একটু গোলমরিচ দিয়ো।'

খেজুর, কিশমিশ, মাটনের জাবদা টুকরো, ছোলার ডাল, ধনেপাতা, ঘি, লঙ্কা— দালচা'র রেসিপি ঈশ্বরীর জানা। উমাপতির হাতের গুণে তার স্বাদ কোথায় পৌঁছাবে ভেবে কেমন উদাস হয়ে গেল সে। বাড়ি ফেরার সময় প্রীতির জন্য পরোটা, কষা মাংস নিয়ে গেলে প্রীতি কি ভাববে যে সে, ঈশ্বরী— মেয়েটার ওপর চূড়ান্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে?

সীতা আবার বললেন, 'আমি খুব চেষ্টা করব দুটোর মধ্যে চলে আসার। এত বড় একজন আর্টিস্ট আমার অতিথি আজ, আমার একটুও ইচ্ছে করছে না যাই, কিন্তু কী করব? নীলার মেয়ের আজ আশীর্বাদ, না গেলেই নয়। তবু তুমি আছ বলে ঈশ্বরী। নইলে খাওয়ার টেবিলে বাড়ির মেয়েরা না থাকলে কী শ্রীহীন দেখায় না। বলো?' সীতা তার প্লেটে আমের টুকরো তুলে দিলেন।

BanglaBook.org

এখন আর তার খেতে লজ্জা করে না এ-বাড়িতে। বিবস্বানের সামনেও দিব্যি বসে বসে এটা সেটা খায় ঈশ্বরী, একদিন একদিন বিবস্বান তার মুখ দেখে বলে দেয় তখন কী খেতে ইচ্ছে করছে তার— আইসক্রিম না মুস। বাড়ির প্রতিটা সার্ভেন্ট তার হুকুম মেনে চলে, প্রয়োজনে টুকটাক নির্দেশ দিতেই হয় তাকে, একবার পনেরো দিন দিল্লিতে থাকার পর বুধাদিত্য 'রাধেশ্যামে' ফিরে এলেন দু'দিনের জন্য আর সীতাকে তখনই বড় মেয়ে সাহানার মন খারাপ করছিল বলে মন ভাল করতে কানাডা ছুটতে হল। সেই সময়, বুধাদিত্য বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে, বাড়ি উপচে পড়ল অতিথি, অভ্যাগত, দর্শনার্থীতে। তাকে এতদিক সামলাতে হল সে সময় যে দু'দিন বিবস্বানের সঙ্গে বসে গান শোনাই হল না। বুধাদিত্য যাওয়ার সময় এত প্রশংসা করলেন ঈশ্বরীর যে বিবস্বানও চোখ কপালে তুলল, 'সেকশন সো অ্যান্ড সো, সো অ্যান্ড সো অ্যাক্ট, সিরিয়াল নাম্বার দিস, জাজমেন্ট গিভেন বাই সো অ্যান্ড সো— এসব কিছু উচ্চারণ না করেই এতগুলো কথা যে বাবা বলতে পারে, আই নেভার ইমাজিনড।'

ন্যাপকিনে মুখ মুছে সীতা বললেন, 'বুবু তো মাহিরের সঙ্গে শান্তিনিকেতন যাচ্ছে স্যাটারডে। দু'-তিনদিন থাকবে। এই সময়টা তুমি আর এসো না তা হলে।' বলেই সীতা দু'হাত তুলে কাঁধ ঝাঁকালেন। 'অবশ্য আমি জানি না। তুমি আসবে কিনা সেটা বুবুকে জিজ্ঞেস করে নিয়ো।'

শান্তিনিকেতনে যাওয়ার বিষয়টা জানা ছিল না তার, দু' বা তিনদিনের জন্য বেরোতে না হলে কী যে ভাল লাগবে তার— ভাবল সে। এবং তার রু-এর কথা মনে পড়ল। অনেকদিন হয়ে গেল রু-কে সে এক চিলতেও সোহাগ দেখায়নি, ঘুম পাড়ায়নি। এখন তারা রাতে ঘুমোয় একসঙ্গে, পাশাপাশি কিন্তু রু-কে সে আর কাছে টানে না। রু-ও এত নির্জীব হয়ে গেছে যে সারারাত একভাবে পড়ে থাকে বিছানায়। অনেক সময় রু-কে এত বেশি স্থির মনে হয় তার যে নাড়িয়ে দেখে মৃত না জীবিত।

এতদিনে সে এটা বুঝে গেছে বিবস্বান আর সীতার সম্পর্কটা নেহাতই ব্যবহারিক। কোনও আন্তরিক যোগাযোগ সেখানে নেই। বিবস্বান খুব জেদি আর সীতা খুব বুদ্ধিমতী, বিবস্বানের সঙ্গে কোনও বিষয়ে কোনও মতভেদ হলেই নিজের জায়গা ছেড়ে দেন তিনি, বিবস্বান নিজে যা ঠিক করে সেটাই হয়। সে সীতার কথার উত্তরে বেশি কথায় গেল না। বলল, 'হ্যাঁ আমি জিজ্ঞেস করে নেব আন্টি।'

BanglaBook.org

'কস্তুরী তো কাল এসে পৌঁছোচ্ছে। ও-ও শান্তিনিকেতন যাবে বুবুদের সঙ্গে, বলল বুবু।' সীতা বললেন, এই ক' মাসে কস্তুরী তিন-চারবার হায়দ্রাবাদ থেকে এসে দেখা করে গেছে বিবস্বানের সঙ্গে। কস্তুরী এসেই অনেকক্ষণ বিবস্বানের বুকের মধ্যে নিজেকে জড়ো করে রেখে দেয়। বিবস্বান তখন কস্তুরীর চুলে বিলি কেটে দেয় আঙুল দিয়ে। কস্তুরী আর তানিয়া পরস্পর ছিল প্রাণের বন্ধু। বিবস্বানের কাছে এসে তানিয়ার জন্যই কান্নাকাটি করে কস্তুরী। সে সময় বিবস্বান বেশিরভাগই ঈশ্বরীকে ফোন করে বলে দেয় 'আসার দরকার নেই।'

ঈশ্বরী সুখেন্দুকে কফির ট্রে-টা নিয়ে যেতে বলল ওপরে, তারপর সীতাকে বলল, 'তা হলে বিবস্বানের জিনিসপত্র আমি আজই প্যাক করে দিই আন্টি।'

'হ্যাঁ, ওষুধ, হট-ওয়াটার ব্যাগ, এক একটা জিনিস মনে করে করে দিয়ে দিয়ো।'

ঘরে ঢুকে সে দেখল বিবস্বান আর মাহির গভীর আলোচনায় মগ্ন। জানলা বন্ধ করে টেনে দেওয়া হয়েছে বালি বালি রঙা পরদাগুলো, এসি অন করা। ইলেকট্রনিক তানপুরাটা রাখা বেডের ওপর। সেটা থেকে চারটে নোট বেরিয়ে প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়াচ্ছে ঘরময়। মাহিরের চোখমুখ থেকে সমস্ত রসিকতা মুছে গিয়ে সংগীতজ্ঞের পারিপাট্য উঠে এসেছে। আচমকাই বিবস্বানকে দেখাচ্ছে শিশুর মতো সরল, ছাত্রের মতো মনোযোগী, বোদ্ধার মতো রিক্ত— রিক্ত কারণ সে সামনের স্রষ্টা ও শিক্ষকের কাছ থেকে সম্পূর্ণ করে ভরে নেবে নিজেকে।

বিবস্বানের এমন মূর্তি ঈশ্বরী দেখেনি কখনও। সে সুখেন্দুকে নিঃশব্দে সরে যেতে বলল। নিঃশব্দেই কফি বানাল, এগিয়ে দিল কাপ দু'জনের দিকে এবং চুপ করে বসল বিবস্বানের পাশে। তার মনে হল সে ভুল ভেবেছে। বিবস্বানকে স্বার্থপর, দয়াহীন, মায়াহীন ভাবা তার ভুল হয়েছে। সুর যে এত ভালবাসে, রং যে এত ভালবাসে, ফুল ভালবাসে না শুধু পাতাদের, ডাঁটিকে, বল্কলকেও ভালবাসে, সে কি একটা মৃতপ্রায় শিশুকেই শুধু শিল্পত্বহীন ভাবতে পারে? সেই ছোট্ট, শীর্ণ, নগণ্য, অবোধ্য শরীরের ভেতর যে ফাঁস আলগা হয়ে যেতে থাকা জীবনের উপস্থিতি— তার কি কোনও স্থাপত্য সুষমা নেই, সেই যে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়তে থাকা তুলতুলে, পরিণামহীন পুরুষাঙ্গ তার কি

কোনও কাব্য উগলানোর ক্ষমতা নেই? সেই শিশু কি কেবলই এক ঝাঁঝরা হয়ে পড়ে থাকা বিসদৃশ্য চরিত্র? যার কোনও অ্যাকসেপটেন্স নেই দেয়ালে, দেয়ালে?

ঈশ্বরীর মন বলল আছে। আছে। আছে। যে আমস্টারডাম যায় টিউলিপের মরশুমে টিউলিপ দেখবে বলে, সে একদিন নিশ্চয়ই তাকে ডেকে বলবে, 'হ্যাঁ, একটা কিছু করা উচিত আমার— বিফোর ইটস্ টু লেট।' বলবে। বলবে। নিশ্চয়ই বলবে।

তখন মাহির বললেন, 'এখন আমি বিশ্বাস করতে শুরু করেছি বিবস্বান, দ্যাট, স্পিরিচুয়ালিটি টু ইজ এন্টারটেনমেন্ট।'

কথাটা শোনামাত্র ঈশ্বরীর শীত-শীত করে উঠল। তার ইচ্ছে হল বলে, 'সো ইজন্ট আর্ট?'

'আমি খুব কনফিউসড্ অ্যাকচুয়ালি। কখনও কখনও মনে হয় সব যা শিখেছি আমি, যা আঁকড়ে ধরে আছি যা আমার প্রাণের পরিচয় তা আসলে পলায়নবাদিতা ছাড়া কিছু নয়।

বিবস্বান বলল, 'তুমি কি বলতে চাও পাহাড় কেটে কেটে মূর্তি বানানো, গুহার ভেতরে ছবি আঁকা সব পলায়নবাদিতা?'

বিবস্বান যেন থমকে গেছে। বিবস্বানের কাছে ঈশ্বরী শুনেছে মাহিরের পথ সেমি-ক্লাসিক্যাল হলেও রামপুর ঘরানার ওস্তাদ গোলাম মুস্তাফা খাঁর কাছে মাত্র সাত বছর বয়েস থেকে তালিম নিয়েছেন মাহির। আর কর্ণাটকের গুরু স্বয়ং মাহিরের মা সুধন্যা। অর্থাৎ নর্থ ইন্ডিয়ান আর সাউথ ইন্ডিয়ান ধ্রুপদি সংগীতের শিক্ষা সুসম্পন্ন হয়েছে কবেই মাহিরের জীবনে।

মাহির বললেন, 'বললাম না আমি ভীষণ কনফিউসড্! আমি কলা, আধ্যাত্মবাদ, চৈতন্য সবকিছুর মধ্যে একটা লিঙ্ক খোঁজার চেষ্টা করছি বিবস্বান।'

'খুঁজে পেলে আমাকে জানিয়ো।' বিবস্বান ভীষণ চিন্তিত হয়ে উঠেছে।

'উইল লেট ইউ নো। সার্টেনলি। শোনো বিব, দশ বছর আগে আমি যা ছিলাম এখন আমি আর তা নই এটা তো মানবে? তাই খুঁজি না কেন খুঁজতে খুঁজতে আমি অনেক দূরে চলে এসেছি।'

'দশ বছর আগে তোমার যা স্টাইল ছিল এখন সেই স্টাইল চেঞ্জ হয়ে গেছে। এখন সুর নিয়ে তোমার কোনও চিন্তাই নেই...।'

BanglaBook.org

বিবস্বানের কথা কেড়ে নিয়ে মাহির বললেন, 'না, কোনও চিন্তা নেই, এখন আমি শুধু তান নিয়ে ভাবি, অনেক কমপ্লিকেটেড ফর্ম নিয়ে ভাবি। আগে পারফর্ম করতে গিয়ে কত মুড চেঞ্জ হত আমার— এখন আমি টোটালি সাবমিসিভ। দুনিয়া যায়ে জাহান্নুম মেঁ, আমি আমার মাথার মধ্যে সুরের, ফর্মের সমস্ত চিন্তাটাকে গলায় নিয়ে আসার কথা ছাড়া আর কিছু ভাবি না। কখনও সেটুকুও ভাবি না, গান শুরু করার আগেই আমার মস্তিষ্ক সমস্ত ফর্মটাকে ম্যাপিং করে ফেলে রাখে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমার মন খুব খারাপ আজকাল বিবস্বান।'

'কেন মাহির?'

'গান গাইতে সবচেয়ে বেশি যেটা দরকার সেটা হল ইনটেলিজেন্স। ব্যাকরণ আর বিমূর্ততা, গ্রামার আর অ্যাবস্ট্রাক্টনেস— এই দুটো জিনিস হল গান— ইনটেলিজেন্ট মানুষ ছাড়া একে হ্যান্ডেল করা যায় কি? কিন্তু ইনটেলিজেন্ট মানুষ কোথায় এখন গানের জগতে? নেই। মিউজিক ইজ ভেরি মাচ ইনসিকিওর নাও। তার প্রহরীরা সব এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। সো গ্যয়ে সব কে সব।'

'আর তুমি?'

'আমি কে? আমি তো প্রেমিক। লাভার। সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, সা দুর্বল প্রেমিক এক,

মরিজে ঈশক্ কা ক্যায়া হ্যায়
জিয়া জিয়া, না জিয়া।
হ্যায় এক সাঁস কা ঝগড়া
লিয়া লিয়া, না লিয়া।'

গেয়ে উঠলেন মাহির। বিবস্বান থমথমে চোখে চেয়ে রইল মাহিরের দিকে।

দু'জনের কথা আর শেষ হয় না। দেখতে দেখতে তিনটে বেজে গেল। সীতা ফিরে গেছিলেন, জোর করে লাঞ্চ খাওয়ালেন ওঁকে। চারটের সময় বেরিয়ে পড়লেন মাহির নজরুল মঞ্চের উদ্দেশে। ঈশ্বরীকে অনুরোধ করলেন ওঁর চুলের ঝুঁটিটা সুন্দর করে বেঁধে দিতে। যাওয়ার সময় তাকে অনেক ধন্যবাদ

BanglaBook.org

দিতে লাগলেন মাহির। সে ভেবেই পেল না কেন?

অনুষ্ঠানের পর মাহির আর এখানে ফিরবেন না। দুটো দিন কাটাবেন সংগীত রিসার্চ অ্যাকাডেমির এক বন্ধু গায়কের কাছে। শনিবার সেই গায়ক— ধীমান কার্লেকর, মাহির, বিবস্বান আর কস্তুরী গাড়ি নিয়ে রওনা দেবে শান্তিনিকেতন। সংগীত ভবনের একটা দু'দিনের ওয়ার্কশপে যোগ দেবেন ধীমান আর মাহির। বুধাদিত্যের পিতার তৈরি গুরুপল্লির বাড়িতেই থাকবে সকলে। মঙ্গলবার ফিরে আসবে। ফিরেই কস্তুরী উড়ে যাবে মুম্বই।

মাহির চলে যাওয়ার পর সে যখন বিবস্বানকে প্রশ্ন করতে যাচ্ছে জিনিসপত্র কীভাবে কী গোছাবে না গোছাবে— বিবস্বানের ফোন বাজল। সম্ভবত অনেকক্ষণ বসে বসে কথা বলার জন্য বিবস্বানের পায়ে কোনও কষ্ট বা অসুবিধা হয়ে থাকবে তাই মাহির বেরিয়ে যেতে পাদুটো টানটান করে বিছানায় শুয়ে পড়েছিল ও। শুয়েই কথা বলল— 'হ্যাঁ কস্তুরী,' বলল বিবস্বান।

'হ্যাঁ, সময়টা খুব ভাল কাটল,' আবার বলল ও।

'আমি ওকে পাগলের মতো পছন্দ করি, তুমি জানো।'

'যাবে না? কেন?'

এরপর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল বিবস্বান, ও প্রান্তে কস্তুরীই বলে গেল কথা। একসময় বিবস্বান বলল, 'না, ইটস্ অলরাইট, আমি যাব। মাহিরের সঙ্গে আরও কিছুটা সময় থাকতে চাই আমি।'

কস্তুরী যাবে না, কিন্তু বিবস্বান তো যাবে, অতএব সে আবারও প্রশ্নটা করতে উদ্যোগী হল— কিন্তু তার আগে তাকেই একটা প্রশ্ন করল বিবস্বান— 'তুমি আমাদের সঙ্গে শান্তিনিকেতন যাবে ঈশ্বরী?' একটা মুহূর্তের জন্য কেমন ভেসে গেল ঈশ্বরী যেন— দু'জন বিখ্যাত গাইয়ে, তার জীবনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় মানুষ বিবস্বান, খুব জোরে ছুটে চলা একটা গাড়ির দুলুনি, অনেক না শোনা কথা, গান— সব এক জায়গায়— কেমন প্রলুব্ধ করল তাকে। তারপরই তার মনে পড়ল তার পক্ষে এরকম কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে পড়া কীভাবে সম্ভব? ঘরে অসুস্থ শিশু, অভিভাবকহীন পড়ে থাকে দিনের বেশিটা সময় এক অর্ধচেনা কাজের মেয়ের ভরসায়। একে ছেড়ে সে কোথায় যেতে পারে? দিনান্তে ওই ছাদটায় ফেরা ছাড়া, রু-এর নাড়ি টিপে দেখা ছাড়া কোনও উপায় নেই ঈশ্বরীর। এমনকী গৌরহরিও হাসপাতালে। সে বলল, 'আমি কীভাবে যেতে পারি বিবস্বান?' বিবস্বান কেমন একটা হাসল যেন, 'সে আমি

BanglaBook.org

কী জানি। এমনিই তোমার আমার সঙ্গে যাওয়ার কথা। কারণ এখনও আমি একা চলাফেরার উপযুক্ত নই। তবে কস্তুরী বলেছিল ওই সামলে নিতে পারবে তাই আর তোমার যাওয়ার দরকার ছিল না। কিন্তু এইমাত্র কস্তুরী যাওয়াটা ক্যানসেল করল, তুমি যদি না যাও তা হলে আমাকেও যাওয়া ক্যানসেল করতে হবে।'

'আমি যদি যাই তা হলে রু-কে কার কাছে রেখে যাব?'

'ওফঃ হো ঈশা, এই প্রশ্নটা তুমি নিজেকে করো, এই প্রশ্নটা আমাকে করে আমাকে এমব্যারাস করার কোনও প্রয়োজন নেই। শুধু তুমি না সঙ্গে গেলে আমাকেও যাওয়াটা ক্যানসেল করতে হবে— এটাই জেনে রাখো তুমি।'

'তা কী করে হতে পারে? এতদিন বাড়িতে আটকে বসে আছ তুমি। এই প্রথম বেরোনোর কথা ভেবেছ। যাদের কম্পানি তোমার সবচেয়ে পছন্দ তাদের পেয়েছ, তুমি যাবে না এটা হতে পারে না বিবস্বান।'

বিবস্বান বলল, 'ঈশা, আমি মনে মনে চাইছিলাম তুমি চলো আমার সঙ্গে। এই অসুখ, এই লড়াই, এই রোজ দিন একটু একটু করে নিঃশেষ হওয়া— শরীরে, মনে— এর বাইরে একবার বেরোও তুমি, প্লিজ। আমিও 'রাধেশ্যাম' হাউসের চৌহদ্দির বাইরে তোমাকে দেখতে চাই একবার। এখানে তোমার আমার অনেক ধরনের দূরত্ব। কেমন সিঁটিয়ে থাকো তুমি, কেমন করুণ চোখে তাকাও, দীর্ঘশ্বাস চেপে চেপে রাখো— আমার মনে হয় আমিই যেন তোমার সমস্ত দুঃখের জন্য দায়ী।'

ঈশ্বরী বড় বড় চোখ করে দেখতে লাগল বিবস্বানকে এবং খুব গভীরে কোথাও উত্তেজিত হল এই ভেবে যে তা হলে বিবস্বানের মনের গোপনতম কৌটোর ঢাকনা এবার খুলছে? বিবস্বান বুঝতে পারছে বন্ধুত্ব কোনও একতরফা বিষয় নয়, সহমর্মিতা যে তিনশো টাকা করে প্রতিদিন দেয় সেও ডেলিভার করতে পারে?

সে বলে ওঠে, 'আমার জীবনটা যেমনই হোক, তার জন্য তুমি কেন দায়ী ভাববে নিজেকে?'

বিবস্বান এই শুনে কর্তব্যজ্ঞানীর মতো কাছে ডেকে নেয়, 'আমি জানি আমি দায়ী নই। এটা সত্যি। কিন্তু যাকে এত পছন্দ করি তার কষ্টের কথা ভাবলে নিজেকেও কষ্ট দিতে ইচ্ছে করে ঈশা। আমি তোমাকে দয়া দেখাব না কোনওদিনও। সে তুমি আমাকে যাই ভাবো না কেন, আমরা কেউ কাউকে

BanglaBook.org

দয়া দেখানোর যোগ্য নই; কিন্তু আমি চিরদিন তোমার দুঃখকে আমার দুঃখ বলে স্বীকার করব অন্তত।'

'আমি যাব শান্তিনিকেতন,' বলে ওঠে সে এবং একদিন পরেই একটা স্করপিও-য় চেপে রওনা হয়ে যায় শান্তিনিকেতনের উদ্দেশে। এবং আগের দিন রাতে অনেকদিন পরে শয্যাশায়ী রু-কে কোলে তুলে নিয়ে গিয়ে বসায় 'দিনরাত্রির' লোহার ঘোরানো সিঁড়িতে। পাশাপাশি বসে তারা। রু শক্ত করে ধরে থাকে সিঁড়িটাকে, কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাকায় চারপাশের বাড়িঘর, আলো, আকাশ, চাঁদ, নক্ষত্রের দিকে। সে গাল টিপে ধরে ছেলের, চুমু খায়, চুল আঁচড়ে দেয় আঙুল দিয়ে। রু-কে জিজ্ঞেস করে ঈশ্বরী, 'ভাল লাগছে?'

'খুব।' বলে রু।

'তোর এই জায়গাটা ভাল লাগে?'

'খুব, খুব।'

'মুম্বই যেতে ইচ্ছে করে না? ওদের কাছে?'

'না, না।'

'কেন?'

রু কিছু ভাবে, 'সবই তো জানো...। তোমাকেই আমার বড্ড পছন্দ মা।'

'কিন্তু আমি তো ভাল মা নই, এত কষ্ট তোর, আমি তোর কোনও কষ্ট কম করতে পারিনি।'

'তাতে কী হয়েছে?'

'তাতে কিছু না?'

'আমি বলছি তোমাকে আমার ভাল লাগে কারণ তুমি ভীষণ ব্রাইট, চকচকে। আর কথা বলার সময়, হ্যাঁ,... এরকম করো, এরকম করো..., চোখটা এরকম করো যখন তখন তো আরও সুন্দর লাগে আর হাসলে... চুলটা উড়লে এরকম উড়লে, হ্যাঁ..., খুব প্রিটি।' রু তার চুলটা ঠিক করে দিতে দিতে জট পাকিয়ে ফেলে।

'কিন্তু আমি তোকে স্কুলে ভরতি করতে পারিনি রু।' রু তার কথা শোনে না, আপন মনে বকে যায়, কখনও বলে তার গায়ের গন্ধটা খুব সুন্দর, কখনও বলে ঈশ্বরী পাশে এসে শুলেই ওর ঘুম এসে যায়— রু এসব বলে আর তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

শেষে সে বলে দেয় ছেলেকে, দু'দিন আর বাড়ি আসবে না। দু'দিন ভীষণ

BanglaBook.org

কাজ করবে! সে খুব আদর করে রু-কে, বলে, 'ভাল হয়ে থাকবি তো? কোনও দুষ্টুমি করবে না?'

রু বলে, 'আমি তো ভাল ছেলের মতো শুয়েই থাকি মা সবসময়, কোনও দুষ্টুমি কি করি বলো? প্রীতিকে জিজ্ঞেস করো!'

তারপর রু দুলে দুলে গান করে—

'Ah, look at all those lonely people,
Where do they all came from?
Where are they, now?'

সে অবাক হয় শুনে, 'তোর মনে আছে?'

রু হাসে, 'তুমি কী ভাবলে?' বলে, 'মা এই গানটা শুনলে আমার কী মনে হয় বলো তো?'

সে বলে, 'বল, বল, তোর কী মনে হয় বল? মুছে যাওয়ার আগে তুই যা বলে যাবি তাই-ই তো সাহিত্য, সেটা-ই তো সাহিত্য সোনা!'

রু বলে, 'আমার মনে আসে একটা ভিলেজ মতো..., সেখানে এখন আর কেউ থাকে না! সব বাড়িগুলো এমটি! একটা চার্চ, তার বেলটা ভাঙা! আর একটা ঘোড়া থাকার স্টেবল, সেখানে ঘোড়া নেই শুধু পড়ে আছে ঘোড়ার স্কেলিটন আর সেই স্কেলিটনগুলো জড়িয়ে জড়িয়ে বেড়ে উঠছে অদ্ভুত সব প্লান্টস...! সব ঢেকে দিচ্ছে সেই প্লান্টসগুলো! ঈশ্বরী নির্বাক বসে থাকে, রু বলে আবার 'আমার মিউজিক শুনতে ইচ্ছে করে মা!'

'মিউজিক? বিটলস্ শুনবি?'

'না মা, অনেক লম্বা মিউজিক!'

'কী রকম বল?'

'কী করে বলি, এত লম্বা মিউজিক যেটা আমি যখন থাকব না তখনও বেজে যেতে থাকবে, শেষ হবে না...!'

'এত লম্বা মিউজিকের কথা আমি জানি না রু! কিন্তু তুই চাইকভস্কি শোন, ডানসিং অফ সোয়ানস!'

'শুনলে অসুখ সেরে যাবে মা?'

'না, কিন্তু ওইরকম হবে...' তার ঠোঁট থরথর করে কাঁপে... 'তুই যখন থাকবি না তখনও বাজবে কোথাও!'

banglabook.org

'শোনাও তা হলে!'

'শোনাব কী করে রু? এ কি ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত? এ তো ওয়েস্টার্ন ক্লাসিকাল, এতে সিংগিং কনপোনেন্টস খুব কম, এ গাইবার জন্য নয়, এ অনুভব করার জন্য। তোকে আমি এই সুরের বর্ণনা দিতে পারি শুধু!'

'তাই করো মা!'

ঈশ্বরী তখন ডানসিং অফ সোয়ানস বর্ণনা করে, 'ভাব রু, হঠাৎ বৃষ্টির মতো জ্যোৎস্না নামল, তুই আর আমি বসে আছি, আর ছাদ ভরে যাচ্ছে জ্যোৎস্নায়, বাড়ছে— বাড়তে বাড়তে এই সিঁড়ি অবধি উঠে এসে টলটল করতে লাগল জ্যোৎস্না আর এমন সময় আকাশ থেকে নেমে এল চারটে ধবধবে সাদা পালকে ঢাকা হাঁস, এসেই তারা ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল... মাঝে মাঝে তারা থেমে গেল? থেমে গিয়ে শুধু পাখনা কাঁপিয়ে ঝরিয়ে নিল জ্যোৎস্না, তারপর আবার নাচতে লাগল, ঘুরে ঘুরে নাচে, থামে, নাচে... তাদের যা আছে তা আমার যা নেই, তোর যা নেই তাকে উৎসর্গ করে দেয়! ততক্ষণ নাচে যতক্ষণ না তুই ঘুমিয়ে পড়ছিস, পালকের মতো ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছিস যতটা পথ তোকে যেতে হবে... তত দূর!'

গাড়ি শান্তিনিকেতনে ঢুকল যখন তখন দশটা বেজে গেছে। ভুবনডাঙা থেকে ডান দিকে ঘুরে গেল গাড়িটা। বিবস্বান তাকে বাঁদিকটা দেখিয়ে বলল, 'এদিকটা আশ্রম এলাকা। এখনও বোধহয় সামার ভ্যাকেশন শুরু হয়নি। বিকেলের দিকে তুমি একা বেরিয়ে পড়ো। একটু ঘুরে দেখো নিজের মতো করে। আমার দাদু জেদ করে মাস ছয়েক আমাকে আনন্দ পাঠশালায় পড়িয়েছিলেন! আই থিঙ্ক আই স্টিল রিমেমবার দোজ ডেজ! একজন দিদিমণি, তিনি খালি পায়ে হাঁটতেন, আর ছাত্রছাত্রীরা যাই দিত নিয়ে সযত্নে গুঁজে দিতেন খোঁপায়। যে ফুল দিতে পারল না সে হয়তো এক গোছা ঘাস দিল, তিনি সেটাই নিয়ে মাথায়, যে... যে ঘাসও দিতে পারল না, হয়তো শুকনো ডাল দিল, কিংবা পালক, কিংবা যা কিছু, তিনি হাসি মুখে তাই স্বীকার করে নিতেন— মানুষটাকে আমার পরিষ্কার মনে আছে। মা মারা যাওয়ার পর আমি যদি গোয়ালিয়রে না গিয়ে এখানে চলে আসতাম তা হলে বেটার হত! আমি তা হলে একজন পেন্টার হিসেবেই নিজে আত্মপ্রকাশ করতাম এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই!'

BanglaBook.org

মাহির বললেন, 'আত্মপ্রকাশ তো করেই ফেলেছ! ঈশ্বরীর যা ছবি এঁকেছ তুমি ভাবা যায় না।'

'কিন্তু আমি অশিক্ষিত আর্টিস্ট! আর্টিস্ট বলাও ভুল! আমার ক্ষেত্রে ছবি আঁকাটা একটা ইমোশনাল এস্কেপিজম! মাচ লাইক দ্যাট! যতক্ষণ ছবিটা আঁকছি ততক্ষণই আমার নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়া চলতে থাকে, ছবি শেষ— ছবির সঙ্গে সম্পর্কও শেষ! আর একটা জিনিসও হয়, ধরো মায়ের ছবি আঁকছি, আর মায়ের সঙ্গে কাটানো অনেক বিস্মৃত মুহূর্ত মনে পড়ে যাচ্ছে, তানিয়ার ক্ষেত্রেও তাই হয়— সেদিন তানিয়ার ছবি আঁকতে আঁকতে যেমন মনে পড়ে গেল, তানিয়া সোফিয়া কলেজে পড়ার সময় কাচটাচ বসানো একটা নীল ঝোলা ব্যবহার করত! ঝোলাটা ভীষণ সুন্দর ছিল! আমি ঠিক করেছি এবার আমি আঁকব তানিয়া, ওই ঝোলাটা, আর ঝোলার ভেতর একটা মরা কুকুরের বাচ্চা!'

গাড়ি গিয়ে দাঁড়াল একটা প্যাস্টেল শেডের ব্রাউন রঙা বাড়ির সামনে। ভীষণ সুদিং রংটা, সঙ্গে গাঢ় সবুজ বর্ডার। পুরো বাড়িটায় বড় বড় কাচের জানলা, দেখে মনে হবে কাচের বাড়ি! বাড়িটা পুরনো হলেও ভীষণ মেনটেনড। সীতার হাতের ছাপ সর্বত্র! আইভি লতা পুরো ঢেকে দিয়েছে এক দিকের দেয়াল। বিরাট এলাকা নিয়ে বাড়ি! সবরকম গাছে ভরা। যিনি এই বাগানটার প্ল্যান করেছেন তাঁর ইচ্ছে যেন বাগানটা একটু এলোমেলো, অগোছালো, রোম্যান্টিক এবং রহস্যাবৃত হোক, হয়ে উঠুক! মাহির ব্যস্ত হয়ে ফোন করছেন, তাঁর ট্রুপ এখনও বোলপুরে ঢোকেনি। সুখেন্দু এবং বাড়ির কেয়ারটেকার মিলে বিবস্বানকে দোতলায় তুলে দিয়েছে। স্নান করেই মাহির এবং ধীমান কার্লেকর ওয়ার্কশপটায় যোগ দিতে বেরিয়ে যাবেন। লাঞ্চের ব্যবস্থা বিশ্বভারতীর। সুখেন্দু শুধু ঈশ্বরী আর বিবস্বানের মতো রান্না করবে এ-বেলা। ঈশ্বরী পেয়েছে বিবস্বানের পাশের ঘর, একদিকের জানলা খুললে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে আইভি লতারা। অন্যদিকের জানলা খুললে ঘন গাছপালার ফাঁক দিয়ে উঁচু কাঁটা তারের বেড়া, তারপর অন্য বাড়ির চত্বর!

যে মাত্র একা হল ঈশ্বরী তার রু-এর কথা মনে পড়ল। পিঁপড়ের মতো অসংখ্য ছোট ছোট কষ্ট ছেঁকে ধরল তার মন। দূরত্ব, পথের দূরত্ব এক অদ্ভুত জিনিস বলে নতুন করে ধরতে পারল সে। মাত্র চারটে ঘণ্টা, কিন্তু 'দিনরাত্রি'র ছাদ এরই মধ্যে কেমন ভাসাভাসা লাগছে তার, ধোঁয়াটে! ঈশ্বরীর অশান্তিময়

BanglaBook.org

জীবনে রু সবচেয়ে বড় বিঘ্ন কিন্তু তার জীবনের একটা দিনও যে রু-বিহীন কাটতে পারে এই ক'মাসে 'দিনরাত্রি', 'রাধেশ্যাম', হসপিটাল, ডাক্তার, রিপোর্ট আর ওষুধের দোকানের মধ্যে চক্কর কাটতে থাকা সে ভাবতেও পারেনি। রন্তিদেব এবং বিবস্বানকে একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে দিতে অনুরোধ করেছিল ঈশ্বরী। ওরা সে ব্যাপারে কিছু সাহায্য করতে পারেনি। রু-এর চিকিৎসার জন্য যে টাকাটা জমিয়েছে তার সবটাই সে প্রতি মুহূর্তে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে আর এখন চলে এসেছে এখানে টাকাসহ,— রু পড়ে আছে একা। গলা ভাত খেতে অস্বীকার করছে বলে প্রীতি ওকে ধমকাচ্ছে হয়তো! এবং সে ভাবছে সত্যিই কি রু-কে ছেড়ে এসে কান্না পাচ্ছে তার? সত্যি তার ভেতরে এক স্নেহের প্রক্রিয়া বিরামহীন আগলাতে চাইছে রু-কে? সত্যিই কি বেরিয়ে এসে, ভ্রমণের স্বাদ পেয়ে প্রকট হয়ে উঠছে ক্রমশ রু-কে বহন করার বীতরাগ?

এবং সে ভাবছে এত অনাদরের পরেও রু কেন বেঁচে আছে? এত না খাওয়া, এত রুক্ষ সব ওষুধ— তাও কাল রাতে ওর চোখদুটো এত জ্বলজ্বল করছিল কী করে?

প্রীতির কাছে ফোনটা রেখে এসেছে ঈশ্বরী! স্নান করতে যাওয়ার আগেই সে রু-এর সঙ্গে একটু কথা বলতে চেয়ে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে বিবস্বানের ঘরের দিকে এগোয় ফোন করতে, এবং গিয়ে দাঁড়াতেই বিবস্বান দু'হাত বাড়িয়ে তাকে টেনে নেয় বুকে! সে টুঁ শব্দটি করার সময় পায় না!

দুপুর গড়াতে গড়াতে নির্বিকার হয়ে ওঠে 'কৃষ্ণকীর্তি'! এই হর্ম্যের নাম, বিবস্বানের কালো সবুজ চাদর পাতা বিছানায় শুয়ে নিজের নগ্নতার প্রতিফলন আয়নায় স্বচক্ষে দেখতে পায় ঈশ্বরী, দেখতে পায় পায়ের ব্যথা অগ্রাহ্য করে তার শায়িত দেহের সামনে পা মুড়ে বসে থাকা এক নগ্ন পুরুষের— তার শরীরে প্রবেশের আগের মুহূর্তের— ভূমিকা! সেই পুরুষ তার যোনির ভেতর আঙুল ভরে দেয়! এবং সেই মুহূর্তে তার মনে হয় আয়নাটা অপ্রতিফলনশীল ও কালো হয়ে উঠুক!

বিবস্বান নেড়ে নেড়ে অনুভব করে তাকে, তারপর ফেনার ভেতর ঝাঁপ দেয়, এই সময় হঠাৎ নৈঃশব্দ্যকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ছুঁতে পারে ঈশ্বরী— আর 'Time is three dimensional silence' মনে পড়ে তার! সে নিজের ভেতর

BanglaBook.org

একটা মরা, ভাঙা হাতলের তীব্র চাপ নিতে নিতে জমে যেতে চায় ব্যথায়। তার আলোড়ন ওঠে মস্তিষ্ক জুড়ে, মনে হয় নিজের সমস্ত গল্প এখনই ভুলে যাবে সে!

এই সময় বিবস্বান তাকে বলে, 'মন দাও, মন দাও ঈশ্বরী! আমাকে দাও মন!'

সে কী বলতে চায় কিন্তু ঘোড়ার খুরের শব্দ ঘষটে টেনে নিয়ে যায় সময়কে! বিবস্বান তার নিদ্রাতুর স্তন দুটোকে ডলে রগড়ে জাগানোর চেষ্টা করে, বলে, 'এই সময়টা আর আসবে না আমাদের!' সে ফিসফিস করে বলে, 'আমি জানি! Art and death do not go together!'

বিবস্বান যত ব্যথা দিতে চেয়েছিল, তার থেকে ঢের বেশি ব্যথা ড্রিবল করে তার ভেতর চড়াই, চড়াই আরও চড়াই ভাঙতে যন্ত্রণা হয় তার!

বিবস্বান চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দেয় তাকে, 'তুমি একদম মল্লিকার্জুন মনসুরের গলায় 'বিলাসখানি টোডী'র মতো ঈশা!' এবং তার পেট, ঊরু সব ঝলসে দিতে দিতে শেষ হয়ে যায় ওর কথা। এর আধঘণ্টা পরে পাশাপাশি শুয়ে থাকে সে আর বিবস্বান, বিবস্বান কী মনে করে পোশাক পরে নেয়। ঈশ্বরী নগ্নই থাকে— এবং সে এই পরিণতির মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু পায় না, শুধু তার মনে পড়ে প্রথম দিনের বিরক্ত, সতর্ক, কথোপকথন— তার আর বিবস্বানের! বিবস্বান তার স্তনবৃন্তের চারপাশে আঙুল বুলিয়ে দেয়, বলে, 'তুমি অসম্ভব চাপা মেয়ে ঈশ্বরী!'

'কেন?' প্রশ্ন করে সে।

'সারাদিন কত হাবিজাবি বকে যাও, অথচ সেক্সের সময় তোমার মুখ দিয়ে এতটুকু শব্দ বেরোল না?'

'তাতে কী প্রমাণ হয়?'

'তাতে এই প্রমাণ হয় যে আসলে তুমি তোমার ভেতরে অনেক কিছু লুকিয়ে রেখেছ, গোপন সত্যি— তুমি যতই ওস্তাদ গল্প বলিয়ে হও না কেন, আসলে তুমি ভীষণ ইনট্রোভার্ট! তোমার বয়সি একটা মেয়ের তো এই সময় এত চেঁচানো উচিত যে লোকজন জড়ো হয়ে যাওয়ার কথা! সে বলে, 'জীবনকে এই তুমি বোঝো বিবস্বান? ঘরের পাশে ঘর, তার পাশে ঘর— ঘর ভরতি, বাড়ি ভরতি মানুষ— জীবন মানেই কি তোমার আর তানিয়ার আঠেরো তলার সমুদ্রমুখী ফ্ল্যাট? এখানে বেশিরভাগ মানুষই, নর-নারীই

BanglaBook.org

পরস্পরের মুখ চেপে ধরে যৌনতা সারে, সেরে পা টিপে টিপে বাথরুমে যায়! যৌনতা এখনও এ-দেশের আপামর মানুষের কাছে একটা বিশ্বাস, a belief, not a doing thing!'

বিবস্বান সামান্য অবাক হয়, 'তুমি হয়তো ঠিক বলছ? আমরা এত স্বাধীন আমরা এসব জীবনের কথা জানি না! 'বাচ্চাকে পাশে শুইয়ে রেখে একই খাটে বাবা মা সেক্স করছে'— এ ভাবলেও আমার গা ঘিনঘিন করে! আমার তো এইরকম সিচুয়েশনে ইরেকশনই হবে না! আমি শিয়োর যে হবে না! সেক্স মানে কমপ্লিট ফ্রিডম, একটা বাচ্চা উপস্থিত থাকলে... আই ডোন্ট নো! তুমি কখনও তোমার ছেলেকে এক ঘরে রেখে সেক্স করেছ?'

ঈশ্বরী টয়লেট যাবে বলে উঠে বসে, সে ফিরে এলে দেখে বিবস্বান কিছুটা অন্যমনস্ক, তাকে দেখেই বিবস্বান অবস্তুমুখী চোখে তাকায় তার দিকে, বলে, 'ঈশ্বরী, দালি কেন তোমার প্রেমিক?' ঈশ্বরী সামান্য সময় নেয় এবং তারপর নিস্তব্ধ এসি চলা দুপুরকে ভরাট করে দেওয়ার মতো শেষ রোদ জমে থাকা একটা আকাশ-গর্তের দিকে তাকিয়ে শুরু করে গল্প।

'দালি? দালি?' 'I don't know when do I start pretending or when do I speak truth!' দালির এই স্বীকারোক্তি আমাকে প্রথমবার দালির প্রতি আকৃষ্ট করেছিল! এই যে একজন জানেই না তার ভেতরের সত্যি কোনটা, কোনটা মিথ্যে— জানে না কখন সে অভিনয় করে, কখন সত্যি বলে, আমার কাছে এই-ই হল সার্থক এক শিল্পী-সত্তা! দালি— দা কসমিক রাইনোসেরাম—! সেই কসমিক রাইনোসেরামের আঁকা কাঁপতে থাকা ইটের পাঁজা দেখে আমার বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল আবার সময়ের জন্ম হবে, নতুন সময়! আমি দালির 'ইনটেলিজেন্ট সোল'টার জন্য আজও পাগল হয়ে আছি। বিবস্বান, আমার বিশ্বাস হয় না এই পৃথিবীতে এখন সালভাদর দালি বলে কেউ বেঁচে নেই। যে ইচ্ছে করলেই আবার Premonition of Civil war কিংবা Autumn Cannibalism-এর মতো ছবি আঁকতে পারে! দালির মনটা কী আশ্চর্য এক জিনিস! পৃথিবীর বিস্ময়কর বস্তুদের একটা নিশ্চয় দালির মস্তিষ্ক! গালার সঙ্গে স্পেনের উপকূলে কাটানো একটা সন্ধ্যা, গালাকে প্রথম চুম্বন— Autumn Cannibalism-এর সৃষ্টির পেছনে আছে এমন একটা ঘটনা, এ-কথা জানলে স্তম্ভিত হবে না কে বিবস্বান? আমি

BanglaBook.org

জানি, আমার এই তুচ্ছ জীবন একটা স্যুরিয়েলিস্টিক পরিণতির দিকে যাবে একদিন, সেদিন দালি নিশ্চই আমাকে সাহায্য করবেন!'

মাহির এবং ধীমান কার্লেকর ফিরে আসেন বিকেল বিকেল। চা সহযোগে বিবস্বানের ঘরে ছোট্ট একটা আড্ডা জমে ওঠে। বিবস্বান, একবার আলি আকবর খাঁ সাহেবের ফেউ হয়ে এখানে এসেছিল, এখানে খাঁ সাহেবের তিন দিনের ওয়ার্কশপে এসে যে অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল ও তাই চোখ ছোট ছোট করে বর্ণনা করছিল! এবং তার দিকে বিরক্ত হয়ে তাকাচ্ছিল মাঝে মাঝে। বিরক্তির কারণ— বলে দেওয়া সত্ত্বেও ঈশ্বরী সাদা ঢাকাই শাড়িটা আনতে ভুলে গেছে! এবং এখন এই শান্তিনিকেতনি বিকেলে কালো পাঞ্জাবি পরে ঘুরঘুর করছে বিবস্বানের সামনে! ঈশ্বরী মনে মনে হাসছে কারণ বিবস্বানের চোখের বিরক্তির খাঁজে খাঁজে সে দেখতে পাচ্ছে কামনার জ্বালা, কালো পাঞ্জাবিতে চোখে জ্বালা ধরানোর মতো এক রাশ গলগলে কামনার ধোঁয়াই মনে হচ্ছে তাকে!

একটু পরেই মাহির ও ধীমানকে একটা ঘরোয়া আড্ডায় যোগ দেওয়ার জন্য সাদরে নিয়ে যান সংগীতভবনের অধ্যাপকদের একটা গোষ্ঠী। ধীমানকে খুব উৎফুল্ল দেখায়, কারণ আগামী দিনের সংগীত রিসার্চ অ্যাকাডেমির দু'জন স্কলারকে খুঁজে পেয়েছেন তিনি এখানে। ফোর্ড ফাউন্ডেশনও ধীমান কার্লেকরকে দায়িত্ব দিয়েছে দু'জন তেমন তেমন প্রতিভাধরকে নির্বাচন করার যাদের সামনের দশ বছর স্পনসর করবে সংস্থাটি।

ওরা চলে যেতেই আবার নগ্ন হয়ে যায় ঈশ্বরী। বিবস্বান ব্যাখ্যা করে চার-পাঁচ মাস ধরে সঞ্চিত সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ওর এবং বিবস্বান এবারও বলতে থাকে মন দাও। ঈশ্বরী কোথায় তোমার মন? বলো আমি কে? আমাকে আদর করো তুমি। আমাকে তুমি চাইছ কিনা একটুও বুঝতে পারছি না। আমাকে বোঝাও। কথা বলো। বিবস্বান তার ঠোঁট ফাঁক করে ধরে। জিভ ধরে টান দেয়। সে তবু কিছুতেই আর কোনও গল্প শুরু করতে পারে না! তখন বিবস্বান বলে ওঠে— 'তুমি ভীষণ সিক্রেটিভ। ক্যালকুলেটিভ, শ্রুড্ অ্যান্ড আই নো ইউ।'

এবার কথা বলে ঈশ্বরী, 'কেন?'

'কেন, তুমি এসেছ, তুমি আমার সঙ্গে সেক্স করছ আর একবারও বলতে

BanglaBook.org

পারছ না আমার কী কী ভাল লাগছে তোমার? একবারও বলতে পারছ না 'আই লাভ ইউ?'

সে আবার চুপ করে থাকে, বিবস্বান বলে, 'অ্যাট লিস্ট এক বছর ছ'মাস আমি কোনও সেক্স করিনি— ডু ইউ নো দ্যাট!

সে বলে ওঠে, 'বিবস্বান, ইউ আর কমপ্লিটলি কিওরড! এবার তোমার সামনে তোমার জীবন, বাধাবন্ধহীন, নতুন জীবন!'

'আর তুমি?'

'আমাকে নতুন চাকরি খুঁজতে হবে!'

বিবস্বান বলে, 'আমি যে তোমাকে ভালবাসি, এটা কোনও মিথ্যে নয় ঈশা! আমি তোমাকে ছাড়তে চাই না, ইউ আর এনাফ ফর মি, ফর মাই ইগো! কিন্তু তোমার বাচ্চাকে নেওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে। আমি তোমাকে নিতে তৈরি—কিন্তু বাকিটা আমি জানি না! আমার জীবনটা কেমন তুমি জানো, সেখানে ওই বাচ্চাটার কোনও জায়গা নেই!'

সে বলে, 'একটা গোটা সমাজ জুড়ে অন্যের বাচ্চাকে আপন করতে রাজি নয় কেউ!'

'হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দিস?'

'তুমি ম্যাট্রিমনিয়াল কলামগুলো দেখেছ বিবস্বান? সবাই 'নির্দায়'কে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে! যে বিপত্নীক, ডিভোর্সি, উইথ টু চিলড্রেন, একটা সাত, একটা দশ সেও 'নির্দায়'কে খুঁজছে, কেউ কারও দায় নিতে রাজি নয়! একটা সমাজ জুড়ে বিপদে পাশে পাওয়া যায় না কাউকে, একটা সমাজ জুড়ে একজন মানুষ পাওয়া যায় না যে ইনট্রোডাকশন দিতে তৈরি! একটা সমাজ জুড়ে শুধু কিছু ভয় পাওয়া মানুষ— অথচ দিন দিন কী ভীষণ বেড়ে যাচ্ছে শিল্পীর সংখ্যা! প্রতিদিন জন্ম নিচ্ছে সত্তরজন নতুন গায়ক, প্রতিদিন চল্লিশজন নিজের ছবির এক্সিবিশন করছে, আর হাজার হাজার মানুষ সেই মানুষ, সেই নির্দায় থাকতে চাওয়া মানুষই, সেই শিল্পের সঙ্গে আইডেনটিফাই করছে নিজেকে। ক্লাবে, ক্লাবে স্লথ বিকেলে বিয়ার আর পকোড়ার সঙ্গে প্রক্ট কলা, ধ্যাত্মবাদ, চৈতন্য, স্যুরিয়েলিজমের চাট হজম করে ফেলছে দারুই, বিবস্বান?'

রবিবার সন্ধেবেলাও মাহির আর ধীমান অনুপস্থিত! বিবস্বান বলছে—'আই লাইক ইউ, জাস্ট ইউ অ্যান্ড ইউ! অ্যান্ড হিয়ার ইট এন্ডস!'

BanglaBook.org

সে চুপ করে শুনছে, খুঁটছে তার পেটের ওপর শুকিয়ে যাওয়া খুশকির মতো বিবস্বানের বীর্য। প্রতি মুহূর্তে আরও শান্ত স্বরে কথা বলছে তার সঙ্গে বিবস্বান, 'আই কান্ট ফাদার ইয়োর চাইল্ড ঈশ্বরী। আমার ফ্যামিলি, অ্যাকসেপ্ট করবে না। ইউ আর ওয়েলকাম বাট উইদাউট হিম!'

দশ মিনিট পর বিবস্বান বলছে, 'তোমার দিক থেকে তুমি ঠিক! তোমার এমন কাউকে দরকার যে তোমাকে তোমার বাচ্চাসহ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হবে! সে রকম কাউকে নিশ্চয়ই খুঁজে পাবে তুমি!'

কুড়ি মিনিট পর, 'ফ্যামিলি কাকে বলে জানো তুমি ঈশ্বরী?'

এক ঘণ্টা পরে, 'তোমার চাইল্ডহুড, তোমার ছেলের চাইল্ডহুড,— হোয়াট ইজ হি পাসিং থ্রু! আই অ্যাম অ্যাফরেড! অলরেডি তোমার সামনে বসে থাকতে ভয় লাগছে আমার!'

তিন ঘণ্টা পর, 'তুমি শিল্পকে ঘৃণা করো! তুমি, ইউ হেট মি অলসো! কোনও কমপ্যাশন নেই তোমার আমার প্রতি!'

একদিন পর, 'তুমি মনে করো তোমার ছেলে বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে বলে শিল্পের ওপর তোমারই অধিকার শুধু! শাটআপ!'

একদিন সাত ঘণ্টা পর, 'দালি? দালি? ইউ লাভ দালি? দ্যাট জিনিয়াস অফ আগলিনেস্? কী করে সহ্য করো তুমি ওই ছবিটা?— চাইল্ড ইটিং আ র‍্যাট? দালি? পারভারসিটির জন্য যাকে দেওয়া হয়েছে টেন আউট অফ টেন? লাভ ফর নেচার, চিলড্রেনের জন্য জিরো? নো ইট?— জিরো! সেন্টিমেন্টালিটি জিরো? ফর্ম? ইয়াপ! গো ওম্যান গো! গড সেভ মি! নাউ প্লিজ লিভ মি অ্যালোন!'

সে ফিরতেই, দিনের দিন মারা গেলেন গৌরহরি! তাকে বলে গেলেন 'রু-কে দেখো! কাছছাড়া কোরো না!' এবং গৌরহরি মারা যাওয়ার একদিনের মাথায় রু-কে ভরতি করতে হল তাকে হসপিটালে। রক্ত দিতে হল! স্যালাইন চলল। আটদিন ধরে চলল ক্রমাগত মৃত্যুর সঙ্গে তার আদিম সাক্ষাৎ। এবং একদিন প্রীতি মাথা নত করে জানিয়ে দিল যে ও চলে যাচ্ছে সুকুল আর ও বিয়ে করে সংসার পাততে চলে যাচ্ছে ওড়িশায়। ওখানে ভাল মাইনের একটা কাজ পেয়েছে সুকুল।

সত্যিই চলে গেল প্রীতি, রু-এর সঙ্গে দেখা না করেই চলে গেল। মায়া

BanglaBook.org

বাড়িয়ে যে লাভ নেই বুঝে গেছে ও! বারো দিনের দিন রু-কে আবার তালা বন্ধ রেখে 'রাধেশ্যাম' হাউসে গিয়ে দাঁড়াল ঈশ্বরী! সীতা খুব খুশি হলেন তাকে দেখে, 'বিবস্বান বাঙ্গালোরে, তুমি জানো না? ওর নতুন ফ্ল্যাটটার অনেক কাজ বাকি! আমিও যাচ্ছি কাল! তোমার জন্য একটা ভাল জব খোঁজার চেষ্টা করছি এখানে ঈশ্বরী! বিবস্বানও বলছিল! তুমি এই খামটা রাখো! আজ পর্যন্ত কাউন্ট করেই দিলাম। ফোনটাও তুমি রাখতে পারো, খালি সিমটা খুলে আমাকে দিয়ে দাও, ওটা তো বিবস্বানের নামে। আর কিছু কখনও দরকার হলে আগে আমাকে কল করবে— ঠিক আছে? আর তুমি ট্রাই করছ তো চাকরির জন্য?— নিজের মতো করে? আমারও মাথায় রইল!'

গৌরহরির ঘরটার দখল নিচ্ছে নিখিল বিশ্বাসের দেশ থেকে আসা একটা নতুন লোক, সে 'দিনরাত্রির' নতুন দারোয়ান!

রন্তিদেব এখন বিদেশে— জানিয়েছে নিখিল! সে একদিন রু-কে কাঁধে করে বেরিয়ে পড়ছে সন্ধে নামার পর। একটা ট্যাক্সি নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে নদীর তীরে। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে রু-কে কাঁধে চাপিয়ে একট ব্রিজের ওপর দিয়ে অনেকটা দূর অবধি হাঁটছে সে। এবং তারপর ব্রিজের ভাঙা রেলিং-এ পা ঝুলিয়ে বসছে! রু-কেও বসাচ্ছে পাশে। দূরের দূরের আলো পড়ে নীচে চিকচিক করছে জল! একসময় সে কনফেস করছে রু-এর কাছে, 'আমি আর পারছি না রু তোকে নিয়ে!' রু মাথা নাড়ছে, যেন বলছে ও জানে, তারপর বলছে, 'আমি আর কোনও দোষ করব না মা! আমি একদম ভাল হয়ে যাব! আর বমি করব না। পেটে ব্যথা, কোমরে ব্যথা বলব না! বমি হয়ে গেলে নিজেই ক্লিন করে দেব! আর আমার জ্বর হবে না মা দেখো তুমি! আমাকে সব ওষুধ একসঙ্গে খাইয়ে দাও না গো!' সে বলছে, 'তুই জানিস মরে যাওয়া কাকে বলে?' রু মাথা নাড়ছে, অধৈর্য হয়ে মাথা নাড়ছে..., যেন যদি জানতেই হয় এখনই তা জানতে চাইছে ও! ঈশ্বরী দেখছে জল। চল্লিশ ফুট নীচ দিয়ে বয়ে যাওয়া হিতাকাঙ্ক্ষী জল!

রু বলছে, 'এবার চলো মা, আমি আর বসে থাকতে পারছি না!'

'কোথায় যাবি?'

'যেখানে তুমি যাবে সেখানে যাব মা— অন্য কোথাও নয়।'

ভয় পেয়ে যাচ্ছে রু।

সেদিন রাতেই রু-কে আবার ভরতি করতে হল হসপিটালে। ক'টা দিনে

BanglaBook.org

সমস্ত সঞ্চয় নির্মূল হয়ে যাচ্ছে তার। রন্তিদেবও নীচে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছেন, 'দিনরাত্রি' অবশেষে বিবস্বান কিনে নিচ্ছে তাঁর কাছ থেকে। মাহির এবং বিবস্বানের যৌথ উদ্যোগে সেমি-ক্লাসিকালের একটা উন্নততম আকাদেমি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে 'দিনরাত্রি' গেস্ট হাউস! অতএব রন্তিদেবের হাতে ঈশ্বরীর জন্য আর সময় নেই! রন্তিদেব যা করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে ফোন ছেড়ে দিচ্ছে সে। এবং নিখিল বিশ্বাসের ব্যবহারের মধ্যে সঙ্গে-সঙ্গে ঘটে যাচ্ছে এক উগ্র পরিবর্তন। ছাদে ওঠার সিঁড়িতে সন্ধে থেকেই সঙ্গীসাথি পরিবৃত হয়ে মদের আসর অনায়াসে বসাচ্ছে নিখিল।

রু-কে তারপর আবার ছেড়ে দিচ্ছে হসপিটাল। এবং সে দেখছে সমস্ত রকম প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বে-ও রু বড় হয়েছে একটু! একটু-ই, তবু তার মতো মায়ের চোখের পক্ষে যেন তাই অনেক!

শেষে একদিন দুপুরে রু-কে সবচেয়ে ভাল সেই জামাটা পরিয়ে দিল ঈশ্বরী, তারপর কাঁধে তুলে নিল ছেলেকে। রু বলল, 'আজ আবার আমরা কোথায় যাব মা?'

সে বলল, 'মেলায়!'

তারা একসঙ্গে কখনও কোনও মেলা দেখেনি! একটা ফাঁকা ফাঁকা ট্রেনে উঠে বসল দু'জনে। পুরো কামরাটায় দুটো চারটে লোক, ট্রেনে উঠেই রু ঢুলে পড়ল তার কোলে। আর মাঠঘাট ভেঙে ছুটল ট্রেন একেবারে পৃথিবীর উলটোদিকে। এই উপন্যাসের প্রতর্ক ও প্রবণতা অনুযায়ী! যেভাবে উৎকর্ষতার দিকে ধাবমান হয় শিল্প সেভাবে ছুটল। ছুটতে ছুটতে যেখানে গতি কমে কমে প্রায় থেমে যাওয়ার মতো এগোতে লাগল ট্রেনটা সেখানে ডান দিকে ঈশ্বরী দেখল বসেছে তার মনের মতো একটা মেলা! সে রু-কে বুকে জাপটে নেমে পড়ল চলন্ত ট্রেন থেকে এবং রেল লাইন পেরিয়ে মাঠ পেরিয়ে, বড় বড় ঘাসের ভেতর দিয়ে পথ হাতড়ে এগোল, এবং পৌঁছোল গিয়ে অনেক অচেনা দেহাতি, হাটুরে লোকের ভিড়ে। অসংখ্য গলার স্বর, কোলাহল, দোকান, পসরা। জিলিপি, সেউ ভাজা, নাগরদোলা, মেরি গো রাউন্ডের মাঝখানে। রু চোখ রগড়ে নেমে পড়ল তার কোল থেকে। বড় বড় চোখ করে রু এগোতে চাইল কোনও কিছুর দিকে, হাত ধরে টানতে লাগল

BanglaBook.org

তাকেও! ভিড় এসে সশব্দে ধাক্কা দিতে লাগল! ঠেলতে লাগল একদিক থেকে অন্যদিকে— যার কোনও দিকই তাদের চেনা নয়! রু তাকে ডাকল 'মা!'

তারপর একটা বাচ্চা মেয়ে যেখানে নাচছে এগিয়ে গেল সেখানে এবং নাচ দেখতে দাঁড়িয়ে পড়ল। তখন একটু একটু অন্ধকার নামছে, একদিকের আকাশ লাল, অন্যদিক বেগুনি। খুব জোরে ঢোল বাজাচ্ছে ছোট্ট মেয়েটার বাজনদার। চারপাশের সব শব্দ উঠছে আকাশের দিকে কিন্তু ভারী বলে নেমে যাচ্ছে মাটির গভীরে—।

ঈশ্বরী কিছুই করল না। শুধু শিথিল করে দিল নিজের হাতটাকে— সম্পর্কের, দায়িত্বের, স্নেহের, বিশ্বাসের, কর্তব্যের হাত অর্থহীন একটা মেলার ভেতর খুলে নিল সে, খুলে নিল তার হাতে ধরা জীবনের অধিকার— রু এগোল আরও, আর সে নিজে পিছোতে লাগল, পিছোতেই লাগল... তখন। আর একজন ভারচুয়াল মানুষ হিসেবে তার কোনও কষ্টও হল না এসময়, কেননা সে জানত প্রত্যেক শিল্পীকেই একসময় তার আত্মাকে ত্যাগ করতে হয় এবং তারপর বেঁচে থাকতে হয় একজন অভিজ্ঞ, পেশাদার, মনোরঞ্জনকারী হিসেবে!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG